মুসাফির

এই লেখকের লেখা

~

খেয়ালী (বাজেয়াপ্ত)

ঘূর্ণীপথে

যন্ত্রপুরী

বেতার-গ্রাহক যন্ত্র

বেতার-যন্ত্র নির্ম্মাণ

বেতার রহস্য

চলচ্চিত্র প্রভৃতি

সত্যিকারের অলকাকে

[illegible]

বেহালা

১১ই ভাদ্র ১৩৪২

মুসাফির

বাড়ী আমায় ছাড়তে হোল—

রাঙা মাটীর পথ আর সাঁওতালি বাঁশীর স্থর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক দিল····আমি বেরিয়ে পড়লুম শীতের কুহেলী বিলীন এক সন্ধ্যায়,—অচেনা, অজানার উদ্দেশ্যে।

এখন আমি শুধুই পথচারী—

আমার নাম নেই, ধাম নেই—আছে শুধু অফুরন্ত সময়, তাজা

দুই

প্রাণ, খোলা মন আর যত রাজ্যের অদ্ভুত খেয়াল—কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আমি যেন রূপকথার রাজপুত্তুর—মন্ত্রীপুত্তুর গোছের কিছু একটা হয়ে পড়েছি।

অস্তগামী দিনের দেবতাকে প্রণাম কোরে মনের মানুষ আমার ব'লে উঠ্‌লো,—উদয়াচলের পথে আবার নূতনের সূর্য্য উঠবে—কিন্তু যে অতীত আজ অস্ত গেল—সে আর ফিরবে না—ফিরবে না। ভবিষ্যৎ কৌশিক নতুন মানুষ—আকাঙ্ক্ষা তার দুর্জ্জয়—নাম তার 'দুর্জ্জয়'——'

* * *

ষ্টেশনে এসে বহুদিনের বন্ধু ও সেবক লারকু, ভূখন আর ঝুমনকে যখন বিদায় দেবার সময় একবার জিজ্ঞাসা করলুম—'সব ঠিক ত ভূখন?

লারকু উত্তর দিলে, 'ডর্‌ করিস্‌না বাবু—সে সব ঠিক আছে।'

লারকুর কথার ভঙ্গি প্রাণে এসে লাগে, চম্‌কে উঠি শুধুই—ভাবি, 'স··অব' ঠিক আছে? সত্যিই যদি তাই থাকতো—

তিন

গাড়ী তখন চল্‌তে সুরু করে দিয়েছে নিস্তব্ধ বনানীর ভিতর দিয়ে, জানলার ধারে ব'সে ঘন বনের ভেতর দিকে চেয়েছিলুম একদৃষ্টে—নীল, নীরব, নিথর স্তব্ধ রাত আমার সামনে প'ড়ে—বিশ্বজগতের যত কিছু ভাবনা চিন্তা তখন আমার মাথায় এসে বাসা নিল।

নির্জ্জন সেকেণ্ড ক্লাস কামরাটায় শুয়ে তখন ভাবছি, আর কতদিন এই অন্ধকারে ব'সে ব'সে মিথ্যার পূজা ক'রতে হবে ? একটা মধুর সম্বন্ধের ভেতর দিয়ে তার সঙ্গে আলাপ হয় চুপি চুপি, আমাদের যে পত্রালাপ চলেছে —তাও চুপি চুপি, আজও এই যে অনির্দ্দিষ্টের পথে যাত্রা এও তারই জন্য, এর মধ্যেও সেই গোপনতা।—অদ্ভুত দুনিয়া যা চাওয়া যায—পাওয়া যায় ঠিক তার উল্টোটা।

····সারা বছর ধরে কলকাতায় যখন পাই তাকে, তখন বুঝিনি যে কোন পথে ছুটে চলেছি। সিনেমায় একদিন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ভিল্‌মার "মহাজাগরণ" দেখতে গিয়েছিলুম তাকে সঙ্গে নিয়ে। কে জানত যে সেটা আমাদের উভয়ের পক্ষেও 'মহাজাগরণ' হ'য়ে উঠ্‌বে ?

চার

সে রাতে যখন ডব্‌ল্‌-ডেকারে চড়ে ফিরছি, পাশাপাশি ব'সে—অলকার যৌবনতপ্ত দেহ আমার দেহ স্পর্শ করেছিল—আবছা আঁধারে তার সুগঠিত হাতখানি আমার কোলের উপর এসে প'ড়ে, আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা গভীর অনুভূতি জাগিয়ে দিল। আমি ধীরে অলকাকে আরও কাছে টেনে নিলুম, অলকা একটু হেসে আমার চোখ দুটোর ওপর চোখ রেখে বল্‌লে 'কী!' আমার মাথাটার ভেতর হঠাৎ একটা উত্তেজনা ব'য়ে গেল,—সত্যিই তো 'কী'।—কিছুই নয়—তবে কেন এত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লুম? মহানগরীর জনাকীর্ণ রাস্তার ভিতব দিযে সাপের মত এঁকে বেঁকে হু হু শব্দে বাস্‌খানা ছুটে চলেছে····জ্যোৎস্নাভাসা নীল আকাশের দিকে চেয়ে কি ভেবে খানিক তারাগুলোর ঝিক্‌মিকানি দেখ্‌ছিলাম····হাওয়ায় অলকার অশিষ্ট কেশপ্রান্ত ফুর ফুব কোরে তখন আমার গালে উড়ে এসে লাগছিল, সে একটা সুন্দরঅনুভূতি। অলকার মুখের দিকে চাইতেই দেখি তার মায়াময় চোখের চাউনি আমার মুখের উপর,—এমন স্থির দৃষ্টি সে, বোধ হোল যেন আমার মনের ভিতরটা ও সব পড়ে' নিচ্ছে!

মুসাফির ~

পাঁচ

তার কোমল গোলাপী গালে গাল ঠেকিয়ে চুপি চুপি বললুম 'এই, কি ভাবছ?'

সে উত্তর দিলে না····রাগের ভাণ ক'রে সরে গেল একটু, তারপর চোখ ঘুরিয়ে বললে, 'ভারি দুষ্টু তো!'

সত্যিই দুষ্টুমী····কিন্তু এর পর থেকে সেটা বেড়েই চললো····তবে ঠিক একা আমারই নয়, কেননা কুসুম-ভারনম্র গাছের শাখায় যখন অজানা পাখী মুগ্ধ বিহ্বল হ'য়ে আশ্রয় নেয়, তখন দোষটা কি শুধু পাখীর, না গাছেরও?

স্যুটকেশ থেকে তার চিঠিখানা বার ক'রে পড়তে লাগলুম—

"··তোমায় যে কি সম্বোধনে ডাকি তা' ভেবেই পাইনা····তুমি এত মিষ্টি, এত সুন্দর····চাঁদের আলো যেন আমায় পাগল কোরে তুলেছে, আজ বোধ হয় পূর্ণিমা, ছাতে ব'সে ব'সে তোমায় চিঠি লিখ্ছি, জ্যোৎস্নায় সারাদিক ভেসে যাচ্ছে। আমার

জীবনে চাঁদের আলো বৃথাই গেলো। তোমায় কেন ভালবাসি বুঝি না····তুমি সুন্দর, তুমি মধুর····তাই ভালবাসার আস্বাদটাও সুন্দর।

সবাই এইমাত্র গেছে ঘুমোতে··
এখন ঠিক এই মুহূর্ত্তেই যদি তুমি আসতে·· তোমার চুমোর জন্যে দেখছি পাগল হবো····কেন আমার লোভ বাড়িয়ে দিলে সেদিন, এই দুষ্টু!

কতদিনই বা গেছ তুমি····কিন্তু
মনে হ'চ্ছে কত যুগ তোমায় দেখিনি····হয়তো আমার কথা তুমি ভাববে না, কত কি তোমার ভাববার আছে·· আমার কিন্তু কেবলই তোমার কথা পড়ছে মনে। কবির এই দুটো লাইন যে আমার জীবনে এত মধুর রূপ ধরবে তা কোনদিন ও ভাবিনি, সেই

'আমায় ঘিরি আমায় চুমি,
কেবল তুমি, কেবল তুমি'

এই দুষ্টু! সত্যি কি তুমি আমায়
চাও····না, দুদিন পরে হারিয়ে যাবো? তুমি যেদিন

চলে যাও সেদিন যেখানে শুয়ে আমায় আদর করেছিলে, সেইখানে শুয়েই লিখ্‌ছি····ভাবছি সেদিনের স্মৃতি কি মিষ্টি····

এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার আগেই, আমি বহুদূরে চলে যাবো·· লিখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে সবই, কিন্তু লেখা যে আসে না—শুধু একটি কথাই মনে জাগছে যে, distance between us বেড়েই চলেছে···· ভবিষ্যতে আমার ব্যবহারে যদি আঘাত পাও তো ক্ষমা কোরো—মনে কোরো যে সে আঘাত ইচ্ছে ক'রে দিইনি·· বড় অসহায়, নিরুপায় আমার অবস্থা ·”

চিঠিখানি পাবার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত কতবার যে পড়েছি, মুক্তোর মত লেখাগুলোকে কত চুম্বনই যে করেছি তার ঠিক নেই····আর ভেবেছিও কি কম! রাতের আঁধারেরও শেষ হোল অবশেষে···· গ্রাম,

বন, ঘাট পার হোয়ে ভোরের আলোর সঙ্গে ট্রেণখানা তার পথের শেষে এসে থামলো। বাইরে এসে পথ চলতে চলতে নীল-সিন্ধুর একটানা রেখা দেখতে পেলুম। অনন্ত বিস্তৃত এই মহানীল সমুদ্রের তরঙ্গরাশি কূলের কাছে ব্যগ্র উচ্ছ্বাসে আছড়ে পড়ছে, কত দিন ধ'রে—কে জানে! সমুদ্রতীর থেকে আস্তে আস্তে সহরের দিকে চললুম···· কিন্তু কোথায় তার খোঁজ কোরবো? তার ত ঠিকানা আমার জানা নেই। 'যার ঠিকানা জানা থাকে না, সারা জগৎ চিরন্তন কাল ধরে তাকেই খোঁজে। একমাত্র আশা এই ছিল—হয়ত বা সে এই নীল সমুদ্রের লাস্যলীলা দেখবার জন্য সন্ধ্যায় এদিকে বেড়াতে আসবে···তাকে দূর থেকেই শুধু দেখে যাব····

সহরে আর যাওয়া হোল না। সাগরিকার প্রেমেই পড়লুম··দেখতে লাগলুম শুভ্র ফেনরাশির ধরণীর বুকে স্নেহ-চুম্বন·· মনে হোল আবার, একি সত্যিই তাই—না পৃথিবীর পায়ের কাছে তার ব্যর্থতার আর্ত্তনিবেদন?

দুপুরের সময় সাম্‌নেই সমুদ্র-তীরের একটা হোটেলে এসে উঠলুম। খাওয়া দাওয়া শেষ কোরে

আবার জলের ধারে গিয়ে. বস্‌বো ব'লে বেরুচ্ছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে অলকার দেখা পেলুম····সে তখন স্নান সেরে আমার ঠিক পাশের ঘরটীতে ঢুকতে যাচ্ছে আমায় দেখেই তো অলকা থম্‌কে দাঁড়াল····মুচ্‌কে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কখন এলে?'

আমি তখনও নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারিনি····একদৃষ্টে সদ্যস্নাতা অলকার রূপমাধুরী উপভোগ করছিলুম···

অলকা এক মধুর ভঙ্গিমায় ঘাড নেডে বল্‌লে, 'থাকো খানিক ভাবুকের মত দাঁড়িয়ে, আমি আস্‌ছি এখুনই, বুঝলে?' বলেই, হাসতে হাসতে সে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে লাগলুম—মনের ডাকও তা হ'লে শোনা যায়! নইলে, এভাবে হঠাৎ অলকার সঙ্গে দেখা হবে কেন?

বারান্দা থেকেই তখন শুনতে পেলুম, পথ দিয়ে এক হিন্দুস্থানী ছোক্‌রা গেয়ে চলেছে

দশ

"সখী রী মৈকা পীয়া বিন্ কছু না সুহায়ে"।

পুরীর সমুদ্রতটের বালি তেতে আগুন হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও দুপুরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম, হোটেল ছেড়ে চলে গেলাম বহুদূরে—flag-staff ছাড়িয়ে একেবারে লাইট্-হাউসের কাছে। সেখানে গিয়ে বসলুম এমন জায়গায়, যেখানে ঢেউয়ের জল এসে আমাদের পাগুলি নিয়ে খেলা কোরতে লাগল····

বহুক্ষণ দুজনে কোন কথাই হোল না·· অলকার হাত দুখানি ছিল আমার মুঠোর মধ্যে, তার আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করছিলুম—মাঝে মাঝে তার মোহময় স্বপ্নভরা প্রগাঢ় কালো চোখদুটী, টর্টযিজ শেলের গোল চশমার ভেতর দিয়ে আমার মুখপানে ফিরে চাইছিল। সমুদ্রের ভৈরব-গর্জ্জনের ভেতর দিয়ে অলকার মনের কথার আভাস পাওয়া গেল। ব্রাউনিং এর Last Ride Together কবিতাটি আমার ভারী মনে পড়ে, এখনও হঠাৎ সেটা মনে ওঠাতে ভাবলুম—এই প্রবল জলোচ্ছ্বাস কি একবার পাগল হ'য়ে ছুটে এসে আমাদের অসীম অশান্তের কোলে টেনে নিয়ে যেতে পারে না ?

মুসাফির~

অলকাই কথা কইলে এবার, তার সুন্দর সুগন্ধ কেশভার শুদ্ধ মাথাটা আমার কাঁধের ওপর রেখে বাঁকা চাউনি হেনে বললে, 'এই, কেন তুমি এলে এখানে? তোমায় তো আমি ঠিকানাও জানাই নি, তবে এলে কি কোরে? সত্যি, তোমায় এমন ভাবে পেয়ে ভারী আহ্লাদ হচ্ছে বটে····কিন্তু কি বিপদেই তুমি আমায় ফেললে!'

অলকার মাথার ওপর গালটা রেখে আস্তে আস্তে তার কপালে একটা চুমো দিয়ে বললুম, 'এসেছি শুধু এরই জন্য বুঝলে? আমি এলেই যতো বিপদ যদি আসে, বেশ তো আর তা হ'লে····"

'কথায় কথায় রাগ অভিমান লেগেই আছে। বলছিলুম কি জান, আমি এসেছি আমার এক মামার সঙ্গে এখানে, এতক্ষণ যে না বলে ক'যে তোমার সঙ্গে এই দুপুরে বেড়াতে বেরিয়েছি, ফিরলে কি বলবেন বলতো?'

অলকা মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করলে, তারপর স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, 'তোমায়

অবশ্য কিছু ভাবতে হবে না। হোটেলে তুমি আমার পরে গিয়ে ঢুকো, আর আমায় চেন না এইভাব দেখিও, আর এখন বাইরে থাকার যে explanation, সে আমিই দোবো—'.

মনটা বিশ্রী হয়ে গেল, বললুম, "অলক, এমন জানলে সত্যিই আমি তোমায় নিয়ে এখানে বেড়াতে বেরুতাম না। শুধু তোমায় একবার দেখবো বলেই এসেছিলুম। দেখা পেয়েচি, এখন আর আমি হোটেলের দিকেই যাচ্ছিনা, একেবারে ট্রেণে এই রাতেই রওনা হচ্ছি। মাপ কোরো, আমার জন্য তোমার যে এই বিপদটুকু ঘটবে বলছো—.... '

অলকা হেসে উঠে আমার হাত দুটো জোর কোরে চেপে বললে, 'ইস্ কি বীরপুরুষ! একেবারে পলায়ন, তোমায় আমি একেবারে মামার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির কোরবো, বলবো এই আসামী হাজির কোরেছি, আমার না ব'লে যাওয়ার জন্য দায়ী এ-ই।'

হাসি ঠাট্টায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেল কেটে......নীল সমুদ্রের অপর পারে সূর্য্যদেব ক্রমে নেমে

যাচ্ছিলেন, উন্মত্ত সাগরের তাণ্ডবলীলাও তখন বেড়ে চল্‌ছিলো····দূরে মুলিয়াদের সমস্ত দিনের মাছধরাও গেলি শেষ হয়ে। আমাদের কথাবার্ত্তা আবার হঠাৎ কখন সাঙ্গ হয়েছে····মহানীলের পাশে বসে নীলাকাশের সঙ্গে এর যে অপূর্ব্ব রঙের খেলা চল্‌ছিল তাইতেই দুজনে মগ্ন ছিলুম। হু হু ক'রে লবণাক্ত বাতাস এবার ব'য়ে আসতে লাগল, ক্রমে তা' ঝড়ের আকার ধারণ করলে, অলকার ত্রস্তবাস ও কণ্ঠচ্যুত হল—ধীরে আমি তার বক্ষের উপকণ্ঠে নিবিড়ভাবে চুম্বন করলুম। সারা অঙ্গ রক্তের উগ্রগতিতে শিথিল হ'যে পড়লো····

সেই রাত্রেই সমুদ্রতীরের দেশ থেকে বিদায় নিযেছিলুম।

—রায়

চোদ্দ

ক'লকাতায় ফিরে এলুম আবার কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা মন নিয়ে। চিরপরিচিত চায়ের দোকানের আড্ডাটা আরও বেশী করে জমিয়ে তুললুম। কলেজ ছেড়ে দিন নেই রাত নেই ছোট্ট ডায়েরীখানাকে ভরে তুলতুম যত রকম মনের আজে-বাজে কথাতে, এই দোকানের এক কোণে একটা ভাঙ্গা বেঞ্চে ব'সে——

মুসাফির~

পোনর

দোকানের কর্ত্তা রামগোপাল বাবু প্রৌঢ় ভদ্রলোক। দারিদ্র্যের মালিন্যে তাঁর বাইরেটা মলিন হ'লেও হঠাৎ দেখ্লেই অতীত যে এঁর ভালোই ছিল, এ কথাটা বিশেষভাবে মনে পড়ে। এখানে সে নিয়ে কেউ কিন্তু গবেষণা করে না—সন্ধ্যার আমেজ পড়তে না পড়তেই বনেদী খরিদ্দারের দল যে যার আস্তানা ছেড়ে এখানে এসে জোটে, আর গবেষণা হয় তখন কোয়েটায় ভূমিকম্প থেকে আরম্ভ ক'রে বরিশালে নারী ধর্ষণ পর্য্যন্ত—এমন কি, 'কমন্স' সভার ইণ্ডিয়া-বিলবক্তৃতা পর্য্যন্ত···· বাদ কিছুই যায় না। বটগাছের মাথায় সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়োপাখীর কিচির-মিচির যেমন স্বরু হয় এও যেন ঠিক তাই····

এ দল থেকে নিজেকে একটু দূরেই রাখতুম। এদের মজলিস বসবার সঙ্গে সঙ্গে মালিকের দশ বছরের মেয়ে মিনতি, সে এসে আমার সঙ্গে ভাব কর'তো। স্কুলের পড়া বুঝিয়ে নিত। মিনতি আমার সঙ্গে 'দাদা' পাতিয়ে ফেল্লে। বনেদী খরিদ্দারদের ভেতরও কেউ বা তার কাকা, কারও সঙ্গে বা তার মামা

~রায়

সম্পর্ক। বেশ স্বচ্ছ সরলা মেয়ে, সঙ্গে তার দুদণ্ড কথা ক'য়ে আমার এই খেয়ালী মন বেশ একটু শান্তি পেত; দেশ বিদেশের গল্প, জাহাজ, এরোপ্লেন, বায়স্কোপ প্রভৃতির যত রাজ্যের অদ্ভুত আর আজগুবি কাহিনী তাকে শোনাতুম।

রোজকার মত সেদিনও মিনতির সঙ্গে গল্প করছি। গল্পের ব্যাপার ছিল আমাদের সেদিন 'ডান্‌পিটে' মেয়েদের কাণ্ড। 'ডানপিটে' নামটা অবশ্য মিনতিরই দেওয়া। প্রথমেই কুমারী এমি জনসন বলে যে ইংরেজ মেয়ে একা ইংলণ্ড থেকে এরোপ্লেনে উড়ে অষ্ট্রেলিয়া গিয়েছিল, তার কথা হোল—পরেই 'গাউচো' (Gaucho) নামক একটা বায়স্কোপের ছবিতে সেদিন চন্দ্র ঘোষাল বাবু যে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তাতে সে, উ, 'লুপে ভেলে' মেয়েটীকে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছে—মিনতি থেকে থেকে বলে, 'দেখ, দুর্জ্জয়দা—আমি কি ঠিক কোরেছি জান? নিজে মস্ত বড একটা হোটেল চালাব সাহেবী কায়দায়, তবে খাবার দেওয়া হবে বাঙ্গালীর ডাল, লুচি কোপ্তা, পোলাও এই সব—চীনেম্যানরা পর্য্যন্ত কি রকম সুন্দর ভদ্রভাবে হোটেল চালাচ্ছে, আর আমাদের বাঙালীদের

হোটেলে একটাতেও ঢুকবার উপায় নেই, এমনি নোংরা—বাবাকে বলি, যে এ দোকান তুলে দাও, নয়তো ঐ রকম ভাল বেশ ইলেক্‌ট্রিক লাইট্ দিয়ে সাজান, চাপরাশী, দরোয়ান শুদ্ধ একটা হোটেল খোলো। বাবা কেবল হাসে, বলে—'পাগলী, টাকা কোথায়?' আচ্ছা, দুর্জ্জয়দা, খুললে তো তবে টাকা হবে? তুমিই বল!'

মিনতির কথা শুনে হাসি, মনে মনে ভাবি মেয়েটার সাহস আছে, বুদ্ধিও আছে, বলি, 'মিনু, ঠিক বলেছ! তুমি বড় হও, আমি তোমার হোটেলে চাকরী নেবো, ঠিক বল্‌ছি।' মিনতিও হাসে শেষটায়। এত বড একটা মতলব আঁটা তো সোজা কথা নয়—সুতরাং তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ কাণে এল, কোথায় কার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে—তাই নিয়ে বনেদী খরিদ্দারদের দল যে জটলা পাকাচ্ছেন তার দু চা'রটে খাপছাড়া কথা—কাণ খাড়া কোরে খানিক শুনলাম তারপর তাঁদের তর্কে আমিও ভিড়ে গেলাম, বললাম, 'কি বল্‌ছেন? আত্মহত্যা পাপ? নীতিবিরুদ্ধ?

ঠিক কি তাই? স্বেচ্ছায় জীবন দেওয়ার ভেতর কত বড় একটা ত্যাগের মহত্ত্ব, আর সাহসের পরিচয় রয়েছে, সেটা তো স্বীকার করতে হবে।'

চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিতে দিতে নামিয়ে রেখে চন্দ্র ঘোষাল বাবু একবার আমার দিকে কটাক্ষপাত করলেন। 'হুঁ', রক্ত গরম এখন বাবাজীর, সাহসের পরিচয়ই বটে, আর নীতিবিরুদ্ধ অবশ্য বলা না গেলেও, ছুর্নীতির পরিচায়ক যে, তাতে আব সন্দেহ নেই ··' ঘোষাল মহাশয়ের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। গণেশ মণ্ডল, হরিশ খুড়ো এবং আর ছুজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এঁর এই রসিকতায় একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলেন····তর্কটা চাপা না দিয়ে আমি বললুম 'দেখুন, এটা ছুর্নীতি কিরূপে বলছেন, মেয়েটী পৃথিবীর ভার বাড়িয়ে থাকা ভিন্ন, সে আর কোনও রকমে কারুর কোনও উপকারেই আসতে পারবে না—এ অবস্থায় সে যে নিজেকে সরিয়ে নিল এই খেলা থেকে—এতো তার হৃদয়ের মহত্ত্বের চিহ্ন। সে যদি অবশ্য সব দিক দিয়ে ভেবে

না দেখে থাকে, তা'হলে একটু ভুল করেছে ধরে নিতে হবে, তার বেশী কিছু না····এতে পাপই বা আস্‌ছে কেন, আর দুর্নীতিই বা কোথা থেকে এল····'

মিনতি তার শীর্ণ হাত দুখানি দিয়ে আমার হাঁটু দুটো জড়িয়ে বসে একমনে আমার কথাগুলো শুন্‌ছিল। বনেদী খরিদ্দারদের দলটাও এবার একটু বিশেষ সজাগ হয়ে উঠলো আমার দিকে ইঙ্গিত কোরে দু'চার জন কানাঘুসোয় কি সব বলা বলি করছিল।

তাদেরই ভেতর থেকে সাড়া দিয়ে নগেন মণ্ডল মহাশয় বল্‌লেন, 'বেশ বেশ, ভগবানের দান নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই পাপ হে ছোকরা, পাপ কি আর গাছের ফল? আজকালকার ছোকরা তোমরা যত, ডেঁপোমি শিখেছ বই তো নয়। কি বল, ঘোষালের পো?'
বললুম,— 'উনি আর বল্‌বেন কি?'

'দেখুন আপনারা বৃদ্ধ হ'লেও চোখ খুলে দেখেন নি, আমি এই জীবনের সমস্যা নিয়ে আজ কয়েক বছর ধরে ভাবছি, দেখছি এবং অনেক

জিনিষ ভেবে পেয়েছি। আপনারা যে প্রত্যহ কেমন কোরে দিন কাটান, তাও তো রোজ দেখ্‌ছি····'

চন্দ্র ঘোষাল বাবু আর নগেন মণ্ডল দুজনে সমস্বরে ব'লে উঠলেন 'বাহবা, কেলেবর ছোকরা, ভেবে ভেবে কি পেয়েছ এখন বলো দেখি··বড ভাবুক লোক তো হে তুমি দেখ্‌ছি! ও রামগোপাল বাবু, ছোকরাকে আমাদের তরফ থেকে এক কাপ চা দাও তো হে····'

····বললুম 'দেখুন, ঠাট্টা নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সুখের খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে। ভাবে না যে মানুষের জীবনের মানেই আলাদা····সুখের অর্থ হ'চ্ছে একেবারে শান্তি বা সম্পূর্ণ জড়ের অবস্থা—আর জড মানে যার জীবন নেই; সুতরাং জীবনই যার রইল, সে কি ক'রে সুখ পাবে?, জীবন থাকাতেই তো যতো গণ্ডগোল····দুঃখ যন্ত্রণা, ঘৃণা, হত্যা, জীবনে এ সবই চাই····এই সৃষ্টিই যখন তাহ'লে আমাদের সুখের শান্তির অন্তরায়, বৃথা জীবনে কেন তার পেছনে ছুটে

জ্বালা বাড়াই ? তাই আমার মত এই যে, মানুষ এখনও বুঝুক যে ভবিষ্যতে তাদের পর আর সৃষ্টি যেন না থাকে মিছিমিছি আবার কোটি কোটি তাদেরই মত জন্তুকে জীবনের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।' চন্দ্র ঘোষাল বাবু এইখানে বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'বলি হে ছোক্‌রা ! বড় যে বড় বড় কথা কইছো। বলি— তোমার বয়সের ছেলের আবার মতবাদ কি হে ?'

তর্কটার অন্যরকম রূপ নেওয়ার উপক্রম হ'চ্ছে দেখে হরিশ খুড়ো বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন 'থাক্ থাক্, ঘোষাল মশাই, ছেলেমানুষের সঙ্গে মাথা গরম ক'রে লাভ নেই। আজ তবে চল্লুম, রামগোপাল বাবু. ওঠ হে সকলে '

যাবার সময় আমার দিকে চেয়ে তিনি একবার ব'লে গেলেন, 'ওহে, তোমার মতবাদ নিয়ে ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে কিছু আলাপ করবার ইচ্ছে রইল। একথা ঠিকই, সবজিনিষই একটু নতুনভাবে ভাবতে শেখা, জগতটাতে বেশ ফূর্ত্তিতে চালিয়ে যাওয়া

—অবশ্য জীবনের দায়িত্বটুকু বর্জ্জন না কোরে—খুব ভাল। আচ্ছা, চল্লুম, মিনতি মা।'

সকলে হাসাহাসি করতে করতে রাস্তার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন—যাবার সময় হরিশ খুড়োর শ্যেন দৃষ্টি যেন আমায় একেবারে বঁড়শীর মত গিঁথে রইল। এই এক দিনের তর্কের আলাপে আমার জীবনটায় যে কি একটা দাগ পড়ে গেল, তা এতদিন বাদে বলা শক্ত। ছেলে বেলা থেকে এত সব শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এসেছে যে দুর্জ্জয়, সে-ও আজ অবসন্ন হ'য়ে পড়ল।

~মুসাফির

তেইশ

কম-সে-কম ছেচল্লিশটা বছর যমের হাত এড়িয়ে এই নশ্বর জগতে বেঁচে থাকায়, হরিশ খুড়োর আর কিছু লাভ হোক না হোক, এই বিশ্বের বাজারে যা' কিছু জিনিষ মেলে, তা' যাচাই করবার একটা বিশেষ ক্ষমতা জন্মেছিল—এক আঁচড়েই মাল বুঝে নিতে হরিশ খুড়ো হ'য়ে গিয়েছিলেন ওস্তাদ। তাই আমার মত এই

চাব্বশ

পাগলাটের সাথে প্রথম দিনের কথাবার্ত্তাতেই খুড়ো টের পেয়েছিলেন জিনিষটীতে বেশী ভেজাল নেই।

বাজারের হালচাল যে রকম, তাতে হাতের মুঠোয খাঁটি মাল পেয়ে, ঠেলে ফেলে দেওয়াব মত মূর্খতা খুড়োর ছিল না। তাই আমার সঙ্গে প্রতিদিনই তিনি সময় বুঝে খানিকক্ষণ গল্প ক'রে তবে বাড়ী ফিরতেন। এই সব গল্পের মধ্যে থেকে খুড়ো যা' পেলেন, তাতে দেখা গেল, কোথায় যেন একটু বেসুরো, একটু খাপছাড়া ভাব আছে····

খুড়ো যে সুযোগ খুঁজছিলেন, তা' এবার পেলেন। 'কর্ম্মীসংঘে'র নববর্ষের উৎসবের দিন এগিযে এসেছে—তিনি সব পাণ্ডা ছেলেদের একদিন ব'লে এলেন, 'আজ একজন দুর্জ্জয় কর্ম্মীকে তোমরা দেখ্‌তে পাবে, তাকে রাখতে পারলে কাজ হবে।'

ছেলের দল সমস্বরে খুড়োর কথা সমর্থন করলে।

—মুসাফির

পঁচিশ

উৎসবের আড়ম্বর দেখে আমি বুঝে নিলুম যে 'সংঘে'র অবস্থা আর যাই হোক, অর্থের দৈন্য মোটেই নেই। স্বেচ্ছাসেবক দলের পোষাক পরিচ্ছদে রীতিমত smartness এর যে ছাপ আছে, তা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না এবং গান বাজনা একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হ'লেও সহরের বড় বড় যে অনেক সম্মিলনীই এরকম শিক্ষা পেলে ধন্য হয়ে যাবে অন্ততঃ প্রথম দিনের আভাসে আমার ঠিক এই ভাবটা মনে এসেছিল ব'লেই খুড়ো ঠিক কোরেছিলেন। খুড়োর হিসাবে যে বেশী ভুল হয়েছিল, তা' বলছি না। তবে সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ থেকে সংঘের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে যে ধারণা হোল, তাতে অনেক শক্তি ও অর্থের যে অপচয় হ'চ্ছে তাতে আর সন্দেহ রইল না।

সংঘের 'কর্ম্মী' নামে খ্যাত এইরূপ দু'চার জনের সঙ্গে খুড়োর আড়ালেই কিছু আলাপ করা গেল খুটিনাটি জেনে নেওয়ার জন্যে। যা ধারণা করেছিলুম, সেটা তাতে আরও বদ্ধমূল হ'য়ে দাঁড়াল। স্থির করলুম 'সংঘে'

ছাব্বিশ

থেকে এদের সঙ্গে মিশে, কাজ কোবে, তর্ক কোরে এদের এ পথ থেকে ঘোরাতে হবে।

দলে তাই ভিড়েই গেলুম। মাস খানেক কাটলও বেশ হরিশখুড়োর সাথে। খুড়ো খুসী হ'লেন খুব আমার কার্য্যপ্রণালী দেখে। 'অশনি' দেখাশুনোর ভার শেষে খুড়ো তুলে দিলেন আমারই ওপর। সংঘের সঙ্গে নিজে ক্রমশঃই বাঁধা হ'য়ে পড়ছিলুম। খুড়ো মনে মনে ঠাওরালেন—তিনি জিতলেন। আমিও কিন্তু শেষে আমার কাজের ধারা স্থির কোরে নিলুম, ভাবলুম কয়েক দিন, তারপর উঠে-পড়ে লাগলুম দেখাতে যে হরিশখুড়োর এত চেষ্টা সফল হোলেও সার্থক হয় নি। সে দিন বসলুম হঠাৎ খুড়োর সঙ্গে তর্ক করতে—'আচ্ছা খুড়ো, এরকম উদ্দেশ্যহীন হ'য়ে কাঁহাতক কাজ করা চলে?' খুড়ো শান্ত-ভাবে উত্তর দিলেন, 'কেন, দেশসেবাই তো একটা উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার বাণী ব'য়ে এই যে সব বই এখানকার ছেলেদের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এর কি কোন উদ্দেশ্য নেই বলতে চাও?'

~মুসাফির

বাধা দিয়ে ব'লে উঠলাম, 'কি বল্‌লেন খুড়ো,—স্বাধীনতা? ঐ কথাটার আর অবমাননা করবেন না! আপনার শিষ্যবর্গের কোনটী স্বাধীন? আপনি কি মনে ভাবেন এদের সকলেই ভিতরকার একটা প্রেরণার দরুণ এই সব কাজ করে চ'লেছে? মোটেই না খুড়ো, এও একটা মোহের দাসত্ব মাত্র। পাশ করা বিদ্যার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে যারা ভাবতে পারে না,—নিজের ভাই, বোন, মা, বাপ ছাড়া বাইরে যাদের সংসার নেই, জীর্ণ পুঁথির ভারে যাদের মাথা নীচু, বুক ফুলিয়ে সত্যের বড়াই পর্য্যন্ত করবার যারা সাহস রাখে না—তারা হবে স্বাধীন? আরে ছোঃ!··'

খুড়ো বিরক্ত হ'য়ে বলে উঠলেন, 'দুর্জ্জয়, এতদিনেও তোমার ছেলেমানুষী গেল না, উদ্ভট আইডিয়া যতো মাথায় পুরে····'

'তাইতো, উদ্ভট বই কি! বলি খুড়ো, এ সব নরম-গরম কলম-পেষা থেকে, এই ছেলে-গুলোকে একটু রেহাই দিন। একটু তাজা হ'য়ে উঠ্‌তে

দিন। বাইরেটা একবার দেখে নিক্, মানুষ কোন পথে ছুট্‌চে, কি ভাবে। তারপর নিজেরা দেখুক, বুঝুক কি চাই, আর কি নেই। তা না, চাই স্বাধীনতা আর তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে অহিংসাব্রত··। আচ্ছা, এতে হাসি পাবে না! আমাদের দেশে ব'সে আমরা ছাড়া অন্যলোকে বেশ আরামে আয়েসে লুটে খাবে—স্পষ্ট বল'বে আমাদের জোর আছে তাই জোরসে আমরা কোর্‌বো প্রভুত্ব, আমরাই রাজা—তাই তো আপনারা চেঁচাচ্ছেন, স্বাধীন হ'বো····যে ঐ রকম মজায় আমরা ছাড়া ওরা থাকতে পাবে না। খুড়ো, এতো পুরো হিংসাবৃত্তি, ওরাও মানুষ আমরাও মানুষ, ওদের বুদ্ধি আছে, ক্ষমতা আছে, ওরা করছে প্রভুত্ব····আপনারা যদি হাঁ ক'রে ঘরের কড়িকাঠ গোণার মত আকাশের তারা গোণেন—সে দোষ কার? ধরুণ, আপনার ভাই আজ যদি হঠাৎ কোনও রকম বুদ্ধি খেলিযে লম্বা জমিদারী হাতিয়ে বসে। তারপর মোটা মাইনের দরওয়ান দিয়ে জোরসে, খাজনা আদায় করে····আর আপনি যদি তখন গাইতে বসেন 'দাদা, এ তো ভাল হ'চ্ছে না। ওদের জমী ওরা করে চাষ, ওরা

তুলবে ফসল—তুমি তার থেকে জোর কোরে ভাগ বসাচ্ছ কেন?'····তাহ'লে আপনিই পরস্ত্রীকাতর হয়ে পড়েছেন ব'লে গাল খাবেন····বলুন খুড়ো, খাবেন কি না?'

খুড়ো প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলে জবাব দেবার মত জুৎসই কিছু ঠাওরে নেবার আগেই আমি আবার বলে উঠলাম্ 'এ সে যুগ নয় খুড়ো এ যুগের মহামন্ত্র হ'চ্ছে··Gold & Speed,—রূপেয়া লাও, আর দৌড়কে যাও। Dynamic জাতের সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে হ'লে ওরই সামঞ্জস্যে নতুন ক'রে ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে। Static অবস্থায় ভাবুকের মত বসে থাকলে ভেবে ভেবে সমাধি লাভ ছাড়া আর বিশেষ কিছুর সম্ভাবনা নেই।'

খুড়ো এবার রেগে উঠলো 'তোমার মস্তিষ্কটা দেখ্‌ছি একেবারেই পাশ্চাত্যের ভাবে ডুবে গেছে, দুর্জ্জয়, তোমার মাথার ভেতর সেই যে সর্ব্বনেশে, সর্ব্ব-ধ্বংসী theory সেটাও তোমার ওদেশ থেকে ধার করা।'

ত্রিশ

'তাতে আর ক্ষতি কি খুড়ো। পূর্ব্বের সূর্য্য যখন মেঘে ঢাকা, তখন পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য্য দেখলেও আনন্দ হয়, আমরা প্রত্যক্ষ কিছু চাই, নইলে আমোদ পাই না।'

খুড়োর মুখ দিয়ে সবে বেরিয়ে এসেছিল, 'থাক্ থাক্ যথেষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে' ··এমন সময় একটি ছেলে ত্রস্তভাবে ঘরে এসে খবর দিলে 'অশনির' সম্পাদক টেলিফোন করলেন, আপনাকে এখুনই যেতে·· '

খুড়ো প্রশ্ন ক'রলেন, 'কি বল্‌লে?' উত্তরে সেই ছেলেটি জানালে, 'কারণ বলেন নি। জরুরী আসতে বলেছেন।'

খুড়োর মুখের পেশাগুলো একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। ঐ মাথার ভেতর তখন যে কত কি ভাবের ওলট পালট হ'চ্ছিল, তা ঐ মস্তিষ্কস্থিত জীবগুলি ছাড়া আর কারুরই জানবার উপায় ছিল না।

~মুসাফির

একত্রিশ

সাহিত্য চর্চ্চা করার যে একটা সুপ্ত বাসনা মনের ভিতর লুকান ছিল খুড়োর সঙ্গে যোগাযোগের পর সেটা আত্মপ্রকাশ করার অবসর পেল। 'অশনি'র পরিচালনার ভারের সঙ্গে সম্পাদনার ভারও পড়লো আমার হাতে। এতে নিজেকে বেশ একটু গৌরবান্বিত মনে করলুম। কাজের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলুম বেশ

স্ফূর্ত্তিতে, স্বাধীনতার একটা খোলা হাওয়া যে কত মধুর তা এই প্রথম আস্বাদ করলুম। জীবনের ধারা সম্পূর্ণ এক নতুন পথ ধরলো এখন থেকে। ঘর বাড়ীর সম্পর্ক তো বহুদিনই ঘুচেছে, এখন মিনতিদের 'রেস্তরা', কি কোনো বন্ধুবান্ধবীর আস্তানায় আড্ডা দেওয়া তাও গিয়েছে! সঙ্গী এখন প্রেসের কালি, পথের ধূলি, আর আফিসের মোটা মোটা বই পত্র!

*　　　　*　　　　*

মাস কয়েক এইভাবে কাজ করবার পর হঠাৎ একদিন গভীর রাতে খুড়ো—এখন হরিশদা, এসে হাজির। বল্লেন 'ওহে তোমায় এবার সংঘে থাকতে হবে।' এতদিন এই সংঘের সম্বন্ধ ওপর ওপরই চলে আস্ছিল, সংঘটা যে এখন আমাকে পেয়ে বস্‌বে এতে মন বিশেষ খুসী হোলনা, বরং আমি চঞ্চলই হয়ে উঠলাম।

আমাদের গাড়ীখানি জনশূন্য মাঠ-ঘাট পার হয়ে চল্‌লো সহরের বাইরে। জায়গাটা কিন্তু পল্লীগ্রাম নয় সহরতলী বলা চল্‌তে পারে। তারই ভিতর এক জীর্ণ প্রাচীন বাড়ীর ধারে এসে আমাদের ট্যাক্সি দাঁড়ালো, হঠাৎ দেখলে স্কটের উপন্যাস বর্ণিত দুর্গের কথা মনে পড়ে।

—মুসাফির

তেত্রিশ

চারিদিকে গভীর জঙ্গল। মস্ত একটা ভাঙ্গা দরজা—বাইরের অংশ সবটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা এক ইঞ্চি পুরু ইট থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বাড়ীটী কোনও বনেদি বংশের....

টর্চ্চ জ্বেলে আমায় পথ দেখিয়ে হরিশদা চল্‌লেন এগিয়ে—তাঁর অনুসরণ ক'রে এঘর ওঘর দিয়ে যেতে যেতে সমস্ত ঘর গুলো বেশ করে দেখে নিলুম। ঘরের ভিতর মাদুর বিছিয়ে জনকয়েক ছেলে, কেউ পড়ছে....কেউ তর্ক কর্‌চে....কেউ বা উদাসীনের মতো চিৎ হয়ে 'সিলিং' এর দিকে চেয়ে আছে! কোন ঘরে ছোট ছোট মোজা ও গেঞ্জির কল নিয়ে কেউ কাজ কর্‌চে, একটা ঘরে আবার ভাঙ্গা হারমনিয়ম্‌ নিয়ে গাওনা চলছে....কিছুরই অভাব নাই! অবশেষে একটা ঘরে ঢুকলাম, সেখানে আমারই সমবয়সী জন তিনেক ছেলে একরাশ কাগজ পত্র নিয়ে মনোযোগ সহকারে কি পড়চে ..

~রাম

চৌত্রিশ

বিলাতি মেম মার্কা একখানি প্রাচীন পল্লীর অর্দ্ধ-নগ্ন ছবি—একটী ন্যাশান্যাল ক্যালেণ্ডার দেয়ালটার আপাদমস্তক চাপা দিয়ে তার নগ্নতা ঢেকেচে।

আমাকে সে ঘরে হঠাৎ দেখে কেহই বিস্মিত হোলনা—আমি যেন ওদের বহু পরিচিত—এতে বিস্মিত হ'বার কিছু নেই। হরিশদাই আলাপ করিয়ে দিলেন—একজনের নাম সঞ্জীব। তার বাপ বাঙ্গালী, মা বার্ম্মিজ—দুজনেই মারা গেছেন। হরিশদার কাছেই ও মানুষ, এখন সংঘের প্রচার বিভাগের কর্ত্তা। আধুনিক যুগের সঙ্গে মন সমানভাবে তাল রেখে চলে—নির্ভীক নিস্পৃহ·· ।
আর দুজনের মধ্যে—একজন রাখে হিসাব পত্র, আর এক জন, একে বেশ বড়দরের পাণ্ডা বলা যেতে পারে—কেন না ছেলে সংগ্রহে এই সংঘে এর মত পটু লোক নাকি আর নেই। আর গ্রামে গ্রামে তাদের নিয়ে সেবা সমিতি, যুবক সংঘ—এই সমস্ত গড়ার ব্যাপারে, ছেলেদের মন্ত্রণা দিতে ইনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। এঁর নাম নিখিল। হিসাব রক্ষক

ভায়া যে রকম গম্ভীর এবং অবসাদগ্রস্ত তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়া দূরে থাকুক—তাঁর নামটা জান্‌তেও সাহস হোলনা। সঞ্জীব আর নিখিলকে বেশ লাগ্‌লো—কথাবার্ত্তায় জমিয়ে নিলুম!

বেশ ছেলে এই সঞ্জীবটা—যেমন সুন্দর দেখ্‌তে, তেমনি কথাবার্ত্তা—পাঁচমিনিটে যে পরকে আপন করা যায়—এ আমার আগে জানা ছিল না—

আমাদের দেশের নানা সমস্যা মাথা তুলে এলো সেই আলাপ আলোচনার মাঝে····
সঞ্জীবের প্রাণ গরীবের ব্যথায় ভরপুর—

সঞ্জীব বল্‌ছিলো—'কুলি মজুরদের দুঃখে আমাদের প্রাণ কাঁদে না, কারণ তারা মিটিং করে না—লোকজড়ো ক'রে দুটো সস্তা বক্তিমে করে না····
কাজেই যাঁরা জগতে মানুষ ব'লে চলে আসছেন তাঁরা আর ওদের মানুষ ব'লে গণ্য করেন না,—প্রয়োজন না পড়লে ওদের কাছেই আমরা যাই না।'

ছত্রিশ

নিখিল বল্‌লো, 'ঠিক বলেচ সঞ্জীব, ছেলেবেলা থেকে কোনো কাজে ক্রটী হ'লে 'বেটা চাষা' 'বেটা চাষা' এই শুনে শুনে চাষারা যে কাজের লোক তা আমাদের ভদ্র দল ভুলে গেছে--রাজনীতির ওরা কি ধার ধারে·····'অ আ-ই জানে না'—

আমি বল্‌লুম, 'দেখুন, ঐ খানেই আমাদের সকল স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সর্ব্বনাশ হয়েছে ·· যারা বক্তৃতা ক'রে বেড়ান, তাঁরা মুখে লম্বা লম্বা কথা আওড়ালেও এই শ্রমিকদলের উন্নতির চেষ্টা কোনো দিনও করেন নি!'

····'ঠিক এই কারণেই আমরা দেশের শ্রমিকদলের sympathy হারিয়েছি ··তারা ভাবে ইংরেজ থেকেও যা, এই বাবুরা রাজা হলেও তাই। তবু ইংরেজী আদালত আছে—বাবুদের কাছারীর জুতোর গুঁতো সাম্‌লানো দায় হবে।'—সঞ্জীব বল্‌লো।

নিখিল উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লো—'তোমার কথা এক হিসাবে ঠিক, সঞ্জীব! আমাদের দেশ-

সেবীরা কেবল মবৃতেই জানে'···'দেশের হিতে সাধারণকে দলে আনার তাদের চেষ্টা নেই, আন্‌তে জানেও না! তাই দেশের লোকের যখনও ঘুম ভেঙে ওঠা হয়নি তখনই তাদেব হ'লো শেষ!'

আমি সোৎসাহে বল্‌লুম,—'দেখুন, দেবতা যেখানে তেত্রিশ কোটি, সেখানে কি শুধু ভোলানাথের মাথায় বিল্বপত্র দিলে চলে—কালীর রসনাকেও সরস রাখতে হবে। সাধারণের শক্তি সহানুভূতি না পেলে আমাদের কাজ সব অকাজে দাঁড়াবে।'

সঞ্জীব বল্‌লো, 'আপনি আমাদের এই আশ্রমের কাহিনী জানেন না—হরিশদা' বোধ হয় সব কথা ভেঙে বলেনও নি। আমাদের policy হোলো জনসাধারণকে নতুনের পথে শিক্ষা দেওয়া। এখানে এই যে পল্লীমায়ের বুকে আমরা বসে আছি, এর কারণই তাই।'

নিখিল অভিমানের সুরে বল্‌লো, 'হরিশদা'র ওপর কিন্তু আমার মাঝে মাঝে রাগ হয় এখানকার কাজ তিনি নিজের ইচ্ছামত চালাতে চান—

আমি সে দিন যে সব স্কীম দিলাম সেগুলো উনি ভেবেও দেখেন নি বোধ হয় আজো—আমি চ্যালেঞ্জ করছি সে স্কীমে আমি একলাই এরকম দশটা আশ্রম চালাতে পারবো।'

সঞ্জীব বল্‌লে, 'এ তোমার ক্ষমতা-প্রিয়তার লক্ষণ— control আমি আজই ছেড়ে দিচ্চি তুমি চালাও না, অভিমান কর্‌বার কিছু নেই।'

এই সময় নিখিল হঠাৎ উঠে চলে গেল। কারণ আমাদের অজ্ঞাত রইলো না।

*

কথায় কথায় বুঝলাম—সঞ্জীবের এই গণ্ডীদেওয়া স্বাধীনতা পছন্দ নয়—সে বনের পাখী, আকাশের নীলে তার পাখা মেলাতেই আনন্দ····সোনার খাঁচা তার জন্যে নয়।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেচে ভালো করেই ··সঞ্জীব উচ্ছসিত হ'য়ে বলে চলেচে·· 'সব দলেরই মূল কথা হচ্চে····মুক্ত হও, বুদ্ধ হও····তার পথ হচ্ছে

জাগৃহি ! বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, শিল্পী, সবাইএর দলের মূল কথা 'জাগো'—নিজেকে যেমন করে তুমি জানো তুমি শুধু তাই নও····আঁধার তোমার পথ নয়—সকল সংশয় দূর ক'রে—অজানার জয় গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসাই আসল !'

বল্লুম, 'মানুষের সাধনাইত এই জাগরণের সাধনা--প্রতি ক্ষণে আমাদের মন জানিয়ে যাচ্চে ; ওগো জাগো, জাগো ! সকালে হাসিমাখা দিনটার পুলকরশ্মি যখন এসে স্পর্শ দেয়—সেও বলে....ওগো জাগো ! পাখীরা বনে আঁধারের ঘোম্‌টা না উঠতেই গেয়ে ওঠে জাগরণী গান—আবার দিনের দেবতা যখন অস্তাচলে যায় সেও বলে যায—আজ তুমি জাগ্‌লে না-- জান্‌লে না নিজেকে ! মিশিয়ে যায় তার পায়ের ধ্বনি ! পাখীরা ফিরে যায় নীড়ে....পাখার ঝাপটায় সেই প্রচ্ছন্ন তিরস্কার—জাগ্‌লে না—তো ?'

মুগ্ধ সঞ্জীব বল্‌লো 'আপনি কবি, আপনি শিল্পী, এতদিক থাকতে এই ঝড ঝাপটা কণ্টকময় পথে এলেন কেন আপনি—আমি চাই দেশের বাঁধন কাটতে

কিন্তু আমি নিজেই জড়িয়ে আছি বাঁধনের নাগপাশে—তাই ভাবি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত জড়তা আমার খসে যাক্—আমার চোখের সামনে নতুন জগৎ মুক্তির আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক'। বল্লুম, 'তাই হবে ভাই, তোমার প্রাণ যখন স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়েচে তখন তোমার ব্যক্তিগত অধীনতা তোমায় বেঁধে রাখ্‌তে পাব্‌বে না।'

সঞ্জীবকে আমার ভালো লাগ্‌লো—শঙ্কিত হরিণের মতো দুটী চোখ—সুন্দর রেশমের মতো চুলগুলি—প্রশস্ত ললাট—সারা দেহে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ।

আকাশে ক্রমশঃ আধখানা চাঁদ উঠ্‌ছিলো ··আঁধারকে দু'হাতে দূর কর্‌তে কর্‌তে যেন জ্যোৎস্নারাণী রাতটাকে সুন্দর কব্‌তে চাইচে·· সঞ্জীবের মাথাটা আমার কোলে····আমায় বাঁশীতে সে একটা সুর ধরতে বল্‌লো····

ওর ওপর প্রীতি ও প্রেমে আমার সারা মন ভরে আছে তখন—রাজী হলুম। বেহাগের সুরে

একচল্লিশ

বাঁশীতে ধর্‌লুম—

"নিবিড় অমা তিমির রাতে
বাহির হ'লো জোয়ার স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী"

বঁাশীর ডাকে ও যেন আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো—বল্‌লো,—'চলো ভাই, এ' গণ্ডী কেটে আমরা চলে যাই বাইরে কোথাও—আর এ গতানুগতিক জীবন ভালো লাগেনা—চলো আজই—!'

তাকে শান্ত কর্‌বার জন্য বল্‌লুম, 'যেতে আমি পারি সঞ্জীব—কিন্তু তুমি কি এই মায়া কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে?'

...'—কিসের মায়া হে? তোমাদের আবার মায়াবাদে জড়ালো কে?'—হরিশদা হঠাৎ ঘরে ঢুকে এই কথা বল্‌লেন।

হরিশদা বেশ হাসি দিয়ে তাঁর অন্তরকে ঢাক্‌তে চাইলেও কিসের একটা শঙ্কা যেন তাঁর মুখে

~রায়

প্রস্ফুট! আমায় বল্‌লেন,—'দেখ দুর্জ্জয়, আমায় ত' আজই start কর্‌তে হ'বে মাদ্রাজের দিকে—সেই যে ট্রেণ সংক্রান্ত ব্যাপার—সম্ভবতঃ তারই একটা গণ্ডগোল হয়েছে·· তা তোমাকে আমার প্রচারের কাজগুলো ক'র্‌তে হবে—আশ্রমের ভার তোমার ওপর—'অশনির' সম্পাদনাও তোমায চালাতে হবে। এক কথায আমাকে তুমি officiate কর্‌বে—সঞ্জীব অবশ্য সাহায্য ক'র্‌বে। বলো রাজী তো?' বল্‌লুম 'আমার ওপর এ গুরুভার না চাপালে কি চলে না হরিশদা? আর কেউ যদি—'

আমার কথা শেষ কর্‌তে না দিয়েই হরিশদা বল্‌লেন, 'আলাপ তোমার সঙ্গে অল্প দিনের হোলেও তোমায আমি জেনেছি—তুমি ছাড়া এ কাজ আর কাউকে দিয়ে শান্তি পাবো না—তুমি রাজী হও। লক্ষ্মীটী—বুঝচো ত' সব।'

হেসে বল্‌লাম, 'আচ্ছা, তাই হবে—।'

এমন সময় বাহিরে কার পদশব্দ পেয়ে চম্‌কে চাইতেই দেখি নিখিল সবে গেল বিদ্যুৎ বেগে। হরিশদা তখন চলে গেছেন ঘর ছেড়ে।

তেতাল্লিশ

আমার হাতে ক্ষমতা আসাটা তার প্রীতিপ্রদ হোল না—নিখিলের কাছে আমায় সাবধানে চল্‌তে হবে দেখ্‌চি!

সেই রাতেই সঞ্জীব এসে একবার জাগিয়ে বল্‌লো, 'নিখিলকে একটু লক্ষ্য ক'রে চল্‌তে হবে। ও এই কিছুক্ষণ আগে তোমার ওপর বিদ্রোহ করতে বল্‌ছিলো! সাবধান কিন্তু!'

ঘুমের ঘোরে বল্‌লুম, 'তুমি আছো ভয় কি!'

প্রভাতের আলো যখন আমায় এসে স্পর্শ করলো তখন মনে হলো জীবনের আজ নব প্রভাত....আজ থেকে আমার জীবনের সকল চিন্তা, সকল কাজ এই সংঘের দিক থেকে পরিচালিত হবে। আমি এখন বন্দী—

পরক্ষণেই সকল উৎসাহ আমার নিভে গেল—খামে মোড়া সঞ্জীবের এক চিঠি পেয়ে—

~রায়

সে লিখেচে—

"দুর্জ্জয়দা, স্বাধীনতার আসল রূপের সন্ধান পেয়েছিলুম, তোমার বাণীর ভেতর দিয়ে···· আশা ছিল হয়তো বা একদিন তোমারই সাহায্যে তা' সার্থক হ'বে····কিন্তু দেখ্‌ছি, তুমিই নিজেকে আরও বন্ধনের মধ্যে এনে ফেলছো! আমি চললুম অত্যন্ত স্বার্থ-পরের মত····ক্ষমা কোরো—সংঘ তোমার দ্বারাই সচল হবে। আমার খোঁজ যেন কেউ না নেয়।"

মুসাফির~

পঁয়তাল্লিশ

সঞ্জীব যে বাইরের জগৎ দেখ্‌তে চায়, আর খুড়োই যখন তার বাধা, তখন প্রথমতঃ খুড়োর প্রতি ভারী একটা বিদ্বেষের ভাব এসেছিল। ····মানা যায় সব—খুড়ো সঞ্জীবকে মানুষ কোরেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, একরকম নিজের কোরে তুলেছেন কিন্তু তাকে স্বেচ্ছায় জীবনযাত্রার পথ বেছে নেবার সুযোগ দেননি, দেবেনও না····

এ কি স্বাধীনতা প্রচারকের ব্যবস্থা!

~রায়

আজ ভাবি, তাকে বিদ্রোহ করবার কল্পনা দিই আমি, তাকে শক্তি দিই আমি···
সে গেল চ'লে····আমি নিশ্চল হয়ে ব'সে····কিন্তু উপায় নেই। ভাবি আবার, এই সংঘে আমিই দেখ্‌ছি বিশ্বাসঘাতক, আমিই এখানকার বারুদ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছি····
যার বিস্ফোরণে হয়তো এটা একদিন শেষ হ'য়ে যাবে। সঞ্জীব নিখিলের ভাবান্তর লক্ষ্য করার কথা আমায় বলেছিল···
আমার বিরুদ্ধে যাতে সঞ্জীব দাঁড়ায়, বোধ হয় তাই ছিল তার উদ্দেশ্য····আজ সে সংঘের দিক থেকে আমাদের কাছে বিদ্রোহী হ'য়েছে, কিন্তু আমার প্রেরণাই তাকে ওপথে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। হরিশ খুড়োর কাছে জবাবদিহি ক'রতে হোলে, কি উত্তর দেবো? সমস্ত মনটার ওপর ক্ষেপে উঠলুম, হরিশখুড়ো—সঞ্জীব আর তার শৈশবের কথা লাগলুম ভাব্‌তে। সে যে স্বাধীন পাখী, স্বাধীনতার আবহাওয়ায় তার জন্ম, তার দেহে যে চঞ্চল রক্তের গতি····
তা রোধ করার ক্ষমতা তো কারুর নেই। হরিশখুড়ো তাই বলেছিল····'দুর্জ্জয়, ভাইটার বিষয় একটু সাবধানে চোলো····তোমার হাতে একে সঁপে দিচ্ছি, জানি তুমিই

এর কদর হয়তো একদিন বুঝবে····জীবনে একটী ভুল করেছিলুম তার ফলে, একেও এই আগুনে প'ড়তে হয়েছে·· কিন্তু উপায় নেই দুর্জ্জয়····পথে আমাদের পথিকের আনাগোনাকে বাধা দেবে কে?'

আচ্ছা সঞ্জীব কি ভেবেছিল তখন····বোধ হয় তার ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি।—ন' পেরিয়েই সে দেখেছিল তার বাবা কিসের উদ্দেশ্যে একদিন বেরিয়েছিলেন, কিন্তু অগস্ত্যমুনির মত তাঁর সে যাত্রার শেষ হয়নি।

····'মা-ফিন্' তার মা—বর্ম্মী যুবতী—পরিশ্রম করে দিন্ কাটায়—সেই স্বল্প অবসরের মধ্যেই তাকে আদর করে,—গল্প বলে,—এইভাবে দিন কাটছিল মন্দ নয়—শৈশব স্মৃতি যেন, সমস্ত মুছে গেলেও লুপ্ত হ'তে চায় না।

আটচল্লিশ

'

....তারপরে হঠাৎ পথহারা হ'য়ে পেগুর সহরে ঘুরতে ঘুরতে অদ্ভুত এক মৌলভীর সাথে আলাপ তার মার, তারও, লম্বা লম্বা তাঁর চুল—পরণে ঢিলে আলখাল্লা—চোখে যেন কিসের অপূর্ব্ব জ্যোতি। তাঁর পাল্লায় প'ড়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই আড্ডায় এসে পড়েছিল—সে হরিশখুড়োর যৌবনের কথা—ফেরারী হয়ে তখন দেশে দেশে বেড়ান ভিন্ন তাঁর তখন আর কোনো পেশা ছিল না।

বহুকাল এই আড্ডায় কেটেছে তাই এখানকার স্মৃতি একেবারে মুছে ফেলা সঞ্জীবের পক্ষে নিশ্চয় অসম্ভব মনে হয়েছিল কিন্তু তাও সে কাটিয়ে উঠেছে····

আমার মনের মাঝে একটা বিপ্লব চলছিল সঞ্জীবের এই হঠাৎ মুক্তির পথ নেওয়ায়, মনটাকে নিজে নিজেই গম্ভীরভাবে একবার বললুম—'মায়া হচ্ছে ভাই?'

··· মন তার জবাব দিল না··

মুসাফির—

উনপঞ্চাশ

দিনের পর দিন কেটে যায়, খুড়োর কোনও পাত্তাই নাই। সঞ্জীবের ভাবনাও মন থেকে অনেকটা নেমে গেছে। মাদ্রাজে খবর নেওয়ার চেষ্টা কোরেও যখন কোনও খবর পাওয়া গেল না, তখন দিন কতক খুড়োর ফেরা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লুম····ভাবতে লাগলুম, এ আবার কি জ্বালা, সংসার ছেড়ে এসে এই বন্ধনের মধ্যে

থাকতে হোলেই তো গিছি। ইচ্ছে হোল এই সময়ে ছেলেদের ওপর ভার দিয়ে একবার আবার বাড়ী ঘুরে আসি ····কিই বা তারা আমার কোরেছে ?····আর ফিরবোইতো দু'চার দিনের ভেতর ··মনকে সংযত করলুম যে এত তাড়াতাড়ি নয়····সব জিনিষ ভেবেচিন্তে কোরতে হবে।

একে বলে দিবাস্বপ্ন ···কলকাতার হাওয়া আমার মনকে একেবারে সেই পুরোণো যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ··জীবনের প্রথমে যে স্বপ্নের ঘোরে কিছুকাল কেটেছিলো, জানালার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না আবার সেই কথা মনে করিয়ে দিলে····সে অনেক কালের কথা।

'খেয়ালীর' স্বপ্নকথা তখন শেষ হয়েছিল··· কতলোককে পড়িয়ে শোনানও হ'য়ে গেছে। সেদিন বুলাও শুনেছে ···নিজের মনে আজ বেশ একটুখানি গর্ব্ব অনুভব করছিলুম····কারণ মস্ত নাকি সাহিত্যিক হ'তে চলেছি,—বুলো তো ভারী খুসী হয়েছিল গল্প শুনে ··· ভাবছি, তবু যদি বলতুম এর অধিকাংশ নিজেরই আত্মকথা!

মুসাফির ~

একায়

ভোর হযেছে····ঝির ঝির করে বাতাস বইছে, গাছের শুক্নো পাতাগুলো নাচ্তে নাচ্তে চারদিকে লুটিয়ে পডছিল·· ·আস্তে আস্তে বেরিয়ে পডলুম বুলার বাড়ীর উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে সামনে একটী ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা কব্তেই সে তো সোজা ওপরে নিয়ে গেল · বুলা এল, বল্লে 'যাক্, কি ভাগ্যি কথাটা রেখেছ।···· তারপর, দিনগুলো কাটাচ্ছ কেমনভাবে?'

—'আশ্চর্য্যি! তোমার কি আর কিছু বলবার নেই, এই কথা কইবার জন্যে বাড়ী পর্য্যন্ত টেনে আনবার কি দরকার·· '

বুলা হেসে ফেল্লে, বল্লে, 'আহা আমার কোনই দরকার ছিল না, তোমার খেয়ালের সব গল্প, মা, দিদি এরা শুনে আমায় একদিন তোমাকে আনতে বলেছিল, তাই ডাকা····এখন তাঁদেরই ডেকে দিচ্ছি, আমার সত্যি কোনও দরকার নেই····'

কথাগুলি অতি সামান্য হ'লেও আমাকে বিস্মিত করে' দিলে। এই কয়দিনের মধ্যেই আমার

~রায়

জীবনে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে। অনেক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই মনে, এখন আবার নতুন আলাপের সৃষ্টি····বেশী কিছু ভাববার আগেই হাসিমুখে এক তরুণী এসে ঘরে ঢুকলেন, বুলার সঙ্গেই। - 'ইনি হ'চ্ছেন আমার দিদি, এখন বি, এ পড়ছেন'····কথাটা শেষ হবার আগেই আর এক প্রৌঢ়া মহিলা এলেন। বুলা বল্‌লে 'ইনি মা'····যন্ত্রচালিতের মত দুজনেরই পায়ের ধূলো নিলেম কিন্তু তরুণীর বেলায় হাতটা যেন একটু কেঁপে উঠ্‌লো। ভাল ক'রে কারুর মুখের দিকে আমি তখনও চেয়ে দেখিনি ··এবার নতুন 'মা'র দিকে চাইতেই, তিনি বল্‌লেন, 'এই যে বাবা, তোমার কথা বুলার মুখে শুনে শুনে তো পাগল হয়ে গেলুম। বলি, ছেলেটাকে নিয়ে আসিস না একদিন, তা' এমনি হিংসুক, পাছে বা একটু ভালবেসে ফেলি, এই ভয়ে আনবে না।'····হেসে ফেল্‌লাম বল্‌লাম 'দেখুন তো মা, কত ভাল ছেলে আপনার! আমরা তো সমস্ত জীবনে কাউকে ভালবাসতেই পারলুম না, নিজেদের বদ্‌খেয়ালগুলো ছাড়া।' বুলা এইসময়, 'তোমরা তাহ'লে গল্প করো, আমি চলি'—এই ব'লে উঠে গেল।

মা. বল্‌লেন. 'দেখ্‌লে তো, ছেলেব আমাব সহ্য হোল না!' আমায় আবার ভাবনায় পেয়ে বস্‌লো। বাইরেও এত চমৎকার মা আছে।····
'জগতের অনেক কিছুই জীবন থেকে বাদ্ পড়ে যাচ্ছে দেখ্‌ছি।'

মা বল্‌লেন--'কি গো দুর্জ্জয়, কি ভাবছো গুম্ হ'য়ে?'
দিদি তার উত্তর দিলে --'লেখক ছেলে তোমার মা, একটু ভাবুক হবে না?' তরুণী দিদি চুলগুলো ঘাড়ের উপর একবার ফিরিয়ে নিয়ে আমার সামনেই মাদুরটার ওপরে এসে বস্‌লো। তারপর বল্‌লে, 'তুমি নাকি ভারী একগুঁয়ে, বুলা বলছিল। কেবল বাড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করো, আর বাড়ীতে থাকো না। আমি যদি তোমার বোন হ'তুম তো দেখতুম একবার কেমন ঝগড়া ক'রে পারো।'

আমি তো অবাক্···এমন মিষ্টি ক'রে কথা তো কেউ কখনও বলে নি। ম্লান হাসি হাসবার চেষ্টা ক'রে একবার তরুণীর মুখখানির দিকে শান্তভাবে চাইলাম·· মেয়েটীর চোখ দুটী হাসিতে ঠিক্‌রে পড়ছিল, কালো এলোচুলের রাশ বাঁ পাশদিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে তিনি

চুলগুলি নিয়ে খেলা করছিলেন· আমি কি সম্ভাষণ ক'রবো? বুলার দিদি, সুতরাং এঁকেও আপাততঃ তাই ব'লে মেনে নিতে হবে। অতি কষ্টে ঢোক গিলে আমি বল্লাম 'পরকে নিজের ক'রে নিতে পারলে তো এখনও পারেন, আপনি কি আমারও দিদি ন'ন।' কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে আমার ঠোঁট ছুখানি কেঁপে উঠ্‌লো· · ·

মনটাকে স্থির ক'রে নেবার জন্যে আমি মার উদ্দেশ্যে ফিরে চাইলুম, দেখ্‌লুম তিনি নেই সেখানে। এবার আমি সত্যি সত্যিই ঘেমে উঠ্‌লাম, চোখ মুখ লাল হ'য়ে এল। আমি যদি জানতাম যে এই তরুণী দিদিটী আমার সমস্ত হাবভাব লক্ষ্য ক'রছে, হয়তো ছুটে পালিয়ে যেতাম। অলকা কি আর অত বোকা! বেশ শান্তভাবেই বল্‌লে, 'বুলা যা' বলে ঠিক। লোককে খুসী করায় তুমি একেবারে সিদ্ধহস্ত। বেশ আলাপ করছো এখন, ক'লকাতায় ফিরে গিয়ে আব হয়তো দেখাই ক'রবে না।' অলকার রহস্যভরা চোখ আমার ওপর, তারপর নিজের যৌবনোদ্ধত দেহখানি এক সুন্দর ভঙ্গিমায় দুলিয়ে, এলো

চুলের রাশ হাত ফিরিয়ে বাঁধতে বাঁধতে উঠে পড়লো, মিষ্টি হাসির সাথে সুর মিলিয়ে ব'লে গেল 'বোসো, পালিও না যেন.... '

আমার জীবন যাত্রায় এই এক রহস্যময়ীর আবির্ভাব হোল। একা একা আমি সেখানে বসে থাকতে পারলাম না, উঠে পড়ে জানালাটার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে রাস্তার দিকে রইলাম চেয়ে। খট্‌ ক'রে একটা শব্দ হোল, ফিরে চাইলাম,—মা, দিদি দুজনেই। মার হাতে সাজান খাবারের থালা। আমি প্রমাদ গুন্‌লাম অনেক ওজর আপত্তির পর চা-টুকু আমি শেষ ক'রলাম, তারপর বল্‌লাম 'আজ চললুম, দেখা তো হবেই আবার :—'

তরুণী দিদি রঙীন চোখে চেয়ে বল্‌লেন, 'সে তোমার খুসী.....'

বিদায় আলাপন শেষ ক'রে, আমি নেমে এলাম। পেছন থেকে বুলা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বললো, 'আহা, চলো একটু এগিয়েই দিই।' পরে যেতে যেতে আবার বললে, 'মা কি বললে জানিস্? আমারই মত

ক্ষ্যাপা, তবে আমার চেয়ে ভাল নিশ্চয় ন'স, তা ব'লে দিচ্ছি। যাই হোক, এবার ক'লকাতায় গিয়েই তো আমি বিদেশ চল্‌ছি, তুই রোজ যাবি সেখানে, বুঝ্‌লি? মা, একটু তবু কথা ক'য়েও খুসী হ'বে।'

বুলার দিকে চাইলাম· ·এ চাউনির একটা অর্থ ছিল, বুলা বুঝলে না। মুখদিয়ে অস্পষ্টভাবে বেরুল—'খুসী করাই আমার ব্যবসা কিনা?' বুলা চম্‌কে উঠ্‌লো। এই স্বল্পপরিচিতা তরুণী যেন একরাশি শিউলি ফুলের গন্ধ নিয়ে জ্যোৎস্নারাতে মনের উপতটে ছুটে এলো। তাকে সরানো যায় না, ভোলা যায় না,—মনে পড়তে লাগল তার সস্নেহ আলাপন, পরকে সহজভাবে আপন করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা। সে যেন চুম্বক,—কিন্তু তার সম্বন্ধে আর কিছু ভাবা যায় না।—এ যেন সমুদ্রের বেলাভূমে ব'সে রত্নরাজির স্বপ্ন দেখা,—না, আর এর কথা ভাববো না।····

মুসাফির ~

সাতান্ন

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম····ক'লকাতায় যখন ফিরেছিলাম তখন থেকেই আমি যে আর আগেকার স্বরূপ নিয়ে ফিরিনি তা বাড়ীর সকলেই টের পেয়েছিল। আমার নতুন রূপটা তখনও বাড়ীর বা নিজের কাছে বোধগম্য হয়নি যখন, সেই সময় হটাৎ একদিন সেই অতীত কালের হরিশখুড়ো এসে দেখা

দিলেন। আমার বুকটা গুর গুর ক'রে একটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লো··

সামনেই আমাকে পাওয়া যাবে হরিশদা' তা' ভেবে পান নি। শান্তভাবে বললেন, 'শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো, জামাটা গায়ে দিয়ে।' আমি নিঃশব্দে হুকুম পালন ক'রে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম····

তখনও সন্ধ্যা হয়নি · দুজনে খানিকক্ষণ কোনও কথা কইতে পারলাম না' শেষটায় হরিশদাই একবার আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'সঞ্জীব কোথায় দুর্জ্জয় ?'

আমি চমকে উঠ্‌লাম। চেনা লোকের কোনও জিনিস চুরি ক'রে ধরা পড়লে যে অবস্থা হয়—আমার ঠিক সেই অবস্থা। আমার কাণে বজ্রের মত আওয়াজে যেন এল 'উত্তর দাও চুপ ক'রে রইলে যে'····

আজ বিবেকের কাছে আমি নিজেকে হীন, পলাতক, বিশ্বাসঘাতক ব'লে ধরা পড়ে যাচ্ছি।

মুসাফির ~

আমার পাত্র'খানা ঠক্ ঠক্ . ক'রে কাঁপতে লাগলো। ·· হরিশদা'র মুখের দিকে চেয়ে মনে হোল যেন আগুন জ্বল্‌ছে। তারপর সমস্ত ধোঁয়া ···আগুনের আলো ক্রমে অস্পষ্ট হ'তে হ'তে সমস্তটা কালো ধোঁয়াতে ঢেকে গেল আমি সেই ঘোর অন্ধকারের ভেতর কিছুই না দেখ্‌তে পেয়ে টলে পড়ে গেলাম

রাস্তায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। হরিশদা' ব্যাপারটা পাছে বেশী গণ্ডগোলের হ'য়ে পড়ে এই ভেবে, তাড়াতাড়ি একখানা ট্যাক্সিতে আমার জ্ঞানশূন্য দেহখানা তুলে নিয়ে, একেবারে 'আড্ডায' ফিরলেন····

যখন জ্ঞান হোল, ভারি লজ্জিত হ'য়ে পড়লাম। চোখ মেলে দেখি সামনেই একটা চেয়ারে ব'সে, এক দৃষ্টে বাইরের কালো মেঘের দিকে চেয়ে হরিশদা' কি ভাবছেন। ইচ্ছা হোল তাঁর কাছে ক্ষমা চাই সঞ্জীবের ব্যাপারের জন্য। প্রাণে লেগেছিল ব'লেই অমন একটা কাজ সে হঠাৎ ক'রে ফেলেছিল—আমি তো নিমিত্তের ভাগী। আমি হুড মুড কোরে বিছানা থেকে উঠে

~রায়

পড়লাম···শব্দ পেয়ে হরিশদার চমক ভাঙ্‌লো, 'আহা, করো কি, শুয়ে থাকো দুর্জ্জয়।'····

ততক্ষণে তাঁর হাত দুখানা আমি ধরে ফেলেছি। বললাম 'মাপ করুন, আমাকে। সঞ্জীবকে আমিই লোভ দেখিয়ে, এইখান থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু তার উপকার কোরতে পারিনি। সে এখানকার বন্ধন ছেড়ে, কোথায় যে বাঁধা পড়েছে, তা জানিনা।' হরিশদা' আমার মুখের পানে চেয়ে হাসলেন একটু তারপর বললেন 'দুর্জ্জয়, তোমার মাথায় এখনও সেই অদ্ভুত theory গুলো আছে কি? থাকেতো, কিছুদিনের জন্য ভুলে যেতে চেষ্টা করো। আজ আমার সঞ্জীব থাকলে এ সংঘের ভাবনা ভাবতে হোতনা। আমি অন্য কাজে যাচ্ছি, তুমি অন্ততঃ 'অশনির' ভারটা নিয়ে আমায় খানিকটা মুক্তি দাও। আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রেও তোমার স্বাধীনতার পথের কণ্টক হ'বে না। বুঝলে দুর্জ্জয়! এখন উত্তর দাও····অনেক কাল আমি আর ফিরবো না'····

আমি হাঁ ক'রে খুড়োর কথা গুলো গিল্‌ছিলুম····কি অদ্ভুত মানুষ! কি সহ্য গুণ!

সঞ্জীবের মত ছেলেকে এঁর আমিই বিপথে চালিয়ে দিয়েছি····এখন সে বেচারীই বা কি কষ্টে আছে তাও জানিনা····এঁকেও জখম করেছি মনে প্রাণে, তবুও এত শান্ত, এত সুন্দর এঁর মন····

ভাব্‌তে ভাব্‌তে ব'লে ফেললাম 'আপনার কথাই রাখবো। কাগজের সব ভার আবার আমি নিচ্ছি।'

হরিশদা' আমার কাঁধটা ধ'রে একবার ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লেন 'যাক্‌, খুড়োর কাছে দ্বিতীয়বার বিশ্বাস ভাঙ্‌বার সাহস রাখনি, ভালই'····

হতভম্ব হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইলাম। খুড়ো হাসছেন····

বাড়ী ছাড়লাম আবার। ভবঘুরে, অশান্ত ছেলে থাক্‌লেই জ্বালাতন, সুতরাং বাড়ী ছাড়াতে সকলের একটু ফাঁকা ফাঁকা, একটু খাপছাড়া ভাব দু'চারদিন থাক্‌লেও সেটা আস্তে আস্তে মন থেকে তারা ঠেলে ফেলে দিলে।

—রায়

আমি কেমন যেন হ'য়ে গিয়েছি।

জীবনে স্বল্প পরিসরের মধ্যে এতগুলো ঘা খাওয়া, কতকটা অবশ্য স্বেচ্ছায় এবং কতকটা বরাতের ফেরেই বল্‌তে হবে—যে সম্ভব তা আমার জানা ছিলনা। বছরটা সবে ঘুরেছে কিন্তু আমার মধ্যে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে বোধ করি বা একযুগের। সমস্ত কাজ কর্ম্ম হাতছাড়া হওয়াতে মনটা

তেষট্টি

এবার হ'য়ে পড়েছে খালি, তাই পুরোনো স্মৃতিগুলো
কোথা থেকে এসে ভাবি অস্থির কোরে তুললো।

প্রেসের ঘটঘটানি থেমে গেছে বহুক্ষণ····পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নেমে আসে প্রায়ঃ কি ভেবে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। এদিক সেদিক ঘুরতে ফিরতে কোথায় যে এসে পড়েছি খেয়াল নেই, হঠাৎ কাল বোশেখির মেঘের ঘন ঘটা দ্যাখে কে! ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ধূলো আর জল গায়ে এসে বিঁধতে লাগলো, এগিয়ে যেতে যেতে একটা দরজার ওপর ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় বড বড অক্ষরে Metropole কথাটী জ্বল্‌ছে আর নিব্‌ছে। কাছে এসে বুঝলুম হোটেল। ঢোকা গেল ভেতরে, আদব-কায়দা বেশ কেতাদুরস্ত বলেই মনে হো'ল····বয়, মেনু (menu), কাঁটা, চামচ প্রভৃতির বাহুল্য···সৌখীন আস্‌বাব····আর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে····দূরে কোণের দিকে একটা দরজায় ছোট ছোট লাল আলোয় Private rooms কথাটী লেখা রয়েছেও দেখলাম····

~রায়

চৌষট্টি

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হোল না। 'বয়'কে চা টোষ্টের হুকুম করলুম যথাসময়ে জিনিষ এল। ভাবছি আজে বাজে····কাণে গেল এবার·· আউর কুছ্ হুজুর? দেখি চা, টোষ্ট একেবারে শেষ কোরেই ফেলেছি। উত্তর দিলাম 'নেই, বিল লাও—'

ছেলেটী যে সেই গেল আর ফেরে না, এদিকে বাইরে বর্ষণও থেমেছে মনে হোল, তাই অপেক্ষা না কোরে এগিয়ে গেলুম 'Private rooms' লেখা দরজার পাশে 'office' এর ঘরে—এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব'সে সেখানে, বেশ গম্ভীর ভাব। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বল্লেন····· 'ব্যাপার কি? কিছু ত্রুটী হয়েছে? বলুন? '

ভদ্রলোকের বিনয়ের আতিশয্যে বিস্মিত হলুম, বললুম, 'না বহুক্ষণ বসে আছি, কিন্তু বিল আসে না, তাই '

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন 'এ্যাঁ, বলেন

কি ? বিল পান নি ? অপেক্ষা ক'রছেন আধঘণ্টা ?····
দেখি তো····ওহো····হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। আপনার বিল্
··হ্যা হ্যা'··বৃদ্ধ খানিকটা উচ্চৈস্বরে হেসে বল্লে 'ওটা দিতে
হবে না।' ভারী রাগ হোলো, বললুম—'দিতে হবে না মানে ?
ঠাট্টা নাকি ?'—আজ্ঞে না, এই কথা হ'চ্ছে আমাদের····
বৃদ্ধের কথা ফুরোবার আগেই একটী প্রৌঢ়া রমণী ঘরে প্রবেশ
করলেন। রমণী যৌবনে যে অতি সুন্দরী ছিলেন তার যথেষ্ট
পরিচয় এখনও পাওয়া যায়, আদব কায়দা অতি হাল ফ্যাসানের,
rouge টুকুও বাদ পড়ে নি, চোখের সুরমাটিও নয়····
দেহখানি নিটোল না রাখতে পারলেও একেবারে ভেঙ্গে
পড়ে নি····

আমি তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম··
প্রৌঢ়া হেসে এগিয়ে এসে বল্লেন 'দুর্জ্জয়বাবু, ওপরে
আসবেন একটু'····ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি ঘেমে উঠলুম।
এ কি কুহকিনীর আড্ডাখানা ! কথাটী না ক'য়ে সোজা,
ঝড়ের মত ঘর থেকে এলুম বেরিয়ে। একেবারে রেস্তরাঁর
বাইরে এসে দাঁড়ালুম··

~রায়

বাইরে আকাশ তখনও ঘনঘটা কোরে রয়েছে। রাস্তায় এসে, কি ক'রবো—পয়সাটা যে দেওয়া হোল না, এই ভাবছি ওপর থেকে কিসের যেন শব্দ পেলুম। চাইতেই, দোতালার জানালায় যাকে দেখলাম, তাতে আমার শরীর অবশ হ'য়ে এল। সুন্দরা যে তন্বী তরুণী জলভরা চোখে আমার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে—সে মিনতি· ·

'তাহ'লে—' না আর ভাবা গেল না। পাদুটাকে যেন জোর কোরে টেনে নিয়ে যেতে হ'চ্ছিল, মিনতির জলভরা চোখ কিন্তু তখন পেছন থেকে বলছিল 'তুমি চল্‌লে ?'

আবার ঝড় উঠলো—এবার শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও। পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি জ্বালাময় হ'য়ে উঠলো····সমস্ত অন্তরটা যেন কান্না সুরু ক'রবে এমনি ভাব ···আমি রাস্তা দিয়ে চলেছি যেন ঠিক মাতালের মত। এগিয়েছি খানিকদূর, এমন সময় চমকে উঠলুম হঠাৎ কাঁধে কার হাত পড়াতে। লোককে ভূতে পেলে যে অবস্থা হয়, আমার হোল তাই · ভয়ে

আমি ফিরে চাইনি পর্য্যন্ত, তাই লোকটী যখন সামনে এল দেখি আগেকার এক বন্ধু—কল্যাণ, সম্পর্কে অলকার ভাই।

কল্যাণই আলাপ সুরু করলে—তার বাক্যবাণে অস্থির হ'য়ে পড়লুম—বলতে লাগল ··

'করচো কি আজকাল? সবইতো ছাড়লে ·· বাড়ী—পড়াশুনা, ঘুরে বেড়ান ·মাসিকে লেখা তারপর কি এক কাগজ বের করছিলে শুনলুম, দেখেওছি অবশ্য। সব পাগলামি, তাও তো বন্ধ কোরে দিয়েছো এখন · তা একবার কি খোঁজ খবরাদি নিতে নেই?'

··'তুমিই বা কোথায় নিয়েছিলে? যখন এত খবরই জান, একবার কাগজের আফিসে তো ··'

'হাঁ, তারপর তোমাদের সঙ্গদোষ বাবা! বুঝলে তো, ছায়া মাড়িয়ে শেষটায় শ্রীঘর যেতে হবে, ওটী হবেনা। যাক্, এখন তো ওসব গিয়েছে, নতুন কিছু কোরছ না কি? চলনা একদিন আমাদের ওখানে। মাসিমা, অলকাদি খুসিই হবেন।'

আটষট্টি

গল্প কোরতে কোরতে কিছুদূর যাওয়া গেল কল্যাণের সঙ্গে যাবার সময় ব'লে গেল 'বেশ বেশ, আবার কি বেশে জগতের সামনে হাজির হও দেখা যাবে। বেড়ে আছো কিন্তু! · ·বহুরূপী সাজতে পটু এমন দ্বিতীয়টী আর দেখলুম না - তাহ'লে কাল সন্ধ্যায় অপেক্ষা করছি, মাসিমার ওখানে। যাচ্ছ তো ঠিক?'

মনটা আবার ভাবনাব ঘোরে পড়লো ··কল্যাণ অস্থির হ'যে বললে, 'ওহে ভাবুক সাহেব এত ভাববার কি আছে? বলি, ইচ্ছে না হয়, যেয়ো না ·· খোসামুদি করার মত বড় গোছের কেউ একটা তুমি এখনও হও নি, বুঝলে?—

কথাটা ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে সে অপর ফুটপাথে গিয়ে উঠ্‌লো····

শেষ কানে এল দুটো কথা—'চলি তাহ'লে '

মুসাফির~

উনসত্তর

প্রেসের ওপরে অফিসঘরের পাশেই আমার শোবার ঘর। ফিরে এসে ঘড়িটার দিকে চাইলুম যখন, দেখি রাত এগারোটা··· ·কল্যাণের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়েছে আন্দাজ রাত আটটার সময়, এতক্ষণ শুধুই তাহ'লে ভবঘুরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি··· ভাবতে ভাবতে বিছানায় গিয়ে শেষে আশ্রয়

নিলুম, অসংলগ্ন বহু কথাই মনে আস্‌তে লাগল··· সেই পুরোণো চায়ের দোকান, আর তার জায়গায় এই হোটেল। তখনকার সরলা বালিকা মিনতি—আর আজকের সুন্দরী নারী মিনতি কোথায় রামগোপাল বাবু ·প্রৌঢ়া রমণীটাই বা কে? সঙ্গে সঙ্গে মনে এল বুলা, কল্যাণ আর সব চেয়ে বেশী ক'রে অলকার কথা·

বিছানায় শুয়ে শুধু ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলুম। সে রাতে ঘুম আর এলনা। ভাবনার খেই হারিয়ে গেল হঠাৎ কিসের একটা শব্দ আসাতে ·আস্তে আস্তে উঠলাম, পাশের জানালাটা দিলাম খুলে, সামনের নীল নীরব নিথর নিশীথের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ নেত্রে উপভোগ করতে লাগলুম·· সারা সহরটা ঘুমিয়ে রয়েছে যেন বিরাট স্বপ্নপুরী

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ·ভোরের ক্ষীণ আলো যেন দেখা যায় সেই সময় বোধ হয় আমার ক্লান্ত দেহখানি বিছানার উপর ঢুলে

পড়লো। উঠতেও তাই প্রচুর বেলা হ'লো সেদিন—প্রেসের কাজগুলো সব বুঝিয়ে দুপুরে বেরুলুম একবার মিনতির খোঁজ নিতে সেই Metropole এর দিকে · বিদ্যুতের আলোর লেখাগুলো আমার মাথার ভেতর যেন দপ্ দপ্ করছিল তখনও। দরজার সামনে এসে একবার এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করলুম্। অকারণেই মনে কত রকম সন্দেহজনক ভাবের উদয় হচ্ছিল। মিনতি কি শেষটায় ··আমি আবার ভাবতে পারলুমনা, কি কোরে যে তার সঙ্গে দেখা করবো, সেই হোল আমার আসল চিন্তা। টেবিলের তলায় ইলেক্‌ট্রিক সুইচটা সবে টিপলুম একটা 'বয়' ডাকবার জন্য, ঠিক সেই সময় পিঠে কে আস্তে একটা চাপড় দিলে, পেছন ফিরে চেয়ে দেখি তিনি সঞ্জীব · ·আমাদের সংঘেরই। বললুম, 'কি রকম, এখানে যে? এতকাল কোন খবরাদি পাইনি, মাঝে কোথায় যেন একটা গুজব শুনলুম তুমি নাকি কুসঙ্গে পড়েছ' ইত্যাদি · সঞ্জীব তো হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লো, তারপর বললে, 'চলো ভেতরে যাই, সেখানে সব কথা হবে। বল্‌তে যাব, 'ভেতরে মানে · ·?' কিন্তু বলা আর হোলনা, সঞ্জীব হিড হিড়

কোরে টান্‌তে টান্‌তে একেবারে 'office' এর ভেতর দিয়ে একটা সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজীর ক'রলে। সঞ্জীবের এত প্রতিপত্তি এখানে কি কারণে তা' ভেবে ঠিক করার আগেই মিনতি এসে হাজির সেখানে সে আর তখন বালিকাটী নয়, তার ভরা দেহে যৌবন উপ্‌ছে পড়ছে · · সুঠাম সুন্দর দেহখানি সুন্দর ভঙ্গিতে দুলিয়ে· কালো এলো চুলের রাশ হাত ফিরিয়ে বুন্‌তে বুন্‌তে ম্লানহাসি হেসে মিনতি বল্‌লে, 'বসো দুর্জ্জয়দা আস্‌ছি আমি, পালিও না যেন লক্ষ্মীটি!'

মিনতি চলে গেল। মুখখানা এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিলে, যে জলভরা চোখ দুটোর কি ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তা, আর আমার বিচার করার সুযোগ হোল না। নিজের মনের ভাবটা গোপন করার জন্যে সঞ্জীবকে জিজ্ঞাসা করলুম 'আচ্ছা, হরিশদা'র খবর জান?'

'হাঁ কি না, একটা উত্তর তখুনই পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু না পাওয়াতে আশ্চর্য্য হ'য়ে

তিয়াত্তর

সঞ্জীবের মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখি, ওরও মনে একটা যেন কিসের আন্দোলন চলেছে। চোখের দৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ও (বল্‌লে মিথ্যা হবে না) অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠেছে ·

অনেকদিন পরে আজ দুজনে আমরা নিজেদের এত কাছাকাছি পেয়েও, মাঝে একটা মস্ত ব্যবধানের সৃষ্টি কোরে ফেলেছি। কেউই আমরা আর কথাবার্ত্তা কইছি না। যখন মিনতি এসে সেখানে আবার উপস্থিত হোল আমাদের দুজনকে এই রকম বিসদৃশভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে কি ভাবল জানি না, তবে তখুনি বল্‌লে 'দুর্জ্জয়দা' সঞ্জীবের সঙ্গে তোমার তাহ'লে আলাপ আছে দেখ্‌ছি, আচ্ছা কেমন লোক উনি বলো তো ? আমি ওঁকে আর্য্য—সমাজী মতে বিবাহ করেছি · · কাউকে জানাতে ওঁর বারণ ছিল নইলে তোমায় দেখবার জন্য মনটা ভারী উৎসুক হয়েছিল, শেষটা কাল যে তুমি এসেই চলে যাবে অমন ভাবে, তা ভাবিনি। আচ্ছা, দুর্জ্জয়দা, তুমি কি ভেবেছিলে আমায় কাল, সত্যি বলতো ?

~রায়

চুয়াত্তর

একটা কুচরিত্রা নারি! কেমন? ছিঃ, দুর্জ্জয়দা! তোমার শিক্ষায় আজ আমি এত বড হয়েছি, আর এই দেখ কেমন সুন্দরভাবে নিজে একা বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ব্যবসা চালাচ্ছি। আমার মনের সমস্ত ইচ্ছাই কাজে লাগিয়েছি। কেবল তোমার অভাবটাই মনে একটা খট্‌কা লাগিয়েছিল· ·আর তোমায় ছাড়বো না, এখন থেকে তুমি আমার অতিথি হবে· তারপর সঞ্জীবের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে 'কিগো, আপত্তি আছে? না ভয় হচ্ছে এ আবার কি?' আমি এবার না হেসে থাকতে পারলুম না। তার এই যত্নের, এই আদরের জন্যে মনে মনে তাকে সহস্র ধন্যবাদ দিলুম। সঞ্জীবও জীবনের পথে এমন এক সঙ্গিনীর অবলম্বন পেযেছে যার জন্যে তাকে আর ভবিষ্যতে চিন্তা করতে হবেনা দেখে খুসীই হলুম। ভগবান যেন ওদের সুখে শান্তিতে রাখেন, এই প্রার্থনা কোরে ওদেব কাছ থেকে বিদায় নিলুম। –বিদায় বেলায় সে বার বাব বললে, 'মিনতিকে ভুলো না যেন দাদা, তোমার কথা চিরকাল আমার মনে জাগবে –সময় পেলেই এ অভাগীর সঙ্গে দেখা কোরো' তার চোখের জল আমারও চোখে জল এনে ফেললে··

মুসাফির~

পঁচাত্তর

সে রাতে জীবনটার গতি সম্বন্ধে মনে মনে বহু তর্ক বিতর্ক ও চিন্তা করলুম। কিন্তু যা হ'য়েই থাকে, শেষে কোন সিদ্ধান্তেই আসা, গেল না। মুসাফির মনকে এ জন্মটা ফকিরী কোরে কাটাবার উপদেশ দিয়ে তক্তপোষের ওপর বিছানাটা পেতে নিয়ে গা ঢেলে দিলুম·· ঘুম আর আসে না · চিন্তার ধারা ক্রমশঃ যেন

শতমুখী হ'য়ে উঠ্‌লো····মিনতি, সঞ্জীব, বুলা, হরিশদা এবং সবচেয়ে বেশী কোরে অলকার কথা আজ আমায় অস্থির কোরে তুললো। বহুক্ষণ একভাবে শুয়ে শুযে শেষে স্থির করলুম ক'লকাতায় আব থাকা চল্‌তে পারে না ·· অলকাকে মন এত চাইলেও, এত কাছে থেকেও যে তাব কাছে যাওয়া অসম্ভব, তা কি কল্যাণ জানে? না জানাই ভাল ·তাই অলকাকে একখানা চিঠি লেখাই যুক্তিযুক্ত মনে করলুম। আর কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার যায়গা স্থির করলুম কাশী।

লেখা শেষ হোল—

* * * *

অলকা,

এখন নিশুতি রাত· · চারিদিক স্তব্ধ, নাচে এখন প্রেসের ঘটঘটানি, ক্যাঁচকোঁচ সব বন্ধ। এই সময়টা আমার জীবনে ভাববার সময় আর ঠিক এই সময়টুকুই তোমার কথা ভেবে কেটে যায়। আজ রাতে আমার বিশেষ কোরে কত কথাই না মনে পড়ছে। সেই তোমায় নিয়ে ডবল ডেকার

বাসে বেড়ান ; নদীব ধারের চুমু সমুদ্রতীরের দেশের কাহিনী · আরও কত কি ! কেন জান ? আজ কল্যাণ এসে আমায় তোমার এবং তোমার মার সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ করে গেছে। কিন্তু সে তো জানে না, নিজের সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েও অলকাকে আমার পাবার উপায় নেই। এমন কি তাকে চোখে দেখলেও না কি আমার দোষ অলকা, আজ আবার মনে পড়ে, চুপচাপ ব'সে ব'সে Bertrand Russel আলোচনা, তারপর Philosophy of Rabindranath, শেষ পর্য্যন্ত Freud, Adler, Jung ও এসেছেন নিজেদের খেয়াল খেলার কথা।

যাক্, সে সব তো ভুলতেই হুকুম দিয়েছ, কিন্তু ভুল্‌তে পারা কি অত সোজা ? তুমিই কি ভুলেছ অলকা, সত্যি ভেবো নিজের মনে। বন্ধুর কথা রাখ্‌তে গেলে তোমার কথা হয় না রাখা, তাই কলকাতা ছেড়ে কাশীতে যাচ্ছি, মনটাকে আর কিছুদিন শান্তিতে রাখার অভিপ্রায়ে।

ইতি—
তোমারই—জয়

পুনঃ—তোমার কথামত অনেকটা স্বাধীন হ'তে পেরেছি। কিন্তু তুমি নিজে হ'তে পারনি।··· জয়

ভোরের দিকে আস্তানা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লুম। ক'লকাতায় কাজ কর্ম্মের সব ব্যবস্থাদি ক'রে দেবার জন্যে। সাবা দিন পথে পথে ঘুরে বেড়ান'র পর বিকেলে আবার ফিরে এসে, নিজেব স্যুটকেসটী আর বাঁশীটা নিয়ে সেই রাতেই ক'লকাতা ছাড়লুম · · সকালে কাশীতে এসে পৌঁছলাম। সহরের এক প্রান্তে এক বন্ধুর বাঙ্গলোটী পেয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্যে। এখানে এসে কিছু নির্দ্দোষ সাহিত্যচর্চ্চায় মনটাকে একটু সজীব ও চঞ্চল ক'রে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া গেল। সাঁঝের উতল হাওয়া এখানে আমার চুলগুলির সঙ্গে খেলা সুরু ক'রে দেয়····দূরে হিন্দুস্থানীরা ঢোলের সঙ্গে দেয় গান জুড়ে····আর আমার মন ডুবে থাকে ভবিষ্যতের স্বপ্নে। তাতে থাকে অলকা, সঞ্জীব, হরিশখুড়ো আর মিনতি। এই সব স্বপ্নের মধ্যে, মাঝে মাঝে মনে হয় সবদিক ছেড়ে

দিয়ে ভবঘুরের মত জীবনটা কাটালে কেমন হয় ? কেমন যে হয়, তা' ভেবে ঠিক করার মত মন থাকে না, ভাবনার খেই যায় হারিয়ে—আমি বাঁশীটাতে ফুঁ দিয়ে নিজের সুরে নিজেই উঠি মেতে····দেওয়ানার মতো। –

একটী বন্ধু জুট্‌লো পাশের বাংলো থেকে—ফুট্‌ফুটে ছোট্ট ছেলে দুষ্টুমীতে ওস্তাদ। সমস্তক্ষণ কিছু একটা চাইই চাই···তাকে ডাকতুম 'লঙ্কাফেরৎ' নামে। একটা ছেলেদের মাসিকে দুষ্টুমী ভরা এক গল্প বেরিয়েছিল, তার নায়ক একটী অতি দুষ্টু এই রকমই ছোট্ট ছেলে। গল্পটী অমলেব ভারী ভাল লেগেছিল, তাই থেকে আমার কাছ থেকে ও, ঐ গল্পের নায়কের নামটী পেল—'লঙ্কাফেরৎ'। বিস্কুট, টফি, চকোলেট, লজেঞ্চস্‌ রকম-বিরকমের তার জন্যে সব সময়েই কেনা থাক্‌তো আজও রোজকার মতো সে এসে কোলের কাছে ঘেসে বসে বল্‌লে 'কাকাবাবু, মা বাবাদের সঙ্গে আজ আর বেডাতে গেলুম না, আজ তোমার কাছে যুদ্ধের গল্প শুন্‌বো। আচ্ছা কাকাবাবু, ব্রেজিল কোথায় বল্‌তে পারো ?

~রায়

আশী

'লঙ্কাফেরতের' মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে হেসে বললুম 'কেন'?

— মা বলছিল, সেখানে নাকি ভারী লড়াই হ'চ্ছে····বিপ্লব চলেছে, আচ্ছা লোকগুলো এত ঝগড়া করে কেন? · আরে রক্ত। ওবে বাবা····।

লঙ্কাফেরতেব মুখের ভঙ্গি এ সময়টা দেখবার মত। হাসলুম, বললুম, 'মানুষ ভারী হিংস্রক কিনা' ব'লেই থেমে গেলুম হঠাৎ····তারপর আবার বললুম 'লঙ্কাফেরত' ওসব গল্প আজ থাক্, খানিক বাঁশী বাজাই, শোন কেমন?

সতরঞ্চিখানা একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলুম হাস্নুহানা ঝোপের ধারে·· আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে তখন। এই মধুর সাঁঝে আজ একরকম নিরালায়ই বাঁশীতে সুর ধরলুম····চললুম একধাব থেকে সব বাজিয়ে সুরট মল্লার, কানেড়া, মালকোষ প্রভৃতি, আমায় যেন সুরের নেশায় পেয়ে বসেছিলো।

মুসাফির ~

যখন চমক ভাঙ্‌লো, তখন দেখি লঙ্কাফেরতের মাথাটি আমার কোলে, অশান্ত বালককে বাঁশীর সুর শান্ত ক'রে ঘুমপাড়িয়ে দিয়েছে····ম্লান চাঁদের আলো তার মুখে এসে পড়েছিল, সেই সুন্দর মুখখানিতে কয়েকটা চুমো দিতেই অমলের ঘুম গেল ভেঙ্গে। বল্‌লুম····'বেশ, কিন্তু আমার বাঁশী যে কেবল বাতাসে আর জ্যোৎস্নাতেই উপভোগ ক'রলে'····লঙ্কাফেরৎ ফিক্ কোরে শুধু হেসে ফেল্‌লো। দুষ্টু বন্ধুটীকে আমার, এবার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলুম। তারপর ফিরে এসে নতুন ধরণের কি বই লেখা যায় তাই ভাবতে ভাবতে সেই সতরঞ্চিটায়ই শরীরটা এলিয়ে দিলুম।

····একটা মধুর অবসাদ সমস্ত দেহটার ওপর আমার সোনার কাঠির পরশ দিয়ে গেল···· আমি অস্পষ্ট দেখ্‌তে লাগলুম—ছোট একটা পাহাড়ে নদী তর্ তর্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, তার নির্ম্মল স্ফটিকের মত জল পাথরের ওপর পড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চারিদিকে পড়ছে ছড়িয়ে····আশে পাশে জঙ্গল প্রচুর ···তারই মাঝে সুন্দর একটী কুঁড়ে ঘরে একটা মানুষ শুয়ে··· চোখ মেলে

দেখি—অ্যাঁ, এ যে আমিই! ···আমি অসুস্থ, লঙ্কা-কেরৎ মাথার কাছে বাতাস করছে····দূরে যেন সঞ্জীবও ব'সে হরিশদাও যে ফিরে এসেছেন। পোষাক বদ্‌লেছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি···আবার মিনতির সঙ্গে দেখি অলকাও রয়েছে, এক কোণে দুজনে দাঁড়িয়ে····রাগে দুঃখে আমি উত্তেজিত হ'য় উঠেছি, বল্লুম হরিশদাকে 'আঃ, মেয়েরা কেন এখানে? ঠাট্টার ব্যাপার নাকি, আমি আর কতক্ষণই বা আছি, ওরা কেন জ্বালাতে এসেছে এখন'····পরক্ষণেই হরিশদা জলহাতে কোরে ছুটে এলেন আমার মুখে ছিটিয়ে দিতে, আমি মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঁঙাচ্ছি তখন ··

স্বপ্নের ঘোর গেল কেটে ভীষণ এক ঝাঁকানি খেয়ে, চেয়ে দেখি কল্যাণ আর তার সঙ্গে সঞ্জীব। অবাক্ হয়ে গেলাম বল্লুম, 'দেখ, স্বপ্ন দেখছিলাম তোমাদেরই প্রায় ···

'হ্যাঁ, তা বুঝেছি। থাক্ এখন গল্প কথা · বলি এমন সুন্দর সন্ধ্যায় লোকে বাড়ী ব'সে ঘুমোয় কখনও। আচ্ছা অদ্ভুত লোক তো তুমি! এই

নাও চিঠি, একরকম নেমন্তন্ন'রই বলা যায়। অলকা তোমায় হঠাৎ এখানে একদিন বেড়াতে দেখে আমায় খোঁজ নিতে বলে, বহুকষ্টে আজ পেলুম। অবশ্য আন্দাজটা তারই—যে ক্যান্টনমেণ্টের দিকে থাক্‌বে· · ·

মনে মনে হাসলুম, অলকা তো সবই জানে—ইচ্ছে কোরে বলেনি। ভালই, চিঠিটা পড়ি। মাত্র দুটী লাইন 'তোমাকে দেখার বিশেষ দরকার, মারও ইচ্ছা। পার তো এসো'। চিঠিতে নাম নেই কারুর, সইও নেই। এও এক চাল।

বললুম কল্যাণকে, 'আচ্ছা, কালই সকালে যাব। ক'লকাতায় থাক্‌তে তুমি অবশ্য যেতে বলেছিলে, যেতে পারিনি তজ্জন্য দুঃখিত। এবার কথা রাখ্‌বো ঠিক হ্যাঁ, হঠাৎ সঞ্জীবের সঙ্গে আলাপ হোলো কি কোরে?'

সঞ্জীব রাগের ভাণ কোরে জবাব দিলে, 'কেন? হোতে নেই?' বললুম, 'শুনিই না, কি কোরে?'

কল্যাণ উত্তর দিলে 'আজ রাত হোলো। এখান থেকে নদীর ধার যাওয়া তো আর সোজা নয়! আজ চল্লুম—ওসব গল্প, আর এক দিন চলবে, বুঝ্‌লে!'

মুদ্রাকর—

ভোর হ'বার আগেই উঠে পড়েছিলুম। মনটা হ'য়ে উঠেছিল অতিরিক্ত চঞ্চল ; কাগজের টুক্‌রোটা পকেটে নিয়ে শিষ দিতে দিতে বেরিয়ে পড়লাম···· বাড়ীটা যে গলিতে তার নাম 'টেরেনিম'—বহুকষ্টে তো সেটা খুঁজে পাওয়া গেল। দরজার কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে কড়াটা নাড়া দিতেই সেটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে ···এক

মুহূর্ত্তও দেরী হোলনা, মনে হোলো যেন এই শব্দেরই সে প্রতীক্ষা করছিল····

অলকা তার বাসি চুলের রাশি হাত ফিরিয়ে বাঁধতে বাঁধতে হাজীর হোল, সঙ্গে আমাদের দুজনেরই বন্ধু স্প্যানিয়েলটী, নাম 'কেট'। বহুদিন পরে দেখা, অলকার মুখের দিকে চোখ মেলে চাইতেও যেন আমার কি রকম মনে হচ্ছিল। 'কেট' তো গায়ের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে অস্থির কোরে তুল্‌লো। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বাঞ্ছিতকে চোখের সামনে পেলে মানুষেব যা অবস্থা হয় অলকার দীপ্তচোখে সেই বিভোল চাউনি। মৃদু হেসে বল্‌লো 'কিগো, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে?—ভেতরে চলো'

তার ছায়া অনুসরণ করে চল্‌লাম ওপরে প্রিয় সাথীর মতো সঙ্গে রইলো কেট ··
অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর নিজের মৌনতায় নিজেই বিরক্ত হয়ে শান্তভাবে প্রশ্ন কর্‌লাম····'কল্যাণ কোথায় অলকা?'··উত্তর এলো—'এই ভোরেই, তোমার প্রাণ যেমন উতলা হয়ে উঠেচে—কল্যাণ ত' আর তোমার মতো আকুল

হ'য়ে ওঠেনি! তিনি মাঠের ডাকে বেরিয়েছেন· কি পাগলকরা মায়াময় চাউনি সেই চটুল চোখে!

একটা চেয়ার আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে, আর একটা চেয়ার, ও বস্‌লো····বললো·· 'তারপর দিনগুলো কাট্‌চে কেমন?'

হেসে বল্‌লাম,···'এই অমূল্য প্রশ্নের জন্যই কি এত জরুরী তলব? বেশ একটা যুৎসই উত্তর অলকার মুখে এসেছিল কিন্তু সেটা সে বেশ পটুতার সঙ্গে সাম্‌লিয়ে নিলো। মুখে তার সারাদেহের শোণিত যেন উপচে পড়ছিল,—আহত অভিমানে· কিন্তু তখনই তা স্নেহ ও প্রীতির আবরণে চাপা দিয়ে ও বল্‌লো·· 'এক্‌লা এক্‌লা ভালো লাগছেনা বুঝি?· দাঁড়াও মাকে ডেকে আনি।' চঞ্চলা বন-হরিণীর মতো আঁচল দুলিয়ে ও গেল চলে····।

ভাবতে লাগলাম··· তাই তো মা তো আমাদের মনের সম্বন্ধ কতদূর এগিয়েচে সে সন্ধান জানেন না····জানবার প্রয়োজনও ছিলনা। মার সাম্‌নে আমায় নতুন ভাবের অভিনয় কর্‌তে হবে দেখ্‌চি··।

~রায়

এমন সময় উচ্ছ্বসিত ঝরণা ধারার মতো একগাল হেসে চিরচপল শিশুর মতো যে ঘরে এলো সে যেন অলকাদি না।··তার সাথে এলেন মা। ·ও বল্লো 'এই যে আমাদের শ্রীযুক্তা মাতা ঠাকুরাণী এসেচেন।—'

সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়েও অলকার কথার ভঙ্গীতে না হেসে থাক্‌তে পার্‌লুম না—সবাই হাস্‌তে লাগলো·· । ও যেন আমার তরুণী দিদি।

মা প্রসন্ন হাসি হেসে বল্লেন····
'দুর্জ্জয় তোমাকে ত' বহুকাল পরে দেখ্‌লাম····কল্যাণের কাছেও তোমার কথা শুনতে পাই বটে কিন্তু শোনা আর দেখায় প্রভেদ আছে, কি বলো ? আর তা ছাড়া শুন্‌ছি তুমি নাকি বাড়ীঘর ছেড়ে এক বিদ্রোহ উপস্থিত করেছ···· সিদ্ধার্থের মতো বৈরাগ্য নেবে নাকি····বাড়ীর লোকের মনে কষ্ট ও অশান্তি জাগিয়ে কিছু লাভ আছে ? তারপর ঐ. মা'র কথাও তো একটু মনে ক'রতে হয়।'

স্তব্ধ হয়ে ভেবেই চলেচি ··

মুসাফির~

উননব্বই

মা'র সতর্ক দৃষ্টিতে তা' ধরা পড়লো। ··বললেন·· 'অতো ভাবুকই বা হ'লে কবে থেকে ?'

আমায় বিস্মিত ক'রে অলকা বা তরুণী দিদি বললো ··'লেখক ছেলে মা তোমার·· ভাবুক হবে বৈকি ? বিস্তর চিন্তা ওর ঐ ছোট্ট মাথাটাতে ··কম ভাবনা ওর।'

মা অলকার দিকে চেয়ে বললেন '····কল্যাণ গেল কোথায় ? ওই তো সন্ধান করে ডেকে পাঠালো। বুলার মত ও ভাবে, যে আমি যেন ওদের একলারই সম্পত্তি অন্যকে স্নেহের অংশীদার কোরতে ও রাজী নয় মোটেই।'

বললাম 'আমি কিন্তু ঠিক আগেরই মত আছি নিজের বদখেয়াল গুলো নিয়ে—কাউকে ভাল বাসতেই পারলাম না, পেলামওনা কারুর'··

তরুণী দিদি অলকা দুষ্টুমীর হাসি হেসে বললো·· ··'এই যে কথা ফুটেছে দেখ্‌ছি !'··

~রায়

নব্বই

'মেয়ের কথার ছিরি দেখ না'—
ব'লে রাগের ভাণ কোরে মা গেলেন ভেতরের দিকে। যেতে
যেতে বল্লেন 'তোমরা গল্প গুজব কর দুর্জ্জয়। আমি একটু
চায়ের জোগাড় করি।'

খানিকক্ষণ আবার স্তব্ধতায় কেটে
গেল। আমিই এবার আগে সুরু করলাম, 'অলকা, মন নিয়ে
খেলা ক'রে তোমার কি লাভ বলতো? আবার ডাক্‌লেই বা
কিসের জন্য? তোমরা এমনি জাত অলকা, তোমাদের সব
পাওয়া যায় কিন্তু মন পাওয়া যায় না! অথচ তাও
পেয়েছিলুম, অন্ততঃ জানিয়েছিলে তাই। এখন আবার পাওয়া
না পাওয়ার ঘানিতে ঘুরিয়ে এ সামান্য প্রাণীকে আর কেন
দুঃখ দাও। নিজেকে সাম্‌লে নিলুম—অলকার চোখ দুটো
যেন ছল ছল করছি'লো, হয়তো আমার চোখও জলে ভরে
এসেছিলো। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, 'দুর্জ্জয়, তোমাকে
ভাষা দিয়ে বোঝাব আমার মনের কথা, সে সাধ্য আমার নেই,
নইলে এভাবে আঘাত কোরে তুমি আমায় চ'লে যেতে
পারতে না। সবই জানবে একদিন।'

মুসাফির—

মা চা এনে উপস্থিত কোরলেন। পেয়ালাটা সবে মুখে তুলতে যাব, এমন সময় মা'র কথা শুনে চোখ ফেরালুম—'দুর্জ্জয়। অলকা তো মাস খানেক পরেই বিদেশে চল্‌লো একা। কলকাতায় গিয়ে এবার থেকে এই মা'টীর একটু খবরাদি নিও। জানি আমার সব ছেলেরাই দুষ্টু—তাহ'লেও একলাটী এবার বড্ড খারাপ লাগবে। তোমরা এলে তবু একটু শান্তি পাব।'

প্রশ্ন কোরে বুঝলাম 'বিদেশ মানে একেবারে সাগরের অপর পার 'বিলাত'। খবরটাতো এতদিন জানি নি—আমার চিঠি লিখে এখানে আসাটা তাহ'লে সার্থক হয়েছে বল্‌তে হবে। অলকার এখানে আমার সন্ধান নেওয়ার কারণটাও এতক্ষণে স্পষ্ট বোঝা গেল।

মনটা মুষড়ে গিয়েছিলো প্রথমটা, অলকার স্পর্শেই আবার তা সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল। সন্ধ্যায় সেদিন দুজনে নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া গেল, বহুকাল পরে দুটী হৃদয়ের ভাঙ্গা তারে জোড়া লাগলো·· ঘুরতে ফিরতে রাত হোল বেশ। আমি একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলুম, হঠাৎ

~রায়

অলকার আজ একি হোলো? বাড়ী ফেরার কথাই তোলে না যে! আব সেদিন ক'লকাতায় থাক্তে 'হসন্তিকা'য় ওদের ক্লাসেরই এক মেয়ে মনীষাকে নিযে ঠাট্টা ক'রে কে কি লিখেছিল, তারই ভাবনায় ও ভয়ে আমাব সঙ্গে দিনে আর বেডাতে বেরুতেই রাজী হয় নি··· তারপর আজকাল কি আর বাড়ীর কাছে ওকে explanation (ওর ভাষায়ই বল্‌ছি) দিতে হয় না? কিছুই বললুম না কিন্তু, রাস্তা দিয়ে হেঁটে ফিরছি। সিনেমাটার সাম্‌নে এসে ও বল্‌লে, 'তোমার কি ক্ষিদে পেয়েছে?' আমি এ প্রশ্নে হতভম্ব হ'য়ে হেসে বললুম—'কেন?' —'না, জেনে নেওয়া ভাল। চল এই filmটা দেখে আসি।' বললুম 'চল,'·· ·ছবিখানির নাম Madam Butterfly—play কোরছে Cary Grant আর Sylvia Sidney আজকের দিনে ছবিখানি বেশ সুন্দরই লেগেছিল। বললুম 'অলক, আচ্ছা Sylvia কে কি fine দেখাচ্ছে এই অভিমানের সময়'··বেশ বেশ তোমার Sylviaকেই তাহ'লে ভাল লাগুক' বলে অলকা মুখ ঘুরিয়ে বসে—আমি আস্তে তার কোমল হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরি·· ·অলকা তার মাথাটী আস্তে আস্তে আমার কাঁধের ওপর রাখে fanএর হাওয়ায় চুলগুলি

ফুরফুর ক'রে আমার গালে চুম্বন দিয়ে যায়··অলকাব কেশের গন্ধ আমায় করে পাগল··তার সারা অঙ্গে শিহরণের ঢেউ বইতে থাকে····অনেককাল পরে আজ অলকাকে একান্ত-ভাবে নিজের কোরে পাই····এতে কিন্তু না পাওয়ার চেয়ে দুঃখ হোল বেশী··কারণ বায়স্কোপ তার কিছু পরেই ভাঙ্গলো। অলকা জানালে, 'দেখ, আর আমাদের বাড়ী এসো না, রাজনীতি জিনিষটাকে বাবা ভারী ভয় করেন, আমি শীগ্‌গির ভায়ের কাছে বিলেত যাচ্ছি। তাই তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, বিশেষতঃ মা তোমায় এত ভালবাসেন ব'লে বাবা স্পষ্ট কিছু বল্‌তে পারেন না। কিন্তু তোমার রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্বন্ধটা মোটেই বাবার কাছে প্রীতিকর নয় আর আমাদের এতটা বন্ধুত্ব তিনি পছন্দ করেন না।·'

ভেতর থেকে আমি যেন কেঁপে উঠ্‌লাম। রাস্তার অন্ধকারে নিঃশব্দে এখন আমরা চল্‌ছি,—অলকার হাতখানি মুঠোয় চেপে, আমি বল্‌লাম 'অলকা, আচ্ছা, তাহ'লে বিদায়। আমায় ভুলে যেও। আমি ঠিক থাক্‌বো। মাকে আমার কথা বোলো'।··

আমি এভাবে কি করে আর থাকি, তাই-ই ভাব্‌ছি। আমার পথে এসে ভারী ভুল করিয়ে দিয়েছ।' অলকার শীর্ণ কোমল হাতখানি আমি চুম্বন করতে যাই। অলকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে স্থিরভাবে সেই আঁধারের মধ্যেও আমার পানে চায় একদৃষ্টে··বলে, 'এরই মধ্যে চলে যাবে? অন্ধকারের ভেতর মিট্‌মিটে আলোতে অলকার চোখে দুটো মুক্তো টলমল্ করছিল··

পঁচানব্বই

ক'লকাতায় ফিরে এলাম এবং ফিরে এসেই একেবারে হরিশদার সাক্ষাৎ পেয়ে আশ্চর্য্য হলাম। জীবনে আমার নিজের কোন অবলম্বন না থাক্‌লেও, ভেতরে ও বাইরে এম্‌নি ভাবেই জড়িয়েছিলুম যে জীবনে কোনদিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো এমন সম্ভাবনা দেখছিলাম না। হরিশদাকেও ঠিক এসময়ে ফিরে

পাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না ··একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা তাই দুরু দুরু কেঁপে উঠ্‌লেও, ভরসা পেলাম এই ভেবে যে, হয় তো বা এবার কিছুদিনের জন্য নিজেকে একটু নিরালায় সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

ক'লকাতার অফিসে হরিশদাও ফিরেছেন কবে', তা' আমার জানা ছিল না। হরিশদাও ভেবে পান নি যে এত সহজেই আমার দেখা পাওয়া যাবে। আমার মুখখানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চেয়ে বেশ শান্ত ভাবেই তিনি বল্‌'লন 'বোসো, কথা আছে অনেক।'

প্রশ্ন ক'রলেন 'আচ্ছা সঞ্জীব এখন কোথায়····?' আমার কাণে কথাটা যেন বজ্রপাতের মতন শোনাল। শুনলাম আবার····'চুপ কোরে রইলে যে উত্তর দাও, কোন খবর পেয়েছ?'

উত্তর দেওয়া বড সোজা ব্যাপার হোত না, যদি না হঠাৎ তার সাথে দেখা হোয়ে যেত। হরিশদা'র কাছে নিজেকে অতি হীন ও বিশ্বাসঘাতক মনে

হওয়া ঠিক আগেকার মতই—খুব স্বাভাবিক। তাঁর চোখ থেকে তখন যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। সে দৃষ্টির সাম্‌নে আমি সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লেও, তৎক্ষণাৎ নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লুম, 'মাপ করুন আমায়। বলেই তো ছিলাম, আমিই তাকে লোভ দেখিয়ে এই উদ্দেশ্য-হীন জীবন যাত্রা থেকে সরিয়ে নিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু সে আমার অপেক্ষা না ক'রেই গিয়েছিল। এখানকার বাঁধন থেকে মুক্ত হ'য়ে সে যে এখন'....

কথাটা আর শেষ করতে না দিয়ে হরিশদা বল্‌লেন—'আবার সেই পুরোণো তর্কের গোলে আমি ঢুকতে চাই না, তোমার এই ভূত মাথা থেকে না গেলে তুমি শান্ত হয়ে কাজ করতে পারবে না।' আমি বাধা দিয়ে কি বল্‌তে যাব, কিন্তু দাদা উঠলেন রেগে। তিনি বল্‌লেন....'তোমায় দেখ্‌চি পাশ্চাত্য সভ্যতার খোলসটা বেশ ঢেকে ফেলেছে। তোমার মাথার ভেতরকার যে সব আইডিয়া তুমি ভাবছ নিজের, আসলে তা ওদেশ থেকেই ধার করা.. নিজের দিকে, নিজের দেশের দিকে, বিশেষ

কোরে একবার আমাদের অতীত গৌরবের দিকটা ভেবে দেখো দেখি।··প্রাচীন ভারতে'·· ·

দাদাকে আর শেষ ক'রতে দিলুম না। বললুম, 'কবে আমার পূর্ব্বপুরুষ, ডঙ্কা বাজিয়ে লঙ্কা জয় করেছিলেন সে কথা ভেবে মস্তিষ্কে দাম্ভিকতা সঞ্চার করার প্রয়োজন বুঝিনে ··গৌরব বর্ত্তমানে অতীত, সে ত কালের গহ্বরে তার আবার প্রাণ কোথায় ?'

দাদা কি ভাবলেন হঠাৎ জানি না, বললেন 'দেখ, তর্ক কোরে ফল নেই। তোমার এই অদ্ভুত আইডিয়াগুলো ছাড়ো। তোমার এই মুখ্যুমীর দরুণ কতো ক্ষতি হয়েছে তা জানো ? আমার সমস্ত আশ্রমটা গেছে ভেঙ্গে এতদিন ধরে যা গড়ে তুলেছিলুম, তা' এখন দশ বছর আগেকার অবস্থায় ফিরে যাবার মত দাড়িয়েছে·· আর সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে আজ আমার সঞ্জীবকে হারিয়ে। সে নিজেই নিজের পথ দেখেছে, সুতরাং দুঃখ করবার কিছু নেই। তবে কি জানো দুর্জ্জয় ? ····তাকে আমিই এ জগৎকে—দেখ্‌তে, বুঝ্‌তে, শিখিয়েছি····কিন্তু আমাকে

চেনাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। দুর্জ্জয়! সঞ্জীব আমারই ছেলে·· আজ প্রথম জেনে নাও আমিই তার বাপ।'

দাদার চোখ দুটী জলে ভরে এল। আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম—ঘরে বজ্রপাত হ'লেও মানুষ এতটা নিঃসাড় হ'য়ে পড়ে না।

আমাকে নিজের আগেকার অবস্থায় ফেরবার সুযোগ না দিয়েই হরিশদা আবার বল্‌লেন 'দেখ, দুর্জ্জয়। দেখলাম তুমি বেশ লিখ্‌তে শিখেছ। তোমার বই 'নিগ্রহ' পড়লুম, তাতে আমাদের আশ্রমের ব্যাপারাদি রয়েছে, ভাল করোনি ভাই। ভবিষ্যতে আমাদের কথা কিছুতে ঘুণাক্ষরেও বার ক'রো না, এইটুকু আমার অনুরোধ·· তোমার আর কোন স্বাধীনতায় হাত দেওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। যেখানেই থাক্, সঞ্জীবকে আমি ফেরাবোই—'

দাদা ঝড়ের মতই অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। আমি বিছানাটার ওপর নিজেকে একটু হেলিয়ে

~রায়

দিয়ে ভাব্‌তে লাগলুম··ব্যাপার কি? করাই বা যায় কি!

কিছু স্থির এ সম্বন্ধে করার আগেই দরজায় আবার খট্‌ খট্‌ শব্দ হোল, উঠে গিয়ে দেখি পিওন। চিঠিখানি হাতে নিয়েই বুঝলাম কা'র। অনেকদিন পরে অলকার মুক্তোর মত অক্ষরগুলিতে আবার আমার নাম ফুটে উঠেছে। বেশ একটা আনন্দের ঢেউ মুহূর্ত্তের জন্যে আমার এই ছোট্ট অফিস ঘরটুকুকে ভাসিয়ে গেল। অতি সন্তর্পণে চিঠিখানি খুলে পড়লুম, মুখখানি আমার কাল হ'য়ে গেল। ঘরে লোক থাকলে ভাবতো, আমায় বোধ হয় ভূতে পেয়েছে—অলকা লিখেছে।

* * *

"····তোমার বন্ধু সঞ্জীব বাবুর সৌভাগ্যে সুখী হয়েছি—তাঁদের পরস্পবের নির্ব্বাচনের ক্ষমতা নিয়ে বৃথা মন্তব্য না কোরে।

আমার সে রাতের দুর্ব্বলতা কিন্তু তুমি ক্ষমা কোরো—I was not myself that night—

মুসাফির~

আকাশের অস্পষ্ট আলো তোমার চোখে যে মায়ার সৃষ্টি করেছিল····তারই মাধুরীতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলে-ছিলাম। আমার সেই দুর্ব্বলতার স্মৃতি আমায় যন্ত্রণা দিচ্ছে! সঞ্জীব ও মিনতির কাহিনী যেমন আজ লোকের মুখে পল্লবিত হচ্ছে····আমাদের কথাও যদি তেমনই হ'তে থাকে, তবে আমার একমাত্র আশ্রয় হ'চ্ছে মরণ····"

* * *

সে রাতের অর্থ যে এই দাঁড়াবে তা' আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতুম না। মিনতি ও সঞ্জীবের কাহিনী যে এক অদ্ভুত রঙে অলকার কাছে বর্ণিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে কোনও ভুলই নেই। কিন্তু তাতে অলকার কি?

রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে, সকালে একবার অলকার সঙ্গে যে দেখা কোরতে হবে, শুধু এই স্থির করাই হোল···মন থেকে হরিশদা, আশ্রম, আর, আর সমস্ত ব্যাপার—সব তখন একেবারে মুছে গিয়েছে।

নিশুতি রাত, নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছি।
হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, দরজায় যেন কে 'টোকা' মারছে····
চুপটী কোরে শুয়ে খানিক শুন্‌লুম, বুঝলুম সত্যিই কেউ
আমাকে চায়····তবে এত রাতে কে ? হরিশদা নাকি ?
ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুল্‌তেই দেখি প্রেসের জমাদার আমেদ।
····মুখে শঙ্কার ভাব এবং ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল রেখে ইঙ্গিতে

জানালে যে····কথাটী যাতে না কই এবং ঘরের ভেতরে এসে কিছু বল্‌বে।

ভেতরে ঢুকে দরজাটায় নিজের হাতেই নিঃশব্দে খিল লাগিয়ে আমেদ বল্‌লো 'বাবু, পুলিশে সমস্ত বাড়ী ঘেরাও কোরেছে, রাত দুটো এখন। কর্ত্তাবাবু পুলিশ আসার ঠিক আগে পর্য্যন্ত নীচের ঘরে কি সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমাদের সজাগ থাকতে ব'লে চলে গেলেন। আর বলেছেন কিছু গোলমাল হ'লেই আপনাকে যেন তখুনি এসে খবর দিই, যাতে, তিনি আপনাকে পালাবার যে যায়গা দেখিয়ে দিয়েছেন সেইখান দিয়ে চলে যেতে পারেন; তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ভাবতে হবে না। দরকারও নেই।'

আমি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম। হরিশদা যখন এত কথাই বলে গেলেন তখন তো তিনি নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সব খবরই রাখতেন, তবে আমাকেই বা জানান নি কেন? ব্যাপারটা না বুঝলেও সেখানে অপেক্ষা ক'রে বিপদ বাড়াবার প্রয়োজন দেখলুম না। আমেদকে বললাম 'আচ্ছা, তুমি নীচে যাও, আমার জন্যে

কিছু ভাবতে হবে না।' বেচারী ভয়ে জড়সড় হয়ে আর কথাটী না বোলে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে নেমে গেল। আমি তার নেমে যাওয়া পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম, তারপর ঝট্ কোরে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কোণের দিকের দেয়াল-আলমারির মাথার ওপরের তক্তা খানি খুলে ফেলতেই সোজা ছাতে যাবার গর্ত্তটা পেলুম দেখতে। আলমারির আর একখানি থাক খুলে গর্ত্তটার ভেতর দিয়ে খানিকটা উঠে সযত্নে তক্তাটুখানি আবার ঠিক খাপে লাগিয়ে দিলুম ওপর থেকে। বাইরে ছাতের ওপর এসেই এছাত থেকে ওছাত লাফিয়ে দুতিনটে বাড়ী পেরিয়ে এসে, একবার নিজেদের বাড়ীর নীচটার দিকে নজর দিয়ে দেখলুম ···পুলিশ মহাপ্রভুরা তখন চারিদিকে বেশ পরিপাটী রকমে পাহারা বসিয়ে ফেলেছে। আরও গোটা চারেক' ছাত পেরিয়ে একটী প্রায় ছয় ফুট লাফ দিয়ে 'মতি নস্করের গলি' পার হোয়ে, আমাদের সংঙ্ঘের ছেলেদের মেসের ওপরে এসে হাজির হওয়া গেল। তাদের আর বিরক্ত না কোরে রাতটা ছাতে শুয়েই কাটিয়ে দিলুম। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটী ছেলের ঘরের ওপর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ কোরে তাকে জাগালুম।

সমস্ত খবর তাকে দিয়ে সাবধান থাকতে বোলে শেষে বড় রাস্তায় পড়লুম বেরিয়ে। এইবার প্রথম চিন্তা হোল, যাই কোথায়?

মিনতির হোটেলে তো আস্তানা মিল্‌বেই, তাছাড়া বুলাদের বাড়ীতেও তো যাওয়া যেতে পারে, অলকার কথাও মনে এল কিন্তু টেঁকল না। বহুকালের ঘরছাড়া মন আজ আমায় আবাব ঘরের কথা মনে করিয়ে দিলে। মা, কাকাবাবু, কাকীমা এই তিনজনের একমাত্র ছেলে আমি—তবু ঘরছাড়া হযে ভবঘুরের মত ঘুরে মরি কেন? আমার মনেব মধ্যে বহুবার এই 'কেন' জেগে উঠেছে, বহু লোকের মুখ থেকে এই একই প্রশ্নে বিব্রত হয়েছি তবু সোজাভাবে, সোজা কথায় এর সমাধান করার উপায় কখনও ভেবে উঠতে পারি নি। আজ সহসা কেমন মনে হোল, আচ্ছা অলকা কি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে একরকম বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর নির্ভর, একটা secured অবস্থা চেয়েছিল? পরক্ষণেই মনে হয় আবার, দূর ছাই, কেবল অলকা!··না পাগলামির একটা শেষ কোরতে হ'বে। বেশ গম্ভীরভাবে নিজেকে এবার

সংযত কোরে নিয়ে একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল····পয়সাটা দেবার সময় একবার মনে হোল, খরচটা একদম বাজে। মিনতির Metropoleএ গেলে পয়সাও লাগত না, খাতিরও কোরতো। মনকে ধমকালুম, আবার পাগলামি! ····রাস্তায় বেরিয়ে এক পয়সার একখানা 'বঙ্গবার্ত্তা' কিনলুম, তারপর উঠে পড়লুম একখানা চলতি বাসে। যাবে যে কোথায় তাও জানি না।

কাগজখানির ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলুম। প্রথম পাতায়ই বড় বড় অক্ষরে দেখলাম —

"সারা বাংলায় খানাতল্লাসী"

'অশনি' পত্রিকার উপর অর্ডিনান্স

'বঙ্গপল্লী সমিতির' অফিসের প্রতি শাখাপ্রশাখা আজ সকালে পুলিশ অনুসন্ধান করিয়াছে। প্রকাশ বরিশাল ও খুলনা শাখার পাঁচ জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আসানসোলের ট্রেণ ডাকাতি এবং বাজপুরের বোমার মামলার সম্পর্কেই নাকি ইহাদের ধরা হইয়াছে।

মুসাফির—

·· সবটা আর পড়া হোল না।

অফিস যে এখন একেবারেই ছাড়তে হোল সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রইল না····একরকম ভাল যে, কাগজখানি "অর্ডিনান্সে' বন্ধ। সুতরাং আমার কাজ তো আপনা হ'তেই শেষ হয়ে গেছে। আমি তাহ'লে আর ভয়ে পালাইনি, এখন আমি সত্যিই বেকার····মুক্ত। এও একটা সান্ত্বনা। মনটা হাল্কা হ'য়ে গেল অনেকটা। কাল রাত থেকে আজকের এই দুপুর পর্য্যন্ত চিন্তার যে ধারা চল্‌ছিল, হঠাৎ তাতে বাধা প'ড়ে সমস্ত ভাবনা চিন্তা তোলপাড় কোরে মনে এখন জাগছিল খালি--মা আর অলকা।

একশ'আট

হঠাৎ যেন ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছি।

সমস্ত রাতটা সেদিন ছটফটানিতে গেল কেটে। কত কথাই যে মনে পড়ছিল! বহুদিনের পেছনে ফেলে আসা জগতটার সামনে আজ হঠাৎ এসে হাজির হয়েছি। আমি ভাবি, আর মাঝে মাঝে ভেতর থেকে সমস্ত শরীরটা আমার ডুক্‌রে কাঁদার মত এক একবার যেন ফুঁপিয়ে ওঠে "

মুসাফির~

একশ'নয়

খট্ কোরে একটা শব্দ হোল··

কট্মট্ ক'রে সামনের দিকে চাই··সমস্ত অন্ধকার। আবার চোখটা বুজুই··মনে হোতে থাকে, জগতটা হঠাৎ যেন শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে আস্‌ছে, আলো নেই, হাওয়া নেই, স্থান নেই·· তারপরেই কিসের একটা আলোড়ন সোঁ সোঁ শব্দে একেবারে পাতালের দিকে কিসে যেন গড়িয়ে নিয়ে চল্‌লো। মনে হয়·· অন্ধকার ক্রমেই যেন আসে থিতিয়ে, তার গভীরতা শেষটায় এতবেশী হোয়ে ওঠে, যে আমি উঠি হাঁফিয়ে। সেই অন্ধকারের মধ্যে কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার জন্যে কাতর হ'য়ে হাতড়াতে থাকি।··আর একটা শব্দ হোল· সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাওয়ার গতি হঠাৎ যেন গেল কমে, সমস্ত দেহটা টলমল ক'রে উঠলো। তন্দ্রার চমক্ ভাঙ্গলো··পড়ে যাই আর কি, ইজি-চেয়ারখানা শুদ্ধ !

আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে, সামনের জানলাটা খুলে দিলুম·ভোরের ক্ষীণ আলো দেখা দিয়েছে। এক ঝাপ্টা ঠাণ্ডা হাওয়া আমার মুখে এসে লাগলো. খোলা জানলা দিয়ে সহরের ছোট ছোট অসংখ্য বাড়ীর

নিদ্রিত অবস্থার দিকে রইলুম চেয়ে। বহুদূরে ধোঁয়ার এক আবছা ছাউনী আরও কতকগুলিকে ঢেকে রেখেছে জানলার গরাদে দুটো ধ'রে স্থির শান্ত প্রকৃতির দিকে রইলুম একদৃষ্টে চেয়ে। নিজের ভারেই মাথাটা আমার নুয়ে পড়লো গরাদের ওপর। নিজেকে আজ অতি নিরাশ্রয় বলে মনে হোল। অশান্ত মন আমার চারিদিকের এই শান্তির ভেতর স্থির থাকতে পারলে না। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম—

খামখেয়ালী ভাবে বহুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে যখন রোদের তাপে বুঝলুম বেলা হয়ে গেছে বেশ · তখন দেখলুম যে হ্যারিসন রোডের কাছে। হঠাৎ মাথায় নতুন এক খেয়াল চাপলো। একটু এগিয়ে গিয়েই, একটা ছোট্ট গলির সামনে এসে ভাল ক'রে জায়গাটা দেখে নিলুম, তারপর ভেতরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা লাল বাড়ীর দরজার কড়াটা ধরে খানিক দিলুম নাড়া। ভেতর থেকে একটা আওয়াজ এল 'কে? দাঁড়ান একটু।'· ·

খুব সামান্য সময়··কিন্তু তাই-ই আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন একটা যুগ।

আর সহ্য করতে পারলুম না। কাঁপা গলায় ডাক্‌লুম 'বুলা' .ডাক্‌টা পথভোলা পথিকের হতাশা আব শ্রান্তির দীর্ঘশ্বাস মাখান। এর বেশী যেন আর তার প্রকাশ নেই।

চশ্‌মা চোখে একটী ছেলে বেরিয়ে এল। সঙ্গে এল একটা কুকুর। আমাদের পরিচিত কেউ নয়‥ কুকুরটীব মাথায় হাত বুলোতে যেতেই সেটী ঘেউ-উ-উ কোরে তীব্র আপত্তি জানালে। ছেলেটি বল্‌লে, 'দাদাকে চান? দাদাতো বহুদিন বিলাতে।' বললুম, 'কল্যাণ আছে কি?' ছেলেটি একটু ভাবলে, পরক্ষণেই হো হো করে হেসে উঠলো বল্‌লে 'আসুন, বসুন আপনি, আমি আস্‌ছি।' কথাটা বলেই সে ছুটে ওপরে চ'লে গেল।

মনটা তখন আমার শঙ্কার দোলায় দুল্‌ছিল। ভাবলাম ধ্যেৎ, দাঁড়িয়ে লাভ কি? ফিরতে যাব তাই —এমন সময় বাতাসটা কি একটা সুগন্ধের আবেশ এনে ঘরটাকে মাতিয়ে তুল্‌লে‥আমার চোখের ওপর সুন্দরের যেন

এক ঝরণা ব'য়ে এল। ··ফেরা আর হোলো না··
অলকাকে আজ এক নতুন রূপে দেখলাম। মুখের ওপর
এলোমেলো ভাবে চুল ছড়িয়ে পড়ে, সবে ঘুম ভাঙ্গার শ্লথভাব
তখনও ছাড়ে নি। · কাপড়টার পাশ ফিরিয়ে নিয়ে, চেয়ারটার
হাতলটা ধরে এসে সে দাঁড়ালো। বল্‌লে 'বেশ তো। এতদিন
ছিলে কোথায়? কাগজে সব ব্যাপার দেখে মামণি
বড় ভড়কে গিয়েছিলেন তবে খোঁজ আর নোব কোথায় বল?'

বললুম 'খোঁজের কি দরকার ছিল
না কি 'অলকা?' সামলে নিলুম, কারণ সেও চম্‌কে উঠেছিল
আমার কণ্ঠস্বর শুনে বল্‌লে—'তুমিই জান।'

অলকার চোখদুটো টলমল করছিল।
· তার উদাস দৃষ্টি কোথায় কার পাণে ছুটেছে, তা' আমার
ভবঘুরে মন ঠাওরালেও ভাবতে পারছিল না··অলকা বল্‌লে
দেখ 'লক্ষ্মীটী, আর নিজেকে এভাবে চালিওনা—দুর্জ্জয়!
আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কটা দিন আছি··তোমায়

পেয়ে এ কটাদিনও অন্ততঃ শান্তি পাব। দুর্জ্জয়, তুমি কি আমায় আবার সেই আগেকার রূপে ফিরে পেতে চাও না?'

তার ঠোঁট দুটো থব্ থব্ কোরে কাঁপছিল··বললে, 'মা আজই ফিরছেন সিলেট থেকে, আমি তো আর মাস খানেক পরেই সাগরপারে রওনা হচ্ছি—মন কিন্তু চায় না। জানো দুর্জ্জয়, ভাবি, তোমায় যদি সত্যিকারের পেতুম··অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যেও,—জীবনটা সার্থক হোতো।'

একটা ক্রূর হাসি আমার ঠোঁটের ওপর ফুটে উঠলো। বলতে যাচ্ছিলুম,··'অলক, আমার ভেতরটা তো শেষ কোরে দিয়েছিলে! আবার এ কি খেলা সুরু কোরলে? এ ভবঘুরেকে আর কেন বাঁধছো·· ?'

অলকার গাল বেয়ে তখন মুক্তোর মত দুটো ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে আমার সংযম আর রইল না, তাকে জড়িয়ে ধরে, রুমালটা দিয়ে তার চোখের জলটা মুছে ফেললুম, আমার বুকে সে মুখ লুকালো,··· ভবঘুরে, ছন্নছাড়া আমার কাছে এ চায় আশ্রয় ···হা ভগবান!

—রাম

·· সে যখন মুখ তুল্‌লে··· ·

আবেগে তাকে চুম্বন করলুম, বললুম· 'অলক, হার মেনেছিলাম আগে, আজও মানলুম। ·· জগতের যেখানেই থাক অলক, আমি ভেবে চল্‌বো তুমি যেন আমার পাশেই আছো····তোমার এই মায়াময় চাউনি আমার চোখের ওপর যেন সদাই খেলা করছে····'

মুসাফির~

সকালে উঠেই অলকার চিঠি পেলাম····লিখেছে,

*　　　*　　　*

'তোমায় বেশী কিছু লেখবার সময় নেই। কাল আমার যে কি অশান্তিতেই কেটেছে, কি বলবো! আমার জীবনের অসীম সুখের সঙ্গে তোমার জীবনের দুঃখের

তুমি তুলনা করেছ····আমি কোনো প্রতিবাদ করতে চাইনা। বাইরের লোকচক্ষু জানুক আমি আনন্দে দিন কাটাই, কিন্তু আমার ব্যর্থতার বেদনা প্রকাশ কর্‌তে আমি নারাজ। তুমি লিখেছ এমন মা থাকতে আমাদের মিলন হবে না, আশ্চয্য! তুমি একেবারে শিশু, মানবচরিত্র সম্বন্ধে—তাই একথা লিখেছ ··মা তোমায় ভালবাসেন, প্রায় বুলার পাশেই তোমার স্থান। ··কিন্তু মা তোমায আমার দিক দিয়ে একটুও চান না। এটা তুমি এখন না বুঝলেও পরে বুঝবে। যে যন্ত্রণা আমি ভোগ কর্‌চি, ভেবে দেখলুম তা শুধু আমার দুর্ব্বলতার জন্যে। ····প্রথম দুর্ব্বলতা তোমাকে ভালোবাসা এবং দ্বিতীয়টী হ'চ্ছে····প্রকাশ কর্‌তে কোন লজ্জা নেই, তবে ভয় আছে·· কার জন্যে জানো? তিনি বাবা· ··বাবার কথা তুমি যা লিখেছ তা ঠিক। তিনি যে শুধু আমায় ভালবাসেন তা নয়, তাঁর সকল রকম দুঃখের সান্ত্বনাই হচ্ছি আমি ··হয়তো তাঁরই জন্য আমায় সবচেয়ে কঠিন ত্যাগ স্বীকার কোরতে হবে কিন্তু কৃতজ্ঞতার দাবীর কাছে কি হৃদয়ের আহ্বান হার মান্‌বে?

* ··চিঠিটা এই খানেই শেষ কচ্ছিলুম। কিন্তু না, তোমায় দুঃখ দিতে চাই না—দেখো,

সারাদিন সারারাত কেবল তোমায় ভাবছি ···তোমার প্রথম চুমার সুধা এখনও ভুলতে পারিনি · ·মনে বুঝচি কাজটা অন্যায় হযেছে· ·কিন্তু মনের ক্ষুধা মিটছে না কিছুতেই। তোমার বুকে মুখ রেখে সে দিন যদি জীবনের শেষ হোতো · বাঁচতাম আমি—'

আমি অলকাকে চাই মনে প্রাণে,

--অলকাও আমাকে চায় সর্ব্বস্ব দিয়ে,—কিন্তু দুজনের মাঝখানে আছে হিমালয়ের মত বাধা। কিন্তু 'দুর্জ্জয়' নাম কে রেখেছিল আমার? বাধার সঙ্গে লড়াই করা আমার ধর্ম্ম হয়ে গেছে। সে যে পথের পথচারিনী, আমিও সে পথে তার অনুসরণ করবো। একটা জীবনেও তাকে না পেলে, আবার পরজন্মের আশায় ছুটে চলবো— ব্রাউনিং যেমন লিখে গেছেন 'এভেলিন্ হোপে'র সম্বন্ধে। অলকার প্রতিভায় ভাস্বর সুন্দর মুখ আমায় পাগল করেছে। তার হাতের কোমল পরশ আমার মনের তারে ঝঙ্কার দিয়ে বলে,—

~রায়

"যেন সেই বেদনা, ফুলে শিশির কণা !"

আচ্ছা, বেদনা এত মধুর হয় কেন ? গ্রীশ দেশের একজন প্রাচীন স্ত্রী কবি সাফো প্রেমের সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে প্রেমে আছে তিক্ততা আর মধুরতা। অলকার কথা ভাবলেই মনে পড়ে সাফোর glukopikros,—তাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফতুর হবার যে প্রচণ্ড বাসনা, তাই আমাকে দেশ ছাড়া করলে। সে যে দেশে যাবে, আমি আগেই সেখানে যাব,—সেখানে গিয়ে তার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকব।

তাই আজ ভারতের বেলাভূমি যখন Ballard Pierএর কাছে ক্ষীণ উপবীতের মত মিলিয়ে গেল, তখন আমার বুকএ কটুও দমে যায়নি, আমি যে তারই পথে চলেছি প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে !

মুসাফির~

একশ'উনিশ

ডেক চেয়ারে শুয়ে পড়তে লাগলুম—

"আজ তোমায় যে সম্বোধন করছি, তার অনেক গভীর অর্থ আছে···হয়তো ইতিপূর্ব্বে এই নামেই তোমায় ডেকেছি··কিন্তু সে সব দিনের সম্বোধনে ঠিক আজিকার আন্তরিকতা ছিল না। তুমি যদি বিশ্বাস নাও করো, আমার লিখতে হ'চ্ছে, যে আমি ততটা cruel বা heartless flirt নই যতটা তুমি ভাবো।··আমার মনে হয় আমি যদি shrewd player হ'তে পারতুম, তাহ'লে

হয়ত ভালো হ'ত—এ'রকম কোরে প্রতি মূহুর্ত্তে নিজেকে kill কোর্ত্তে হোত না। ·

'তোমার সঙ্গে বহুদিন, কে জানে কতকাল দেখা হবে না ·কিন্তু তোমায় আমি বল্‌চি, বিশ্বাস কোরো শুধু ···I am yours and not for a day or a year but as long as I live : ··ছাখো, যদি কোনও কারণে বিদেশে আমার যাওয়ার বাধা ঘটে ··এমন দুর্ভাগ্য যদি আমার আসে.. .আমি ঠিক করেছি যে, কোন কলেজে কাজ নেবো . .তাতে যত বড়ই অশান্তির সৃষ্টি হোক্ না কেন? যদি কাজ নিতেই হয়....আমাদের মিলনের কোন বাধা থাকবে না।··তোমার কাছে আমার মিনতি.. তুমি সত্যিকারের কিছু একটা করো। ....জগতে তোমায় আমি বড়ো কোরে দেখতে চাই। তুমি ভেবোনা . আমার বিয়ের কোন আসল চেষ্টা বাবা ক'রবেন না—সে খরচটা বুলার জন্যে কোরলে সে ফিরে একটা বড় কিছু উপার্জ্জনক্ষম হ'য়ে আসবে.. তাই আসুক। আমি তাই-ই চাই। তবে মার পক্ষ থেকে বিয়ের তলব এসে এসে কোনও হৃদয়বান ব্যক্তি হয়তো প্রস্তুত হ'তে পারেন

আমার উদ্ধারে·· কিন্তু আমার ভয় নেই তখনই সময় আসবে either to revolt or to die · ·আমায় তুমি আংটী উপহার না দিয়ে, এমন কিছু যদি দিতে যাতে নিজেকে এক মিনিটে শেষ করতে পারি ··আমি বাঁচতুম।· কাল রাত থেকে মনে হচ্ছে, নিষ্ঠুর নিয়তি তার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই মুক্তি নেই যদি মুক্তি না পাই ....আমি স্বয়ং তার ব্যবস্থা কোরবো। তুমি হয়তো কষ্ট পাবে আমি কিন্তু সুখী হয়েছি জেনে খুসী হ'য়ো—

আজকাল মনে হয় যে কি মিথ্যা শিক্ষার গৌরবই না এতকাল করেছি! আমাদের এই উদার-পন্থী লোকেরা যারা মেয়েদের লেখা পড়া শেখানোর পক্ষপাতী·· what fools they are! মেয়েদের মনের সহজ ভাবে যারা বাধা দেয়, তারা যেন আর enlightened ব'লে গর্ব্ব না করে।)

এবার কিছুটা তুমি দেখ্‌ছ তো! আমার চারিদিকে দৃষ্টি মাও মেশাটা যেন পছন্দ করছেন না বাবা যে কেন আমায় এত বড় কোরে education দিলেন, বুঝিনা ..আর এ অত্যাচার সহ্য হয়না....

~রায়

limit reach কোরে গেছে····যদি তোমায় কখনও পাই তো বাড়ী ছাড়তে হবে। ·বাড়ী মানে, মা ও বাবা···· ভায়েরা আমায় ভালবাসে। তারা হয়'তো আমায় নাও ছাড়তে পারে। বুলাকে কিন্তু চাই, আমাদের জীবনের পথে তার আন্তরিকতার দরকার খুব বেশী—কিন্তু সেও যদি না আসে ত' ক্ষতি নেই ·দুজনের দুজনই যথেষ্ট। হয়তো, বহুদিন আর তোমায় কিছু লিখতে পার্ব্বোনা। তুমি চিঠিটা প'ড়ে কি ভাববে, মোটেই ভাবছিনা,—তুমি চলে যাচ্ছ এই কথাটাই বড় হয়ে মনে লাগছে—

শরীরের যত্ন নিয়ো····তোমায় আমার নিজের করে যেদিন পাবো·· ·সেদিন থেকে তোমার ভার যেন আমিই বহন করি··৻ দুষ্টু, তোমার মিষ্টি চুমোয় চিঠি ভরিয়ে দিয়েছ ;···আমি কি দেব ?

জীবনের অ

আমার সুরু হ'চ্ছে আজ থেকে—দুর্জ্জয় আজ পর্য্যটক।··

মুসাফির~

সোনার বাংলার গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুশত মাইল দূরে এসে পড়েছি ··মাঝে আছে নীল মহাসমুদ্রের জলরাশি ··তার ঢেউগুলো আছাড়ি পাছাড়ি খেয়ে কেবলই আমায় জানিয়ে যাচ্ছে 'ওগো, খেয়ালী, ও ভবঘুরে! চলে এসো তোমায় আমরা কোল তুলে নিই—নিয়ে যাই সেই দেশে যেখানে কেবল এই শ্বেত শুভ্র ফেনার নাচন আছে। নীল অসীমের মায়াময় সৌন্দর্য্যের ওপর, চন্দ্র সূর্য্যের রঙের খেলা আছে····আর আছে একটা বিরাট মহাশান্তি, তারা কেবলই আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কেন? ওদের এতো কিসের গরজ?····

ওরা কি জানে?····চেনে?

চুপটী কোরে বোসে ভাবি—

চারিদিকটা হঠাৎ কিরকম কালো, ঘন মিশমিশে কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল····দূরে যে অসীমের মধ্যেও একটা সীমার রেখা দেখা যাচ্ছিল সেটা গেল মিলিয়ে। কে যেন কাল ওড়না দিয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রয়টীকে ঘিরে রইল····তারপর

সে কি ভীষণ গর্জ্জন! দূরে কোন্ ক্ষেপার ঘুম ভেঙ্গেছিল, চারিদিকে ফোঁস ফোঁস কোরে রাগে সে ঘুরে বেড়ায়, একবার যেন পেলে হয়·· জাহাজশুদ্ধ লোক ভয়ে কাঁপে, আমি হাসি ····অলকাও যেন হাস্‌ছে! হাওয়ার মাঝে এই সময় তার চুলগুলো কেমন উড়্‌তো····তাকে নিশ্চয় পাগলীর মত দেখাতো এই সময়····কি যে সব ভাবি ছাই তার ঠিক নেই··

····বহুদূরে মেঘমালা চিরে বিজুলী তার রক্তরাঙা আঁখি মেলে এক একবার দেখে নিচ্ছে, কোথায় কি ভাব। একটা কড়্ কড়্ কোরে আওয়াজ হোলো, ক্ষেপা বুঝি ছুটেই এল! কাল ওড়না ছিঁড়ে এবার অঝোর ঝরে কান্না সুরু হোলো। আমারও চোখে জল এসে প'ড়লো·· ভাবি, আরে ছি! দুর্জ্জয় তুমি এতই দুর্ব্বল? ক্ষেপার তাণ্ডব নৃত্য কমে না ওড়না ছেঁড়া পেয়ে সে যেন আরও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। ছুটে গায়ে পড়ে আর কি! আরে, আমায় কি আলিঙ্গন কোরবে না কি? ছপাৎ কোরে সে এসে আছড়ে পড়ে ডেকের ওপর··আবার যায় দূরে সরে, তারপর থেমে, দূরে গিয়ে নেচে নেচে চলে যায়। বলে, কি গো

বন্ধু, কি ভাব ব'সে এখনও··এস, আমাদের এ খেলায় যোগ দাও··হাসি আমি, আর ভাবি। নীল আকাশের বুক চিরে আলোকের ঝরণা ধারা' এসে এবার নাচে যোগ দিলে। ফুলে ফুলে দুলে দুলে সমুদ্র তার গান গেয়ে চলেছে· একটা অপূর্ব্ব তালের, ছন্দের সুর আমার প্রাণের তারে এসে আঘাত করে··সে সুর অসীমের··

ভাব জগতের ঘোর কাটতে দেরী হয় না সমস্ত জাহাজখানা দোলনার মত সমুদ্রের বুকে নাচছিল তখন। ঝড়বৃষ্টি আবার ঘুরে ফিরে এসে হাজীর হোল শরীর মন অবশ হয় ঝাঁকানি আর দোলানির সাথে চলার নেশা যেন কাটে·

নিজের কুঁড়ে ঘর, মা বোনের আদর, ভায়েদের, বন্ধুদের কথা এই সময় মনে পড়ে। Cabinএ ফিরি, দেখি একটী বাঙালী ছেলে আমার বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে· লস্কর ইসুফ তার মাথায় ল্যাবেণ্ডার জল দেয় বুড়ো ইসুফের কথা ভাবি এই একই নেশার ঘোরে সে বেরিয়েছিল বাড়ী ছেড়ে· 'চাচার সাথে, ঝগড়া হয়েছিল বাবু তাই

না এলুম নক্‌রী কোরতে নইলে কিসের অভাব ছেল না বাবু।

কি বোল্‌বো এমনই বরাত—বছর বাদ দেশে ফিরে ঘরকে গেলুম বন্যায় সব ধুয়ে মুছে গেছে মা বুন, সব কোথায়, খোঁজ পাইনি। সে আজ দশ বছরের কথা—তোমার মত ছেলে ছিল একটা। সেও কোথায় গেছে ভেসে সেই থেকে এই চিরকালের বন্যা যেখানে ডাকে, এই দরিয়ায় কাম নিয়েছি।' বুড়োর চোখ বেয়ে টস্‌ টস্‌ কোরে জল গড়ায় তারই ওপর সে হেসে, বলে—'ডর কি, বাবু সাব! দো তিন রোজমে সব ঠিক হো জায়গা। খারাব মালুম হোনেসে, ইস্‌ফকো পুছো '

বুড়োর সাথে মেলে আমার

তার কথায় আমার চোখ জলে ভাসে। এক হাওয়া, এক মাটী, এক জলে মানুষ আমরা···তাই না এত টান! চলার নেশা দুজনেরই। দুজনে তাই কত সময় ভাবি—হাসি আর কাঁদি। আমি, ইস্‌ফ আর এই দরিয়া আমাদের জগতে চলার নেশা ছাড়া আর কিছুর স্থান নেই।

সিকদার ছিল ফাষ্ট ক্লাসে। ক'দিন ঝড় ঝাপটা খেয়ে, আমার কাছ পর্য্যন্ত চলে এসেছে এখন।

ছোট খাট প্রশ্নে তার, জাহাজের সকলে অস্থির হ'য়ে উঠেছিল··মুখে যেন খই ফুটছে। বললুম—'বাড়ী কোথায় তোমার ?'

—'ছিল বাংলাদেশে। মাদ্রাজ থেকে আপাততঃ রওনা। পোড়া জায়গা মশাই কথা বলে আঁড়ু আল্লুলু, মুড়ু··আর ফুল্‌ষ্টপ কমা নেই! বলি থাম বাপু, একটু দম নাও। তা' শুনবে না'····

মনে ভাবি বলি,—তোমারই বা কমা ফুলষ্টপের কি বালাই আছে! কিন্তু চুপ করে থাকি।

ইস্রুফ আমার খাবার নিয়ে এল এই সময়। সে নিজেই আমার জন্যে সারেঙ্গদের ঘর থেকে রেঁধে আন্‌তো। ঘি ভাত, ডাল, ডিম, আলুভাজা··ছেলেটী দেখলে, বল্‌লে··'দাদা, বেশ তো সংসার পেতেছো সমুদ্রের মাঝে··এসব পাও কোথায়? না দাদা, তোমার দলেই দেখি জুট্‌তে হচ্ছে।' হেসে বললুম 'না হে সিকদার, পহেলা নম্বরকা যাত্রী তুমি, তোমার আবার ভাবনা কি?'

—'আরে কি বল্‌বো দাদা, এমন ব্যবস্থা তোমার হাতে জানলে কি আর ওদিকে পা বাড়াই! একেবারে অভাগার খাদ্য দাদা।—মাছ, বলে কিনা বছর দুই টিনের ভেতর শুক্‌নো' প্রথম দিন মুখে দেওয়ার পর মনে হোলো অন্নপ্রাশনের ভাত শুদ্ধ বুঝি বা উঠে আসে!

একটু মুচ্‌কে হেসে বললুম 'সাহেব হোতে যাচ্ছ ভায়া, অভ্যাস ক'রে নাও··সেখানে আর ডাল ভাত কে রেঁধে দেবে?'

'হাস্‌ছো যে বড়, তুমিও কি দাদা পাবে নাকি? সত্যি, কি দুঃখেই না Galsworthy তার White Monkey তে ইংরেজকে উদ্দেশ কোরে লিখে গেছেন··যে এত হৈ চৈ, এত রাজনৈতিক ওলট পালট—কই বাবা, ভাল কোরে রেঁধে খেতে শেখার একটু ব্যবস্থা করো দেখি! দেখো দাদা, তুমি বিলেতে গিয়ে, একটা ভাল খাবারের আস্তানা ·এই রেস্তরাঁ খোলো। না, হোলে ভাই ওদেশে থাকা অসম্ভব।··

একশ'উনত্রিশ

সিকদারের ব্যাপার দেখে তো হেসে ফেললুম। বললুম 'চল্‌না, পরে দেখা যাবে, এখন তো এখানে খাও'··

মিনতির কথা আজ পড়ে যায় মনে····আর তার Hotel Metropole··

—রায়

একত্রিশ

ডাঙ্গায় পা দিলুম·· সাদার দেশে পৌঁছেচি আজ। বিকৃত মন বোধ হয় আমার, বিশেষ পরিবর্ত্তন তো চোখে পড়ে না। ধুতির যায়গায় পাৎলুন আর কাল'র যায়গায় কটা রঙ দেখতে পাচ্ছি। মার্সে বন্দরে ঢুকে 'গ্যাঙ্ওয়ে' দিয়ে নামবার পথে দেখলুম ঠোঁটের সিঁদুরের বা লিপ্‌ষ্টিক্‌এর ছড়াছড়ি। এটা একটা নতুন জিনিষ, আমাদের

অনভ্যস্ত চোখে। অল্প সময়ে সহরটা একবার পাক খেয়ে নেওয়ার লোভ সম্বরণ করা, এ ভবঘুরের পক্ষে অসম্ভব ··· প্রথমেই ঢুকলাম একটা Cathedralএ ··সমুদ্রের ধারে চমৎকার পাথরের গির্জ্জা, ভেতরটা অদ্ভুত গাম্ভির্য্যে ভরা

চারিদিকে বাতি জ্বলছে, মাঝখানে সোণার মেরী মূর্ত্তি।

এরই কাছে আছে একটা জিনিষ, যা এই বিদেশের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা ঘনিযে তোলায সাহায্য করেছিল, সেটা হ'চ্ছে মহাযুদ্ধের স্মৃতিফলক। এর সব ওপরে খোদাই করা ভারতের নাম। এখান থেকে সহরের ভেতর দিয়ে ঘুরে ফিরে যখন চলছি, দেখলুম কোন কোন পল্লীতে, এমন পাথরের উঁচু নীচু রাস্তা, আর এত অলি গলি,—যে তার ময়লা ও অন্ধকার আর পাশের বাড়ীগুলোর অসূর্য্যম্পশ্যা অবস্থা অনেকটা আমাদের কাশীর গঙ্গাতীরের সহরের সঙ্গে মিল খায়। ভিখারীর সংখ্যাও বিশেষ কম নয়। দেশটা বাইরে থেকে যুদ্ধের, ও পাছে আবার যুদ্ধ হয় তার ভারে বেশ একটু ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। এতদিনের দরিয়ায ব্যবধান আজ যেখানে এনে উপস্থিত কোরেছে, সেখানে রঙের দিক ছাড়া আর কোনও নূতনত্বের সন্ধান এখনও আমার খেয়ালী মন পায়নি। আমি রওনা হলুম ট্রেনে লণ্ডনের পথে—

—রায়

একশ'বত্রিশ

'ভিক্টোরিয়ায়' নেমেই বুলার সঙ্গে দেখা· বল্‌লে প্রথমেই 'কি রে, বন্ধুরা সব নিশ্চয়ই তোর ব্যাপারে curious হ'য়ে উঠেছে দেশে, না ?' ··আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। বুলা কি জানে না কি ! অলকা তা'হলে ওকে লিখেছে। উত্তর দিলুম··'মানে ? ঠিক বুঝ্‌ছি না তোমার কথা।'··বুলা বল্‌লে 'চ' বাড়ী গিয়ে আগে ঠাণ্ডা হ'য়ে বসি। পরে গল্প করা যাবে··'

দশমিনিটের পথ, মোটরে অবশ্য। Shepherd's Bushএ 'গোম্‌ও ষ্টুডিয়োর' কাছেই বাড়ী। একটী ইঙ্গ-রুষ পরিবারে বুলা থাকে দোতলায়· তেতালায় একখানি ঘরে আমার ব্যবস্থা করেছিল কয়েকদিনের জন্যে। বিদেশে এই বুলাই হোল আমার পথ প্রদর্শক··আপাততঃ। বিশ্রাম কোরে সেই দিনই বিকেলে বুলা আমায় নিয়ে বেরুল বেড়াতে····

হাইড পার্কে একটা বেঞ্চে ব'সে কথা আরম্ভ হোলো··সে বল্‌লে 'এলি যে, করবি কি এখানে ? ··বললুম 'সবে ত পা দিয়েছি, আজ রাতে ভাববো।'

মুসাফির~

সে বল্‌লে—

'দেখ্‌, এ দেশটার ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। ভাবুকের মন নিয়ে দিন কাটাস যদি, তো তার কুলতো পাবিই না, মুস্কিলে পড়বি যথেষ্ট। আচ্ছা এই, একটা কথা বলি। জানিস্‌ তো দিদি মাসখানেকের ভেতর এখানে আস্‌ছেন ?· · ·

বুলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে। বললুম, 'হাঁ, এইমাত্র তো জানলুম। কি কোরবেন এখানে এসে ?'

বুলা আমার দিকে ঘুরে বস্‌লো · দৃঢস্বরে বল্‌লে, 'এলে পর কি কোরবেন জানি না, তবে যতদূর জানি, তাতে তোমার সঙ্গে আর মেশামিশি কোরতে না দেওয়াটা যে আমার ওপর পড়ছে, সেইটুকুই'· · · ·

সপাং কোরে চাবুকের ঘা খেলে লোকের যে অবস্থা হয় আমার ঠিক তাই হোল · · ·যা বল্‌তে

যাচ্ছিলুম গলায় গেল আটকে, বিশ্রীভাবে বেরিয়ে এল 'লজ্জা করে না? তোর না দিদি!

বুলা কথাটা কেড়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে 'ঠিক সেই জন্যেই।'—কারুর মুখ দিয়ে আর কোন কথা ফুটলো না। বিদেশে প্রথম দিনেই আমরা উভয়ের মধ্যে একটা বাধার পাঁচিল তুলে ফেললাম।

ফিরলাম যখন, রাত তখন অনেক হয়েছে····বাড়ীতে ফিরে এলাম আমরা যেন সম্পূর্ণ দুটী অজানা, অচেনা লোক। দুজনের মনের ভেতরটায় তখন কত বছরের, কত জায়গার, কত রকমের চিন্তা যে তোলপাড় করছিল, তার ইয়ত্তা ছিল না····

সিঁড়ির ওপরে উঠেই করিডরের সামনে দেখি বাথরুম থেকে নাইট-গাউন-জড়িত অবস্থায় এক অর্দ্ধবিবসনা নারী··· একমাথা ভিজে চুল টাওয়েল দিয়ে মুছ্তে মুছ্তে বেরুচ্ছে · · ডানহাতে জলশুদ্ধ স্কার্ফখানা তার

গলা পর্য্যন্ত উচুঁ কোরে ধরা, বুকের প্রস্ফুট কুসুমযুগল উদ্যত
হ'য়ে আছে রূঢ় নিষেধের মত—

আমরা দুজনেই দুজনের দিকে
খানিক স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম ···বিদেশিনী সুন্দরীকে মাথা
নুইয়ে 'গুড্ নাইট' বলে নিজের ঘরের দিকে চললুম এগিয়ে।··
সেও উত্তর দিলে, ভাষাটা কিন্তু অন্য, অথচ জানা জানা মনে
হোল·· পরে জেনেছিলুম, জার্ম্মান। মুখে একটা বিস্ময়ের
আকুলভাব নিয়ে সে আমার দিকে চাইতে চাইতেই অপরদিকে
ঘরে ঢুকল·· 'লকারের' আওয়াজে বুঝলাম দরজাটা সে
বেশ কোরে বন্ধ ক'রেই দিয়েছে।

মনে মনে হাসলুম··· ভাবতে
লাগলুম কিন্তু বহুক্ষণ ধরে, সেই নামহীনা অপরিচিতার কথা
· আমার ঘরের আলোটা পর্য্যন্ত নেভাইনি সে রাতে····
তার প্রোজ্জ্বলধারা ছিটিয়ে পড়ছিল 'স্যাশ' দিয়ে, তারই ঘরের
ভিতর হয়তো তারই অঙ্গ বেয়ে ভেসে যাচ্ছে, তার কানে
কানে সুর মিলিয়ে বল্ছে হয়তো জাগো, জাগো, সুন্দরি!

~রায়

বাইরে ঝড় উঠ্‌লো····সারারাত ধরে' জানলার ওপর অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় তাদের অজানা স্বরের গান শুনেছি··মনে মনে চলে গেছি কত··দূরে, ওরই সাথে কৌতূহলী মন চায় জান্‌তে, কোথা ওর দেশ·· কি নাম··ওর সঙ্গে মিতালী পাতালে বেশ হয়। পরদিন সকালে ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে ওর ঘরের লকারের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলুম 'করিডরে'··তার সঙ্গে দেখা। ভেবে চিন্তে জার্ম্মান ভাষায় বললুম, 'গুটেন মরগেন' (সুপ্রভাত) ·সে চম্‌কে উঠ্‌লো, তার মুখ দিয়ে অস্পষ্টভাবে কয়েকটা কি কথা বেরিয়ে এল বোঝা গেল না। মনের বেদনা যখন গভীর হয়, তখন সে ভাষা না পেয়ে যায় নির্ব্বাক হয়ে। তার টানাটানা চোখে কৌতুকমাখা চটুলতা, একমাথা ঘন নিবিড় কালো চুল, চিবুকের গঠনে শ্লাভোনিক আন্তরিকতা। ভাবি এ কি রাশিয়ান্ তরুণী ?··

মন প্রশ্ন করে নাম কি··জিজ্ঞাসা করলুম জার্ম্মানে··

উত্তর আসে ভাঙ্গা জার্ম্মান ভাঙ্গা রাশিয়ানে, বোঝাই যায় না। তার গলায় রাঙা

টকটকে এক মাফলার, বুকের মাঝখানে চেরী ফুলের স্তবক। সে একেবারে তৈরী হয়ে বেরুচ্ছে কাজে বোধ হয়। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা কি আর এত শীঘ্র হয়? মুখ ফুটে তাকে বলতেই পারি না—ওগো, তুমি কে?

চায়ের ঘরে এসে আবার দেখা। সেইখানে জানলুম, তার নাম সোনিয়া আন্দ্রেঁয়িভনা। সকলে 'সোনিয়া', আর অতি অন্তরঙ্গ যাবা তারা 'সোনি' বলে' ডাকে। জাতে রাশিয়ান, বাড়ী মস্কাউ শহরের কাছাকাছি এক পল্লী'তে। তার ভাই পড়ে গ্লাসগো-তে, আর সে করে লণ্ডনের এক রুষ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানের কাজ। চোখের চাউনি আর হাতের পেলবতা দেখলে শিল্পী মনের আভাস পাওয়া যায়। হাতের আঙ্গুলগুলি সুপুষ্ট, নখের গড়ন সূচ্যগ্র। কথায় কথায় সে হাতেব আঙ্গুল ঘুরিয়ে অজ্ঞাত ভাষায় ব্যক্ত ভাবটী বেশ সুগৃহিনীর মত বায়ু-মণ্ডলে এঁকে এঁকে বুঝিয়ে দেয। মুখে হাসিটী লেগেই আছে,—যেন ঝরণার অবিশ্রান্ত ধারা। চা'র টেবিলে লক্ষ্য করলুম সে দুগ্ধহীন ষ্ট্রং টি' পান করলে। জানালার বাহিরে

ল্যাণ্ড্লেডীর ক্যানারি পাখীরা তাদেরই ভাষায় গান ধরেছে, আর আমাদের দুজনের কাঁটা চাম্চের টুং-টাং শব্দ। —এ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই—

সমস্ত বাড়ীটা সকাল সাড়ে আটটাতেও ঘুমে আচ্ছন্ন। বুলাও ঘুমুচ্ছে দোতালায়····

ভাষার বিভ্রাট আমাদের এই দুটী প্রাণীর মাঝখানে পর্ব্বতের আড়াল তুলে দিয়েচে। তাকে ইংরেজীতে জিগ্যেস করি, 'নাম কি তোমার?' সে হাসে, আর বলে—ইয়া! তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলি, 'এটাকে কি বলে?' সে হেসে কুটী—কুটী! নিজের বুকে হাত রেখে বলে 'ও—আমি' সোনিয়া—সোনি—আঁদ্রেয়িভ্না।' জার্ম্মান কিছু বুঝি তাই রক্ষে—সোনিয়ার আহ্লাদ ভাব আমাকে মাতিয়ে তোলে··মনে করিয়ে দেয় একটী সুন্দর পরিষ্কার পল্লী। বেড়া-দেওয়া একটি ছোট বাংলোর মত বাড়ী। সেইখানে তার বুড়ো বাবা মোটা ওভারকোট প'রে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে

একশ'উনচল্লিশ

চাষবাসের সম্বন্ধে কথা কইছে, তার মা তার ছোট বোনের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে. মেয়েদের স্কুলে যাবার প্রয়োজন আছে কি না ! তার ছোট বোনের বয়েস আঠারো, তার ছবিখানি সে আমায় দেখিয়েছিল, ঠিক তারই মত দেখতে, তবে আরও সুন্দর। রাত্রের অন্ধকারে বুঝতে পারিনি, এখন কাছে আসায় দেখলুম যে সোনিয়া যে-কোন শিল্পীর শ্রেষ্ঠ 'মডেল' হতে পারে ̇ ̇ । কিন্তু বিপুল কেশরাশ সেই মুখটাকে পাতার মধ্যে ফুলের মত ঘিরে আছে।

ভাঙ্গা জার্ম্মাণ ও আকারে ইঙ্গিতে

একটু একটু করে আমাদের মধ্যে অনেক কথা হলো, অবিশ্যি প্রথম পরিচয়ে যতদুর হওয়া সম্ভব। সোনিয়া এবার হাত-ঘড়ির দিকে চেয়েই উঠে দাঁড়ালো, বললে, 'আউফ্ ভিডারসেহেন্' (আবার দেখা হবে) আমিও বেরুলুম কাজের খোঁজে ̇ ̇

একশ'চল্লিশ

নানা যায়গায় ঘুরে এই প্রকাণ্ড লণ্ডন সহরটা একরকম তোলপাড় করেই ফেলেছি, কোথাও একটা চাকরী পাবার চেষ্টায়। শেষে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা কাজও গেল জুটে। মাহিনে আড়াই পাউণ্ড সপ্তাহে। দেশে থাকতে 'ছবির' সম্বন্ধে অনেক গবেষণা, আলোচনা, তর্ক বিতর্ক করা গিছ্‌ল, আর আজ হাতে-

নাতে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে বিশেষতঃ এই ঠেক খাওয়া অবস্থায়··· নিজেকে ধন্য মনে করলুম। ছবির বৈজ্ঞানিক অংশ জানবার মাল-মশলা জোগাড়ের জন্যে · Foyles এর ওখান থেকে কতকগুলো বই কিনে বাসায় ফিরলাম····

দিন দুই পরে আবার টি-পার্টিতে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা। হাতে দেখি ইংরাজী-জার্ম্মান্ কথাবার্ত্তার একখানি বই। ভারী আনন্দ হোল··সোনিয়া তাহ'লে আমার সঙ্গে ভাব করতে চায়? সত্যি, আজ তার কথাবার্ত্তায় আন্তরিকতা যেন বেড়েছে ··ভাবও অনেকটা পরিষ্কার। যেখানে ভাষার দূরত্ব, সেখানে অঙ্গভঙ্গী সে অংশটুকু বুঝিয়ে দেয়। আমি আজ তাকে আরও নিকটে দেখলুম ও পেলুম। তার পায়ে আজ মোজা নেই—তার পায়ের গঠন দেখলে মনে হয় যেন পাথর কেটে কোন শিল্পী তা গড়েছে—সুঠাম সুন্দর ও নিখুঁত। একটী মৃদু গন্ধের আমেজ আসছে তার দেহ হতে,—যেন সুদূরের স্বপ্ন দুপুরের ঘুমের সঙ্গে ধীরে ধীরে মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছে। আজ সে

অনেক ফুল এনেছে টেবিলে—ক্রাইসেনথিমম স্তবক, তার বুকের মতই সুন্দর।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাকে জিগ্যেস করলুম, 'ছবি দেখতে ভাল লাগে সোনিয়া?' সোনিয়ার প্রাণমাতানো হাসি, সেই হাসির প্রবল বন্যায় সব ভাসিযে নিযে যায়। সোনিয়া জার্ম্মান-ইংরাজী মিশিয়ে জানালে যে 'পিক্‌চাস্‌' তার ভাল লাগেনা, সে গাঁযের মেয়ে, খোলা যায়গায সে মানুষ হয়েছে বন-হরিণীর মত। বায়োস্কোপের বন্ধ বাড়ীতে তার নিশ্বাস আসে বন্ধ হ'য়ে। মাঠে ঘাটে গান গেয়ে··এ্যাকর্ডিয়ো (হাত-হার্ম্মোনিযম) বাজিয়ে বেড়াতে তার ভাল লাগে··

বললুম, 'সোনিয়া, চল আজ বিকেলে আমরা 'মার্ব্বল আর্চ্চ রিগ্যালে' যাই। সেখানে তোমার দেশেরই একখানি ছবির ট্রেড-শো হবে। বুঝলে? সে ছবি বোধ হয় সাধারণে দেখাতে দেবেনা। আমি অফিস থেকে admit আন্‌বো··যাবে?'

মুসাফির~

একশ'তেতাল্লিশ

আমার এই সাদর সম্ভাষণে সোনিয়া একটু বিহ্বল হ'য়ে পড়ল। তার স্বভাবসিদ্ধ আঙুল নাড়ার ভঙ্গী ক'রে সে জানালে—'দ্যাঙ্কে শুইন (মাপ কর, বন্ধু)। বললুম শোনো, শোনো, আমাদের দেশে অনুরোধে লোকে অনেক কিছু করে থাকে। আর ছবি দেখার আনন্দ —অর্থাৎ দুজনে—তোমার ভাল লাগবেনা?'

···'দেখি যদি ছুটি পাই। বন্ধু, তোমার নামটী কি তাতো আমায় বললে না?' বলে সোনি হেসে ফেল্‌লে।

'আমার নাম? যদি না বলি?'

সোনিয়া অপ্রস্তুত হযে পড়লো। তার চোখে ভীরুতার ভাব ফুটে উঠলে তাকে আরও সুন্দর দেখায়। হয়ত তার বয়েস বাইশ কি তেইশ,—কিন্তু সে মনে মনে এখনও খুব ছোট। যেন সুন্দর লতায় মুকুল বিকশিত হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যায় দক্ষিণ বাতাসে সেই নব মুকুল একেবারে পুষ্পিত হ'য়ে উঠবে। এর অঙ্গ ঘিরে আছে বসন্তের মৃদু জাগরণ, কিন্তু এর চঞ্চলতা

আর আনন্দ একে যেন শীঘ্রই জাগিয়ে তুলবে। সোনিয়ার ঠোঁটে মাখা আছে শ্লাভজাতের সহজ সরলতা, তাতে একটুও ছলনা নেই। এরা যাকে ভালবাসে, তাকে দেহে-মনে আত্মসমর্পণ করে—বাঙ্গালী বধূর মত নয়, সমান—ধর্ম্মা বন্ধুর মত। সোনিয়ার সঙ্গে কথা কইতে কইতে তাকে 'ষ্টাডি' করে যাচ্ছিলুম ছবির মত। একে পিকচার গ্যালারীতে সাজিয়ে রাখলেও চলত। অনেক আর্টিষ্টই হয়তো এর আলো-ছায়ার বিকাশ ধরতে পারতো না। এ যেন মূর্ত্তিমতী প্রহেলিকা, উত্তরের সুদূর দেশ থেকে ভেসে এসেছে একটা প্রশ্নের মত।

সোনিয়া রাজী হ'লো। 'নাম জানতে চেয়েছিলে সোনি? নাম··জয়··ইংরিজিতে আনন্দ আর আমার ভাষায় বোঝায় জেতা অর্থাৎ উভয়তঃ জেতার আনন্দ। তারচেয়ে আমাকে বন্ধু বলেই ডেকো। আজ হতে আমি তোমার বন্ধু।'

সোনিয়া একটু হেসে চলে গেল নিজের ঘরে।

মুসাফির~

একশ'পঁয়তাল্লিশ

বিকেলে সোফায় পড়ে' একখানা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছি অন্যমনে, এমন সময় দরজায় আস্তে ঠক্ ঠক্ কোরে শব্দ হোল। খুলে দেখি—সোনিয়া। সোনিয়া যখন চলা-ফেরা করে, তখন একটা অন্তর্চেতনার মণ্ডল নিয়ে চলে, সেকালের ইয়োরোপের সন্ন্যাসিনীদের মত। এই মণ্ডলে একবার এসে পড়লে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। ঘরে ঢুকেই সোনিয়া জিজ্ঞাসা করলে 'ফেরটিক্' (তৈরি ত)?



····কিছুক্ষণ পরেই রাস্তায়। সোনিয়া আজ থেকে আমার বান্ধবী।····সে আমার পাশেই চলেছে—আজ এইটুকুই আমার কাছে মস্ত বড সত্য। তার বুকের চেরী-ফুল মধুর হয়ে উঠেছে, তার টানা চোখে আছে মদের নেশা, তার নিবিড় কেশ আমার অঙ্গ স্পর্শ করছে, তার দীর্ঘাগ্র অঙ্গুলি যেন অদ্ভুত বাক্‌শক্তি পেয়েছিল····আমরা পরস্পরের কথা আজ বেশ বুঝতে পারছি। সত্যিকারের পরিচয় ভাষার নিগড় মানে না—এক

একশ'ছেচল্লিশ

জলধারা আর এক জলধারার সঙ্গে মেশবার সময় এক মুহূর্ত্তও ভেবে দেখে না—কোনটা কালো আর কোনটা ভাল।

.

দুজনে চলেছি··কথা নেই, বার্ত্তা নেই, উপায়ও নেই। সে মেয়ে আর আমি ছেলে। রূপকথার রাজপুরীর গল্প মনে পড়ে যায়··পাশে নদী যায় ব'য়ে, তার ধার দিয়ে সোজা ঘন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে চলে। সন্ধ্যে হ'য়ে গেলেও, না আছে আলো পথ দেখাবার, না দেখা যায় কোন মানুষ। প্রথমটা বড ভয় লাগে, সোনিয়া আমার বাঁ হাতখানা জড়িয়ে চেপে ধরেছিল। কিসের জন্য, ভয়ে না ভাবে? মনে পড়ে, অদূরেই নদীর অপর পার থেকে একটু গেলেই তো বৈদ্যুতিক রেলের ঘড়ঘড়ানি, মাথার ওপর এরোপ্লেনের রাগের গোঁঙানি, মোটরের হুটারের শব্দ, আর একটা বিপুল জনস্রোতের আওয়াজ শোনা যাবে··সে আর এক ভাব। নদীর এপারে স্বপ্নপুরী আর ওপারে প'ড়ে যন্ত্রপুরী! মাঝে আছে সে··অনন্তকাল ধরে নিজের কলকণ্ঠের কল্লোলে নিজেকে মাতিয়ে, ভাসিয়ে, সাগরের অসীমের মধ্যে মিলিয়ে

নিয়ে চলেছে—তাকে যন্ত্রও বাঁধে নি, স্বপ্নের মোহেও সে পড়ে নি। একলা চলার অসহ্য সুখে সে দিনরাত ছট্‌ফট্ কোরে চঞ্চল ঢেউয়ের সাথে চির-মিতালি পাতিয়েছে। স্বপ্নপুরীতে এসে সে রাতে ভারতকে যেন ফিরে পেলুম।—ভাঙ্গা জার্ম্মানে সোনিয়াকে বল্‌লুম 'দেশের কথা মনে পড়ছে সোনিয়া? তোমরা যন্ত্রপুরীর ভাবে, ঘোরে, ডুবে থাক। তোমাদের রক্তের চঞ্চলতায় তারই আভাষ সর্ব্বদা প্রকাশ পায়··আমরা স্বপ্ন-পুরীর অলসতা, জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকি··কি মনে হয় জানো সোনিয়া? তুমি যে এই তরণী বেয়ে চলে যাচ্ছ ·আর এই স্বপ্নপুরীর মাঝে, একা আমি বিদেশী, যেন চেয়ে আছি জীর্ণ ভাঙ্গা পুরাতনের এক স্মৃতিতীর্থের দিকে। নদীর কলকণ্ঠের সুরে যেখানে মাঝে মাঝে বেসুরো তান বেজে উঠ্‌ছে ·মন আমার বলে ওঠে—

"হ্যাঁগো, এ কাদের দেশে
বিদেশে নামিনু এসে"
(হেথায়) নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন শয়নে
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে··"।

—রায়

সোনিয়া আমার কোলে মাথা রেখে ঘাসের ওপর শুয়ে নীল আকাশের জ্যোৎস্নার খেলা দেখ্ছিল সাদা মেঘের সাথে। দূরে কিসের একটা ঘণ্টার আওয়াজ শুনে মনে মনে দেশের সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টার কথা ভাবছি····

হঠাৎ সোনিয়া তার বাহুদুটো দিয়ে লতার মত আমার গলাটা জড়িয়ে মুখখানী আমার মুখের কাছে এনে, অতি সন্তর্পণে তার সিঁদুরে ঠোঁট দুটো আস্তে আস্তে আমার ঠোঁট দুটোর ওপর চেপে ধরলে··তার যৌবনোস্ফুট বক্ষদ্বয় আমার বুক স্পর্শ ক'রে নাচ্ছিল····

অস্ফুটস্বরে শুধু বেরিয়ে এল 'সোন্-ইয়া!'···সমস্ত শরীরটা পরক্ষণেই যেন টুক্রো টুক্রো হ'য়ে ভেঙ্গে পড়লো··আমি আব সোনিয়া··এ জগৎ থেকে যেন লুপ্ত হয়ে গেছি··

রাত বারোটার একটা বিকট হুইস্ল্ বেজে উঠলো··ধড়মড়িয়ে দুজনে উঠে পড়লুম্। সোনিয়ার

চুলগুলো এলোমেলো, বসন বিস্রস্ত, দুষ্টুমীর হাসি হেসে আমার ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে। মানেটা 'হারিয়েছি তো, কেমন ?…'

কচি মেয়ের মত লাফিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে একরকম ব'য়ে নিয়েই সে চল্‌লো। ভাঙ্গা জার্ম্মানে বল্‌লো হেসে· "এই বিদেশী, রাগ করলে না তো ?·· তোমায় ভারী ভাল লাগে, মনে হয় পিশে ফেলে দিই ·'

হেসে বলি 'সর্ব্বনাশি। বলো কি ? '

সমস্ত দেহ বেয়ে তার খুসী যেন উপ্‌ছে পড়ছিল।

বুলা ও আমার মধ্যের ছাড়া-ছাড়িটা ক্রমে বেড়েই চললো— দিনে বেরিয়ে যেতুম ষ্টুডিয়োর কাজে আর সন্ধ্যার সঙ্গিনী সোনিয়া··একমাত্র রাতে খাবার টেবিলে যা' দেখা হওয়ার সম্ভাবনা, সেটাও ঠিক তখন ভেবে দেখিনি, পরে বুঝেছিলুম, বুলাই এমন সময়ে অসময়ে খেয়ে নেবার ব্যবস্থা ক'রেছিল যে আমার সাথে একরকম তার

দেখাই হোত না। এক সপ্তাহও কাটল না, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এসে শুনলাম Landlady'র কাছে—বুলা সেদিন থেকে বিদায় নিয়েছে, বাসা নিয়েছে যেখানে তার ঠিকানা দিয়ে যায় নি। আমি বিশেষ আগ্রহও দেখালুম না। সোজা পোষাক ছাড়তে ওপরে ঘরে চলে গেলুম,··ঢুকেই অবাক্ হলুম স্যুটকেশটা খোলা দেখে। যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই অলকার চিঠিগুলি সব বুলা সরিয়ে নিয়ে গেছে। কেবল তার একটা ছোট ফটো, সেটাকে রেখে গেছে ওপরের দিকে সামনেই। মনটা বিরক্তিতে ভ'রে গেল, বুলার এই অভদ্র ব্যবহারে। ভাবতে চেষ্টা করলুম এর ভেতর অলকার বাড়ীর হাত আছে কি না··থাকাই সম্ভব। কিন্তু সে ভেবে আর লাভও নেই ভাববার সময়ও নেই··আমার দেরী দেখে সোনিয়া অসহিষ্ণু হয়ে উঠে ঘরে এসে ঢুক্‌লো · ·'কি জয়! কন্‌রাডের বাড়ীর দূরত্বটার ধারণা আছে কি? আমাদের জন্য বেচারীকে না খাইয়ে বসিয়ে রাখাটা ভাল দেখাবে না'·· ·

· 'চল, সোনি, আমি প্রস্তুত'····

স্বরটায় সোনিয়া উঠলো চমকে। জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার

দিকে চাইল নিজেকে আমি সাম্‌লে নিলুম। উঠে গিয়ে সুটকেশটা বন্ধ কোরে বললুম 'কিছু না, চল। কতকগুলো চিঠি কে যেন সরিয়েছে!'

'কি রকম? এমন তো কখনও শুনিনি?' ব্যাপারটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য বল্‌লাম 'যাক্ সোনি, ও ভেবে লাভ নেই। চল, আজকের এমন রাতটা আর মাটী করা হবে না। জানতো কালই আমায় বার্লিন ছুট্‌তে হবে অফিসের কাজে। দেখা হবে না মাসখানেক।'

'বল কি জয়! একমাস! আগে বলনি কেন? এমন জান্‌লে ছোঃ, কন্‌রাডের বাড়ীতে আজ সময় নষ্ট করতে কে যেত?····'সত্যি, বল্‌ছি, তুমি' ·সোনিয়ার গলার স্বর ভারী হ'য়ে এল। একি এরাও কাঁদতে পারে··। তাও একটা কালো বিদেশীর জন্যে।

বিছানাটার কোনটায় সোনিয়া ব'সে পডলো—বল্‌লে 'জয়, তুমি আসার আগে পর্য্যন্ত আমার জীবন কি ছিল, তা তুমি ধারণা কোরতে পারবেনা। তুমি এখন জানো যে তোমায় আমার অদেয় কিছু নেই।

তবে আমি আর 'We liveas we dream—alone' এ ভাবে জীবন কাটাতে পারবো না। ''আমি কি মনে ভেবেছি জান জয়! তোমাকে ভিয়েনায় নিয়ে যাব আমার বাবার কাছে। তোমার ফিল্‌মের কাজের সুবিধা হবে। আমাকেও তাহ'লে তোমার সঙ্গ ছাড়া হ'তে হয় না'।

গম্ভীর হবার ইচ্ছা থাক্‌লেও পারা গেল না। একটা হাসির ঠাট বজায় রেখে বললাম 'বেশ সোনা, তুমি যে দেখ্‌ছি, তোমার পথ একেবারে ছ'কে ফেলেছ। এ ভবঘুরেকে বাঁধাধরা পথ ছ'কে ফেলে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত দুঃসাহসের তোমার প্রশংসা কোরতে হয। কিন্তু আর তো এভাবে ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকা যায না, চল বেরিয়ে পড়ি—যেখানে হোক!'

সোনিয়া ক্ষুব্ধ হ'য়ে বল্‌লে 'যাও তোমার যেখানে খুসী। আমি রইলুম এখানে।' বলেই পা দুটী সে এমন ভাবে ছুড়্‌লে যে জুতোজোড়া খুলে গিয়ে একটা ঠেকল জানালার ওপরে আর একটা লাগল ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বে। আজও সে মোজা পরে নি। ধব্‌ধবে সাদা সুন্দর পা দুখানি তার খাটের ধারে ঝুলছিল। চমৎকার!—

আমি আস্তে আস্তে বিছানার ধারে এসে দাঁড়ালুম। সোনাকে··না তার জ্যান্ত শরীরটাকে দৃষ্টির ভেতর দিয়ে উপভোগ করছি। ··

আমাকে জয় করতে দেবার জন্যেই আমি প্রস্তুত হ'যে ছিলাম। ছেলেমানুষের মত তড়াক্ কোরে লাফিয়ে শার্টের কলারটা ধ'রে সে আমায় বিছানায় টেনে নিলে—'এইবার। আর কোথা যাও।'··আমি মোটেই বাধা দিলুম না সোনিয়া আমার মুখখানিকে দুহাতে চেপে ধরে চুম্বনে ভরিয়ে ফেললো ··আমার পা'থেকে মোজা দুটো হঠাৎ সে দিলে খুলে। তারপর পায়ে পা জড়িয়ে ··এক হাতের ওপর আমার মাথাটী রেখে, অপর হাত দিয়ে আমার চুলগুলি নিয়ে খেলা ক'রতে লাগল।

সোনিয়া আর কিছুই চায় না, বলে 'জয়, তোমাকে নিয়ে এই রকম খেলা কোরতে ভারী মজা!'

নিঃশব্দে কেটে যায় অনেকক্ষণ—

লণ্ডনের Twilight ফুরিয়ে আসছিল তার আলো তখন নিবে যাচ্ছে প্রায়। অন্ধকারটা হঠাৎ

কেমনতর এসে পড়ে এই সময়। আমাদেরও চমক ভেঙ্গে গেছে। মনে পড়ে গেল হঠাৎ, সোনিয়াঁর জুতো ইলেকট্রিকের আলোটা দিয়েছে শেষ কোরে। আধ অন্ধকার সম্পূর্ণ উপভোগ ক'রে নেওয়া গেছে, এখন ঘন আঁধারের মধ্যে মুখোমুখি হয়ে বেশীক্ষণ থেকে সমস্ত জিনিষটার মাধুর্য্য নষ্ট করার ইচ্ছা নেই। তার ঠোঁট থেকে ঠোঁট দুটো তুলে নিয়ে চুপি-চুপি বললুম 'সোনি, চলো, ডিনার বোধ হয় রেডি। খাওয়া শেষ কোরে একটু খোলা হাওয়ায় বেড়ান যাবে, কেমন ?'

~রায়

একশ'ছাপার

লণ্ডন ছেড়েচি মাত্র দিন তিনেক।

খুব অল্প সময় বটে, মনে হয় কিন্তু বহুকাল হোল। কাজের তাড়ায় জার্ম্মাণিতে এসে পড়েছিলুম। আড্ডা এখন ফ্রিড্রিস্ট্রাসের এক আফিসে। মনটা যখন হাঁপিয়ে ওঠে কাজের চাপে, তখন একটু স্বস্তির নিশ্বাস পেলেই মনে জেগে ওঠে যত রাজ্যের পুরোণো কথা। ফরাসী

দেশের কোন বিখ্যাত গন্ধের মৃদু আমেজের মত আমার মনে তখন পূর্ব্বের স্মৃতি-গন্ধ নিবিড় হ'য়ে ওঠে। আমি ভাবি সেই সহজ সুন্দর রুষ মেয়েটীর কথা।—আমার 'সোন্য়া' !—আজ আমায় এই নামের মোহ পেয়ে বসেছে। হোটেলের নিভৃত ঘরে ব'সে এই বিদেশিনীর কথা ভাবি—আমার মধ্যে সে তাকে মিলিয়ে নিতে চায়—কাল'য় সাদায় কি কখনও মেলে? সোনিয়া যেন সোনা, তাতে কলাই করার বিপদ আছে—চটা উঠে নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ। আচ্ছা এখনও কেন সোনিয়ার কোন খবর নেই? সে তো নিজে থেকেই কত কী বলেছিল! আসবার সময়.. কত অভিনয়ই করেছিল। আর আজও এক লাইন লিখ্‌তে পারল না? জগতটা দেখ্‌ছি নিতান্তই বন্ধুহীন!

অলকার কথা মনে পড়ে এই সময়, বেশ বেশী কোরেই—তার মায়াময় চাউনির জালে জড়িয়েছি কয়েক বছর থেকে··যখন সে ছিল পোষ্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্রী। দৃঢ় ওষ্ঠতলে যে আত্মনির্ভরতার অদম্য তেজ ছিল তা' আমার কাছে হার মেনেছিল, আমিও

হেরেছিলুম। এখন ভাবি, সে কি আমায় সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে গেল? তার হাতে লেখা কবিতা, তার মনের হাসি-কান্নার ঢেউ যে কাগজে লিপিবদ্ধ ছিল, তারই বোঝা ব'য়ে বেড়িয়েছি ও তাতেই ছিলাম খুসী। আজ তার থেকেও অব্যাহতি। বুলার কৃপায় একরকম সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হওয়াটা কেমন লাগে, তা উপলব্ধি করার সুযোগ পাওয়া গেছে।

খুব একচোট ফাঁকা হাসি হেসে নেওয়া গেল মনে মনে। কিসের জন্যে··কোথায় কি ভাবে যে মানুষ ছোটে! আমি হাসি— আরে, আমি না দুর্জ্জয়! সোনিয়ার কাছে যদিও নিজে শুধু 'জয়' টাই বজায় রেখেছি, তবু··সেই দূরের স্মৃতির ইঙ্গিত আমায় ইসারা কোরে ডাকে? কেন? 'বিয়ার হাউসে'র দিকে বেরিয়ে পড়লুম।·· আনমনে চলেছি। কিছুরই টান নেই বাধাও তো নেই কিছুর। পার্কের ধারে একটা 'কাফেতে' ঢুকে পড়লুম। চারিদিকে ফ্‌লের জোয়ার আর খুসির ঢেউ বইছে। এ জাতটা প্রাণ-খোলা হাসতে পারে··এদের জীবনযাত্রার ধরণেও বেশ হৃদ্যতা আছে·অতি কচ্‌লানো তেতো ভাবটার অভাব

এখানে যথেষ্ট। এক ডাবব বিয়ার নিয়ে ব'সে পড়লুম না ভেবেই এক চুমুক দিলুম 'যেন 'চিরেতা'র জল খাচ্ছি, হরি হরি! সাম্‌নেব দিকে চোখ্ পড়লো। দেখি একটা বেশ চট্‌পটে জার্ম্মান ছোক্‌রা আর একটা তারই সমবয়সী তরুণী আমায় লক্ষ্য কোরে কি যেন বলছে। আমি চাইতেই তাদের দিকে, ছোক্‌রাটী উঠে এগিয়ে এল আমার সাম্‌নে—প্রশ্ন কবলে 'হ্যালো, আপনার দেশ ?'

ছোক্‌রাটীকে এক ঝলক বেশ কোরে দেখে নিলুম। বয়স সাতাশ—আটাশ, নীল চোখে রাজ্যের দুরুহ প্রশ্ন ও কৌতূহল। ছোক্‌রাটীর সর্ব্বাঙ্গে চঞ্চলতা আর অসহিষ্ণুভাব যে কোন সময়েই যে কোন কাজে লাফিয়ে পড়ার শক্তি ও ইচ্ছা এর পুরো মাত্রায় বর্ত্তমান।

'হিন্দুস্থান থেকে আস্‌ছি। ফিল্‌মের কাজে আছি লণ্ডনে··তবে কবে যে কোথায় থাকি স্থিরতা নেই। আপনি কি করেন ? নাম ?' তার ভাষা জার্ম্মানেই কথা বললুম—

~রায়

ছোক্‌রা বললে 'আমি পাইলট্ (উড়িয়ে) নাম ম্যায়ার—আর ইনি (মেয়েটাকে লক্ষ্য ক'রে) আমার প্রদেশেরই এক পরিচিতা মেয়ে···মিউনিকের ছাত্রী। বেড়াতে এসেছেন এখানে।'

'জেল্‌মা' উঠে এল। আমি চেয়ারটা দিলুম এগিয়ে। বললুম 'বসুন, আপনাব বন্ধুর সঙ্গে আলাপ কর্‌ছি।'

মেয়েটী বল্‌লো 'আমাদের ভাষা জানেন দেখ্‌ছি। কতদিন আছেন এখানে?'

বললাম 'মাত্র তিনদিন। আগে শেখা ছিল।'

'আপনারা ভারী চমৎকার লোক। আপনাদের কথা আমি পড়েছি। আপনাদের দেশে যেতে খুব ইচ্ছে হয়। আমার বাড়ী জানেন? Beyreuth এ··'ওবেরামারগাউ'য়ের কথা শুনেছেন? টাউবেরের নাম?··

ক্রাইষ্টের পার্ট প্লে করেছিল, অপূর্ব্ব !' ··· ছোকরাটী তার কথার ওপর কথা ক'য়ে উঠ্‌লো। বলে উঠ্‌লো, 'হের্ (মিষ্টারের বদলে) জয়, আপনার হিন্দুস্থানের মেয়েদের কেমন দেখ্‌তে ? আচ্ছা, তারা নাকি ঘরের বাইরে বেরুতে পারে না ?' জেল্‌মা হেসে ফেল্‌লো, বললে 'তোমার কি তাতে ?'

আমি মনের ভেতর ক'সে মেজে উত্তরগুলো তৈরী ক'রে নিচ্ছি। জেল্‌মা ব'লে উঠলো 'আচ্ছা হের্ জয়, আপনাদের দেশে 'ফ্লাইং' হয় ? আপনার 'ফ্লাই' করার ইচ্ছে হয় না ?'

এতগুলো প্রশ্নের ব্যাটারির কাছে দাঁড়ানো শক্ত। ম্যায়ার ও জেল্‌মা যেন জীবন্ত প্রশ্ন। তাদের সঙ্গে অনেক আলাপ হোলো। ম্যায়ারের সঙ্গেই কথা হয় বেশী। জেল্‌মা মাঝে মাঝে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয়··তার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলছে, তা ঝল্‌সায় না, ধাঁধিয়ে দেয়।

বার্লিনের ওপরটা একবার উড়ে দেখবার জন্যে ম্যায়ার আমায় নেমন্তন্ন ক'রলে।

চারদিনের দিন, সোনিয়ার চিঠি পেলুম—লণ্ডন থেকে। ছোট চিঠিতে অনেক খবর,—এক কৌটা এসেন্সের মত। সে লিখেছে অশুদ্ধ ইংরাজীতে—

*　　　　　*　　　　　*

"জয়, তোমার ব্যাপার কি ? ক দিন মাত্র তো, তাও তোমায় ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। তোমার

দরজার কাছে ক্যানারি পাখীটা ডেকে ডেকে সারা হোল। তোমার সেই ভারতীয় বন্ধু একজন হিন্দু তরুণীকে সঙ্গে করে' তোমার সন্ধানে এসেছিল। মেয়েটীর চোখ দুটী খুব টানা, তার চাউনিতে আকাশের গভীরতা, আর মাথায় কালো চুল একরাশ। তাকে তুমি চেনো না কি?—দেখ জয়, আমার চুল রাঙ্গা, আমার চোখ অত টানা নয়,—তোমার কি ভাল লাগে না? আমি এম্‌বেসির দৌলতে আস্‌ছে সপ্তায় প্যারিসে যাচ্ছি উড়ে। তোমাকে দেখতে চাই ব'লেই ভারটা নিলুম—এসো নিশ্চয়। বাবার চিঠি পেয়েছি। ভিয়েনায় নেমন্তন্ন করেছেন তোমায়। ভুলো না জয়! প্যারিসে যেন দেখা পাই—

তোমার বিদেশিনী 'সোনা'

* * *

ম্যায়ারের সঙ্গে কথা ছিল আজ বার্লিনে উড়ো জাহাজের আড্ডাখানার মাঠ টেম্পলহয়েফ এ যাওয়ার। সে সব গুলিয়ে যাবার যোগাড় হল সোনিয়ার চিঠি পেয়ে। তার চিঠিতে কথিত ঐ যে বান্ধবী, সে যে

অলকা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার ওপর সোনিয়ার দেখছি নজর পড়েছে—মেয়েরা কি হিংসুক! বেশ হয়েছে! এতদিন পরে মনটা একটু খুসী হোল—আর এ একা নয়। কিন্তু বুলার অলকার সঙ্গে হঠাৎ আমার উদ্দেশে আসবার কারণ কি? ঝগড়া করার মতলব! কে জানে? না, বেরিয়ে পড়া যাক্…

টেম্পলহ্য়েফ-এ গিয়ে দেখি চারিদিকে ওড়বার ধূম পড়ে গেছে। এরোড্রোমের রেস্তরাঁর বারাণ্ডার কাছেই জেল্‌মা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল। শুনলাম ম্যায়ার একখানা 'ক্লেম' মেশিনে সবে ওপরে উঠেছে। Templehof—আশ্চর্য্য এই উড়োজাহাজের আড্ডাখানা! এখানকার আকাশ সর্ব্বদাই শব্দ-মুখর হ'য়ে থাকে· ইঞ্জিন, প্রপেলারের তাল, ছন্দ বজায় রেখে নেচে চলার যে গান, তার সুরের সমঝদার মাত্র এই বিমানবীরেরা। সমস্ত এরোড্রোমটার ওপর দিয়ে এই যে সুরের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে,

প্রত্যেক 'উড়িয়ে'র মনের তারে তা' আঘাত করে কোথাও বেসুরো বাজবার যো-টী নেই। প্রপেলারের ঘুর্ণী আমার শরীরে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি কোরলে এখানে এসে মরণের সঙ্গে খেলা কোরে বেড়ান'র জাত—এই বৈমানিকদের জীবনটার অভিনবত্বটুকুর সন্ধান পেলুম। কবে তার আস্বাদ পাবো তারই ভাবনায় পড়া গেল।

সোনালী চুলের গোছা দুলিয়ে জেল্‌মা এবার জিগেস করলে 'হেব্‌জয়, আপনি তা হ'লে ফ্লাইং শিখচেন।'

উত্তর দিলুম 'ভেবে দেখি। অবিশ্যি আমার আপত্তি নেই। তবে অন্য কারুর তো থাক্‌তে পারে।'

জেল্‌মা ঈষৎ হেসে বল্‌লে 'কার? আপনি বিবাহিত? না, প্রেমে পড়েছেন? আর তাতে আপত্তিই বা কি?'

বললুম 'এর কোনটাই আমার মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করার সঙ্গী হবার পথের বাধা নয় বাধা

হ'চ্ছে, বুড়ী মা। আমার কাকারা তো এ কাজ নিলে খুসীই হবেন··ভাবেন আমার আসল সময় বেশ ঘনিয়ে এসেছে। মা যে শুন্‌বে না।'

···'আপনার কি আর কেউ নেই?' জেল্‌মার চোখ তুটীর ওপর দৃষ্টি রেখে বললুম 'না, ছিল একজন সে সরে গেছে।' জেল্‌মা বুঝেও যেন বুঝলে না, চেয়েছিল জিজ্ঞাসুনেত্রে। বললুম তাই, 'প্রেমের কথা কইছিলে না? এই আকস্মিক তুর্ঘটনা, আমার জীবনে ঘ'টেই তো আজ তোমাদের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলে এনেছে। জান জেল্‌মা, আমার আর ফেরার পথ নেই। ভাবি কি জান, রাতের ঘনীভূত অন্ধকারে নর-নারী যদি পরস্পরকে চুম্বন বিনিময় কোরে দিনের আলোয় বিস্মৃত হ'তে পারে, তার চেয়ে কি বিস্ময়ের কিছু আছে? তবে এই সুদূর বিদেশে এসে এ ধারণার উভয় দিকই দেখ্‌ছি। সময় হোলে, বল্‌বো একদিন সে কথা। প্রেমাস্পদকে ছাড়তে আমায় হ'য়েছে বটে, তাতে তুঃখ নেই। কিন্তু এই যে জগতে আমায় বাস করতে হ'চ্ছে, তার রোমাঞ্চকর বৈচিত্র্য আর কোনদিন আমার চোখে স্বপ্নের মায়া-কাজল আঁকতে পারবে না।'

মুসাফির~

জেল্‌মা স্তব্ধ হ'য়ে আমার কথাগুলো শুন্‌ছিল। আমি থাম্‌তেও হঠাৎ সে কিছু কইতে পারলে না। শুধু বল্‌লে 'হের্‌ জয়, আপনার 'কাহিনী একদিন শুন্‌তেই হ'চ্ছে। কথাগুলো ভারী অদ্ভুত বলেন আপনি। ম্যায়ার হাসিমুখে এই সময় আমাদের পাশে এসে বস্‌লো। তার উজ্জ্বল মুখে বিশ্বভোলা আনন্দ। এত আনন্দ এরা পায় কোথা থেকে?

আমরা সবাই মিলে চা খাচ্চি, ম্যায়ারের দৃষ্টি কিন্তু রয়েছে আকাশের দিকে। অন্য সব বিমানবিহারীরা এক এক প্লেনে ওঠা-নামা করছে ক্ষিপ্রগতিতে। চারদিকে কর্ম্মপ্রেরণার সাড়া পড়ে গেছে। রৌদ্রের প্রখরতাও বেড়ে চলেছে, শীতের আমেজ ও কেটে আসছিল। আমি ম্যায়ারের হাতে হাত রেখে বললাম, 'দেখ, আমি তোমার ছাত্র হবো' আমি ফ্লাইং শিখবই।

সানন্দে সে আমার পিঠে এক ঘুসি মেরে বল্‌লে, 'বহুৎ আচ্ছা। এই ত চাই।'

~রায়

জেল্মা এবার একটু অন্য রকম হাসি হাসলে। পরে বল্লে 'ম্যায়ারের তাহ'লে দুজন ছাত্র হলো আজ। দেখা যাক্, কার ওপর তার দরদ বেশী।'

ম্যায়ার হো হো করে হেসে উত্তর দিলে, 'দেখচেন হেব্, মেয়েদের 'জেলসি' ? '

এয়ারোড্রোমের এই খোলা মাঠে প্রাণ খোলা আজ হাসি হাসতে পারলুম অনেক দিন পরে।

একশ'উনসত্তর

সোনিয়ার আহ্বান এড়িয়ে চলা অসম্ভব। সোনিয়া দেখছি সত্যিই মরে, আমায় ভালবেসে ফেলে। প্যারিসে যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগলুম—

"বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে"—

—রাম

·· প্যারিসে এসে পৌঁছুলুম যখন তখন বিকেল হয়ে গেছে। একেবারে ষ্টেশনের হোটেলে লাঞ্চ শেষ করে এয়ারোড্রোমে গিয়ে হাজির হলুম। যেখানেই যাই ভাষার বিভ্রাট আমায় বিভ্রান্ত ক'রে তোলে। ভেন্টার জল চাইতে গিয়ে 'ভাসেব্' কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তখনও জার্মানীর আমেজ মাথা থেকে কাটেনি। ওয়েটার-পুঙ্গবও এক গ্লাস 'ভিচি ওয়াটার' এনে হাজির! কি বিপদ! —'অ' (eau) কথাটা ভুলেই গিছলুম, নিগ্রহের একশেষ। কোনরকমে 'আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা' কাজ সেরে চলেছি ফাঁকি দিয়ে। মনে হয়, ভাষার পার্থক্য ভগবানেরই কারসাজি, সব দেশের লোকেই যদি এক ভাষায় কথা কইত, মানুষের মধ্যে রেষারিষি ও গণ্ডগোল তা'হলে বেড়ে যেত বেজায়। ভাষার ব্যবধান মানুষকে রক্ষা করেছে অনেক বিপদ থেকে।

নক্ষত্রবিদ্ যেমন উঁচুমুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, আমিও এয়ারোড্রোমে গিয়ে বিরাট্ বিমান জগতের দিকে চেয়ে আছি সোনিয়ার প্লেনের প্রত্যাশায়। আজ মনে হচ্ছে, আশায় বেঁচে থাকা কি সুখের। সেটা বোঝা

যায় তখন, যখন জানি যে আমার জন্যে আর একজন ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসছে দূর—দূরান্তর থেকে। সেই জানার মধ্যে কি অপূর্ব্ব সুখ, কি অসম্ভব তৃপ্তি! . যাকে চাই, তাকে পেলে যতখানি তৃপ্তি, তা বোধ স্থায়ী হয় না অনেকক্ষণ, কিন্তু পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে দিয়ে আশার আনন্দে যতক্ষণ কাটে ততক্ষণই মধুর।

এয়ারোড্রোমে হঠাৎ একটা নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। ফ্রেঞ্চ কর্ত্তারা দেখি সব ছুটোছুটি জুড়ে দিয়েছে। চারিদিকেই উত্তেজনা। ব্যাপার কি? দেখলুম সকলেই ছুটে চলেছে 'ওয়ারলেসের' কামরার দিকে। পরক্ষণেই ছু'খানা মোটরে বোঝাই হ'য়ে অফিসারেরা ছুটে বেরিয়ে পড়ল সহরের পথে। জিগ্যেস করি একজনকে 'ব্যাপার কি?' শুনি একখানি লণ্ডনের আরোহী-শুদ্ধ মেল-প্লেন যন্ত্রবিভ্রাটে কাছেই পাঁচ ছ' মাইল দূরে এক গাঁয়ে ভেঙ্গে পড়েছে।

আমাব মাথার ভেতর রক্ত চন্ মন্ ক'রে উঠল। ভাববার ক্ষমতা প্রায় শেষ হয়েই এসেছিল।

~রায়

আকাশের ধূসর রং চারদিকে ফুটে উঠল।····এ কি সোনিয়ার প্লেন ?

ওয়ারলেশ্ আফিসের ঘরে অসম্ভব ভিড। সেখানে একজন অফিসাব দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা ইংরাজীতে জানালেন যে একখানি প্লেন প্যাসেঞ্জার ও মেল নিয়ে লণ্ডন থেকে প্যারিসে আসবার পথে পাঁচ ছ' মাইল দূরে এঞ্জিনের গোলমালে ভেঙ্গে পড়েছে। যেখানে এই দারুণ বিভীষিকা ঘটেছে সেটা এক ছোট গ্রাম। পাইলট্ প্রাণ দিয়েছে প্লেনখানিকে বাঁচাতে গিয়ে। ·· জিগ্যেস করি সে প্লেনে কোন মেয়ে ছিল কি?—'সোনিযা' নাম ? হাঁ তিনটী মেয়ে ছিল, দু'জন মৃতকল্প অবস্থায়, নাম এখনও পাওয়া যায়নি। গাঁয়ের কাছেই একটী ছোট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঠিকানা ?—বলেই দিলেন -

তিনখানা ট্যাক্সি বোঝাই হয়ে আমরা ভয়সঙ্কুল মনে ছুটে চললুম হাঁসপাতালের দিকে। কারো মুখে কোন কথা নেই। একজন ফরাসী বুড়ি প্রায়

অর্দ্ধ অচেতনভাবে আমাদের গাড়ীতে উঠল, আর দুজন প্রৌঢ়া মেয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। হাঁসপাতালের দরজার কাছে এসে আমাদেব টাক্সি দাঁড়াল। গাঁয়ের লোকে ভিড় কোরে আছে খুব, আমার তখনও মাথার ঠিক ছিল না। রাস্তার ওপর সারি সারি খাট। নার্সেরা নির্ব্বাকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনটী মেয়ে-আরোহীকে আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে—জানলুম, সোনিয়া তাদের মধ্যে একজন।

বিদেশী আমি, ঘরের কাছে এগিয়ে যেতে বিশেষ আপত্তি হোল না। একজন ডাক্তার আমার কথাবার্ত্তা শুনে সাদবে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। হাঁ এই ঘবেই বোধ হয সোনিযা আছেন। এক মিনিট মঁশিযে,'' একটী হার্ট ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হচ্ছে, এক মিনিট—। আপনি তাঁব কে ?' নির্ব্বাক হ'যে গেছি তখন—আর কেউ তাই প্রশ্ন করলে না। নার্সটী বেরিয়ে এসে বল্‌লে, মহিলাটীর নাম আমরা জানতে পেরেছি তাঁর লাগেজ থেকে—সোনিয়া আঁদ্রেযিভনা। এইমাত্র জ্ঞান হযেছিল, খুব সামান্য। তিনি চোখও চেযেছিলেন একটু আগে, অতি কষ্টে একবার ডেকেছিলেন 'জোয়া' বলে—'

~রায়

আর অপেক্ষা কোরতে পারলুম না। ছুটে সেই ঘরটার ভেতর চলে এলুম। সাম্‌নেই চাঁদের মত পাণ্ডুর মুখে মরণের কালিমা দ্রুত নেমে আসছে ছায়ার মত। ভেতর থেকে একটা দারুণ টান উঠছে জীবনের শেষ বায়ু বেরিয়ে যাবার প্রবল চেষ্টায়। আমি তার হাতখানি নিয়ে আমার বুকের ওপর রাখলাম, তার মৃত্যু-বিবর্ণ ওষ্ঠযুগলে দীর্ঘ চুম্বন করার প্রচণ্ড ইচ্ছা হোল। তার মুখের ওপর থেকে ভিজে ভিজে চুলগুলি সরিয়ে দিলাম। দু'গাল বেয়ে আমার ঝর ঝর কোরে জল পড়তে লাগল। যে নার্সটী মাথায় আইস্‌-ব্যাগ দিচ্ছে, সেও আর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলনা, উঠে গেল খোলা জানলার কাছে, চেয়ে রইল সুদূর মাঠের পানে।

আমার সোনিয়া আমার কাছেই এসেছে—কিন্তু তার সেই ঝরণা-ভেঙ্গে-পড়া হাসি কই? তার মুখের বাণী কই? তার সেই উচ্ছ্বসিত আলাপ কই? বহু দূরের যাত্রী সে, এখনো তাকে অনেক দূর যেতে হবে আমি তার হিম-শীতল কপালে হাত রেখে কতক্ষণ বসেছিলাম জানিনা। সন্ধ্যার মসীজাল সাদা ঘরে ঢুকে এলো চোরের মত

ধীরে ধীরে। মাথার কাছে একটী ক্ষীণ ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল, সে যেন বলতে এলো—'ওগো শ্রান্ত দূর পথের যাত্রি, ভয় কি? এই ত এসেছি তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে, এসো আমাব হাত ধরো। পিছনে চেয়োনা আব, এই দেখ সামনের রাস্তা—এ পথ চলে গেছে মৃত্যুহীনের রাজ্যে, সেখানে তোমার জন্যে আছে বাগানভরা ফুল, শাখাভরা পাখী।'

নার্স আমায় হাত ধরে' বাইরে নিয়ে যেতে চায়। তার কাছ থেকে মনের মানসীকে আমার শেষ চুম্বন করার অনুমতি নিই—বরফের মত ঠাণ্ডা ঠোঁটদুটী 'সোনা'র, ভেতরটাকে আমার জ্বালিয়ে দিল। আর চাইতে পারলুম না, ত্রস্তভাবে মুখখানি ফিরিয়ে নিলুম সে মুখ কিন্তু আমার চোখের সামনেব পর্দ্দায় কাঁপছিল। 'সোনা,' 'তোমায় যে এখন অনেক দূর যেতে হবে, একলা, জ্ঞাতিহীন, বন্ধুহীন নির্ব্বান্ধবেব দেশে। নার্স, জানলা খুলে দাও সব। আকাশেব নীল আলো আসতে দাও, সাঁঝের বাতাস আসতে দাও, তারাগুলো আমার 'সোনা'র সুন্দর মুখখানি চিনে রাখুক।

—রায়

একশ'ছিয়াত্তর

নার্স আমার কথা রেখেছিল। সাদা আস্তরণে আকণ্ঠ আবৃত করে' সে আমায় বাইরে নিয়ে এল। সেখানে একখানি চেয়ারে আমি মাতালের মত বসে পড়লুম। আর আমার বুকের ভেতর থেকে কান্না আসছে না, চোখ ফেটে জল বেরুচ্চে না, আমি কেবলই ভাবছি,—এ কি! এর মাঝে কি কোন অজানা শক্তির কারসাজি আছে? আমার সংযম হার মানলো আমার বুদ্ধিশক্তি লোপ পেয়েছে, আমি অঝোরে কেঁদে ফেললুম। নার্স বললে, 'এ কি মঁসিয়ে? আপনি না পুরুষ মানুষ?'

মুসাফির~

একশ'সাতাত্তর

সোনিয়ার 'আটা-শে'র ভেতর থেকে পাওয়া গেল দুখানা চিঠি। একখানা তার বুড়ো বাপকে লেখা আর একখানা আমার উদ্দেশে অলকার চিঠি। সোনিয়া তার বাপকে আমার প্রতি ভালবাসার কথা জানিয়ে লিখেছে যে তার মন এক ভারতীয় হিন্দু চুরি কোরেছে·· তিনি যেন ফিরে পাবার চেষ্টা না করেন? ছোট্ট মিনতিভরা চিঠিখানি!····

~রায়

অলকার চিরকুটটিও পেলুম—পণ্ডিতিভাব। আমি যেন বিবাহ করে সুখী হই, আর যেন ভবঘুরের মত তার পিছনে না ছুটি। তার জীবনের গতি আলাদা। সে তার অপরিপক্ক মনকে ঠিক বুঝতে পারেনি। আমায় সে বন্ধুভাবে নিতে পারে, প্রণয়ীভাবে নয়। তারপর পুরুতের মত খানিকটা লেকচার··চিঠিখানা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে পথের ধূলায় লুটিয়ে দিলুম।

সোনিয়ার ভাই লিওনিড গ্লাসগো থেকে পরদিন সকালেই এসে পৌঁছুল। সে যখন ব্যাপার সব জানলে, তখন পাগলের মত কাঁদতে লাগল। আমরা দুজনে সোনিয়ার শেষ কাজ সমাপ্ত ক'রে যখন হোটেলে ফিরে এলুম, তখন বিকেল হয়ে গেছে। লিওনিড বাপকে এত শীঘ্র খবর দিতে রাজী হলোনা।

বললে, 'দেখুন, মিষ্টার জয়, আর আমার কিছু ভাল লাগছেনা। সোনিয়া ছিল আমার বুকের রক্ত। দুজন ভাই-বোনে মিলে আমরা বছর দুই ইংলণ্ডে এসেছি। আমাদের দেখাশোনা হোত খুবই কম, কিন্তু আমার ছোট

বোন ব'লে তাকে কতখানি যে ভালবাসতুম, তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। আপনি কি ইংলণ্ডে আর ফিরচেন না?'

'না, লিওনিড্ আমি চিরকেলে ভবঘুরে! মুসাফির মন আমার। হয়ত সোনিয়াই একে বাঁধতে পারত—তার ভালবাসার বাঁধনে। আজ সে বাঁধনের দায় থেকে আমায় মুক্ত ক'রে সে চলে গেছে। আমার কাজ হবে এখন এগিয়ে চলা—মোহের ফেরে পড়ে যে পথের পথিক না হ'য়ে ও, সে পথহারা হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলল—আজ হতে আমিও সে পথের পথিক।

লিওনিড্কে সন্ধ্যায় মেলট্রেণে তুলে দিলুম। তারপর পাড়ি দিলুম এরোপ্লেনের আড্ডাখানার পথে। রেলের চাকা অবিশ্রান্তগর্জ্জনে তখন ছুটে চলেছে. 'প্যুলমান কারে' আমি একা আরোহী। ধারাস্রাবী বৃষ্টির আঘাত পড়ছে কাচের জানলাগুলার ওপরে। আমি ভাবছি হরিশ খুড়োর কথা, মিনতির কথা, কাকাবাবুর কথা আব আমার

বুড়ী মা'র কথা। ম্যায়ারকে কথার ছলে বলেছিলুম, ফ্লাইং শিখবো—ঐ আমার 'সোনার' পথ! দুনিয়াশুদ্ধ আজ আমার চোখের কাছে ছায়ার মত ভেসে চলেছে,—আকাশে বজ্রের বিদ্যুৎ-বিকাশ, মনে উঠেছে ঝড়, মাথায় জেগেছে ঘূর্ণী। মন ভোলাবার ওষুধ আছে সঙ্গেই, সারা পথ সেই ওষুধে মনের যন্ত্রণাকে দাবিয়ে রেখেছি, হিংস্র পশুকে সার্কাস-প্রেয়ার যেমন বাটারি-চার্জ্জে দাবিয়ে রাখে। অলকার চিঠির কথা হঠাৎ একবার মনে পড়ায় আনমনা অট্টহাসি হেসে উঠলুম - মুসাফির মন চমকে ওঠে—

এ আবার কি দুঃস্বপ্ন!

সবশেষ~